উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 22 November 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 183

Toll Free
1800 1200 111

asg eye hospital™
Only The Best



ছানি

*সমস্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য

ছানির সার্জারির দ্বারা TRIFOCAL ও TORIC লেন্সগুলির মাধ্যমে কাছের ও দূরের দৃষ্টির চশমা অপসারণ করা সম্ভব।

ছানি সার্জারি শুরু মাত্র ₹ 14,000/-* থেকে

*(সমস্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত - লেন্স, সার্জিক্যাল শুল্ক, ওটি চার্জ, ও ডিসপোজেবল)



রেটিনা

হাই মায়োপিয়া | অকুলার ট্রমা | পোস্টেরিয়র ভিট্রিয়াস ডিটাচমেন্ট

বাকলিং সার্জারি এবং আধুনিকতম সেলাইবিহীন 23/25/27 জি ভিট্রেকটোমি দ্বারা এখন রেটিনাল ডিটাচমেন্টের সহজ এবং নিরাপদ চিকিৎসা সম্ভব।

ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি — বিশ্বব্যাপি এটাই দৃষ্টিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রত্যেক ডায়াবেটিক রোগীর রেটিনা পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।



কনট্যুরা - ল্যাসিক

Go Specs FREE
in less than 1minute *actual laser time
এখন আপনার চোখকে চশমা ও কন্ট্যাক্ট লেন্স -এর থেকে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে দিন

Disclaimer : Spectacle removal through LASIK or other advanced procedures is subject to individual eye condition and suitability. Please consult our specialist today for a detailed evaluation.

AI-generated visual for illustration only. Not an actual patient, procedure or result.

গ্লুকোমা | স্কুইন্ট | ওকুলোপ্লাস্টি | কর্নিয়া | পেডিয়াট্রিক অফথালমোলজি

শিলিগুড়িতে আমাদের বিশেষজ্ঞরা



DR. JAYSHREE MANDAL
MBBS, DNB, FIAS, FPOS
CATARACT & ANTERIOR SEGMENT, SQUINT & PEDIATRIC OPHTHALMOLOGIST
Reg. No.- WBMC-68027



DR. ANNESHA SARKAR
MBBS, DOMS, DNB (ARVIND), FSSDN (ORBIT & OCULOPLASTY), FFAC (FACIAL & CLINICAL COSMETOLOGY)
OCULOPLASTY & COSMETIC SURGEON
Reg. No.- WBMC-72160



DR. RAVI DEKATE
MBBS, MS, FVRS (SANKARA NETHRALAYA CHENNAI)
VITREORETINA, PHACO & REFRACTIVE SURGEON, SPECIALIST IN UVEA & NEURO OPHTHALMOLOGY
Reg. No.- 2005/03/2053



DR. RAVISH KUMAR ZENITH
MBBS, MS
CATARACT, CORNEA & REFRACTIVE SURGEON
Reg. No.- UPMC-62191



DR. MOHD RAMEEZ REZA
MBBS, MS(JNMC,AMU), FICO UK, FIGS(SCEH, DELHI)
PHACO & GLAUCOMA SURGEON
Reg. No.- RMC-69227



DR. SADAFNAZ SABAH
MBBS, MS (JNMC, AMU) FICO UK
PHACO SURGEON & MEDICAL RETINA
Reg. No.- 99743

All Super Specialities Under One Roof

Full-Day Services & Surgeries,
7 Days a Week, Including Sundays!



₹0/-

চিকিৎসকের পরামর্শ এবং উল্লেখিত চোখের পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিনামুল্যে।

২২ই নভেম্বর ২০২৬ থেকে ২১ই ডিসেম্বর ২০২৬

*এই অফার শুধুমাত্র অগ্রিম নথিভুক্ত নতুন পেশেন্টের জন্য প্রযোজ্য

অফার অন্তর্ভুক্ত
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ ও পরামর্শ
- রেটিনার পরীক্ষা
- গ্লুকোমা স্ক্রিনিং (আই ও পি পরীক্ষা করান)
- স্লিট ল্যাম্প পরীক্ষা
- চশমার সঠিক পাওয়ার জানুন

The availability of the eye tests listed may vary from centre to centre.

Contact for registration

0353-2642888 | 0353-2642000 | 7363003333 | 7365000561

Pranami Mandir Road, Sevoke Road, Siliguri

Find us on Google Maps
QR_Hospital location

Modern Amenity | Experienced doctor | Excellent service | 210+ Centres | 95+ Cities | 700+ Doctors

TPA & Cashless Facility Now Available

SUN OPEN ON SUNDAY

TIME 8:00AM TO 8:00PM

Scan QR for Booking appointment online
www.asgeyehospital.com

EMPANELLED WITH CGHS, ECHS, WBHS, ESIC, COAL INDIA, ONGC, EPFO, CAPF, VECC, AAI, POWERGRID, BOSE INSTITUTE, SAHA INSTITUTE, WBPDCL, EXIDE INDUSTRIES, WBSEDCL (RETD), SAIL (RETD), KOLKATA & WEST BENGAL POLICE, PORT TRUST, SOUTH EASTERN RAILWAY, NF RAILWAY, FCI, EPFO, NHPC AND ALL MAJOR TPA's & INSURANCE COMPANIES (PPN) ALL CASHLESS NO REIMBURSEMENT *T&C Apply

Our Network :- Andhra Pradesh | Assam | Bihar | Chhattisgarh | Delhi | Goa | Gujarat | Haryana | Jharkhand | J&K | Karnataka | Kerala | Kathmandu (Nepal) | Kampala (Uganda East Africa) | Madhya Pradesh Maharashtra | Odisha | Punjab | Rajasthan | Tamilnadu | Telangana | Uttar Pradesh | Uttarakhand | West Bengal

শীতের মেকআপ



সাজের আগে ত্বককে প্রস্তুত করতে হবে। শীতকালের শুষ্ক ত্বককে মেকআপের উপযোগী করতে ক্লিনজার-টোনার-ময়েশ্চারাইজার-প্রাইমার (সিটিএমপি পদ্ধতি) লাগানোর পরামর্শ দেন রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচি। তিনি বলেন, এই চার ধাপ অনুসরণ না করলে মেকআপ ঠিকমতো বসে না। ত্বকেও উজ্জ্বলতা আসে না। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নেওয়া উচিত তেলবিহীন ফেসওয়াশ আর স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ ক্লিনজার।



কিন্তু সব ধরনের ত্বকের জন্যই বেছে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ টোনার। কারণ, মুখ পরিষ্কার করার পর সব ধরনের ত্বকেই আর্দ্রতার প্রয়োজন পড়ে। ময়েশ্চারাইজারের ক্ষেত্রে তেলবিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভালো। বাজারে সাধারণত জেল, তেল ও সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার পাওয়া যায়। যেকোনো ধরনের ত্বকেই মানায় জেলভিত্তিক প্রাইমার। এটি ত্বকের আর্দ্রতাকে ধরে রাখতেও সহায়তা করে। তবে যাদের ত্বকে ব্রণের দাগ আছে, তাঁরা বেছে নিতে পারেন সিলিকনভিত্তিক প্রাইমার।

ফাউন্ডেশন

মেকআপের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো ফাউন্ডেশন। ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক ফাউন্ডেশন বেছে নেওয়া জরুরি। শীতকালের জন্য সবচেয়ে ভালো ডুয়েল ফিনিশ ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন পরিমাণে লাগে খুবই অল্প, কিন্তু সব ধরনের ত্বকেই খুব ভালোভাবে মিশে যায়। আলাদাভাবে বলতে গেলে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন তেলবিহীন ফাউন্ডেশন, তেমনি স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য বেছে নিতে পারেন ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ ফাউন্ডেশন।

পাউডার

ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর এটিকে ত্বকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করা হয় পাউডার। এ ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্বকেই ব্যানানা পাউডার বা হোয়াইট টোন পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাউডার ব্যবহারের পর ত্বক বেশি শুষ্ক দেখালে সেটিং স্প্রে দিয়ে পাউডার ও ফাউন্ডেশনকে সেট করে নিতে হবে।

চোখের সাজ

চোখের সাজের ক্ষেত্রে ম্যাট ফিনিশ আইলাইনার ব্যবহার করাই শ্রেয়। চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে চোখের পাপড়িতে ব্যবহার করতে পারেন ভলিউম মাসকারা। আজকাল চোখের সাজে গ্লসি আইশ্যাডো বেশ জনপ্রিয়। এর ব্যবহারে চোখে চলে আসবে ভিন্নতা। চোখের বেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন বাদামি রঙের গ্লসি আইশ্যাডো, এর ওপর হালকা শিমার দিলেই চোখের সাজ সম্পূর্ণ।

ঠোঁটের সাজ

শীতকালে আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অভাব ও শরীরে পানিশূন্যতার জন্য ঠোঁট শুকিয়ে যায়। শুকনো ঠোঁটে কোনো সাজই ভালো লাগে না। এ সময় ঠোঁটে আর্দ্রতাযুক্ত লিপবাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে হবে। এরপর ব্যবহার করতে পারেন গ্লসি লিপস্টিক। কারণ, চোখের মতোই, ঠোঁটের সাজেও চলছে গ্লসি লুকের আধিপত্য।

এল যে শীতের বেলা



অগ্রহায়ণের সকালে ঘুম ভাঙতেই টের পাবেন, হাওয়াটা কেমন যেন বদলে গেছে। গায়ে একটা হালকা শিরশিরানি, জানলার কাচে ঝাপসা কুয়াশা, আর ঠোঁটের কোণে সেই চেনা টান। শীত এসে গেছে, আর সে যে একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে ফাটা গোড়ালি, খসখসে কনুই আর শুকনো ত্বকের যত অভিযোগ।

ঠাকুমারা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। শীত পড়ার আগেই গায়ে সর্ষের তেল মেখে রোদে পিঠ দিয়ে বসতেন, আর আমরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আজ ঠোঁট ফেটে গেলে মনে পড়ে, ঠাকুমার সেই খসখসে হাতটাই ছিল সবচেয়ে গরম, সবচেয়ে ভরসার।





ঠাকুমারা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। শীত পড়ার আগেই গায়ে সর্ষের তেল মেখে রোদে পিঠ দিয়ে বসতেন, আর আমরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আজ ঠোঁট ফেটে গেলে মনে পড়ে, ঠাকুমার সেই খসখসে হাতটাই ছিল সবচেয়ে গরম, সবচেয়ে ভরসার।

তাহলে শুরু করা যাক স্নান দিয়ে। কনকনে ঠান্ডায় ফুটন্ত জলে চান করার আরাম অস্বীকার করছি না, কিন্তু ওই আরামের দাম দেয় আপনার ত্বক, কারণ বেশি গরম জল তার স্বাভাবিক তেলটুকু শুষে নেয়। তাই কুসুম গরম জলেই ভরসা রাখুন, আর স্নান সারুন মিনিট দশেকে। সাবানের বদলে গ্লিসারিনযুক্ত মৃদু সাবান বা ক্লিনজার হলে আরও ভালো।



স্নানের পরে গা মুছবেন চেপে চেপে, ঘষে নয়। ত্বক তখনও সামান্য ভেজা থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ময়শ্চারাইজার লাগালে আর্দ্রতা আটকে যায়। শুষ্ক ত্বকে ক্রিমি কিছু, তৈলাক্ত ত্বকে জেল, আর হাত-পায়ের জন্য নারকেল তেল তো আছেই।

মুখের জন্য দামি প্যাকের দরকার নেই, রান্নাঘরেই সব মজুত। এক চামচ মধুর সঙ্গে এক চামচ টক দই মিশিয়ে মুখে মাখুন, তারপর পনেরো মিনিট চুপটি করে বসে থাকুন। কথা বলবেন না কিন্তু, নইলে প্যাক ফেটে যাবে, আর সেই দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবেন না।

ঠোঁটের শুকনো চামড়া দাঁতে টেনে ছেঁড়ার অভ্যেসটা এবার ছাড়ুন। রাতে শোয়ার আগে একটু ঘি লাগিয়ে নিলেই সকালে ঠোঁট নরম। আর শীতে তেষ্টা পায় না বলে জল খাওয়া কমাবেন না, কারণ শরীর শুকোয় ঠিকই। দিনে আট-দশ গ্লাস জল, আর শীতের মিঠে রোদে বেরোনোর আগে একটু সানস্ক্রিন, কারণ অতিবেগুনি রশ্মি মোটেই মিঠে নয়।

আসলে এত কিছুর পরেও একটা কথা বাকি থেকে যায়। সারাদিন আপনি ছোটেন, রান্নাঘর থেকে অফিস, অফিস থেকে ছেলের পড়ার টেবিল, সেখান থেকে শাশুড়ির ওষুধের হিসেবে, আর সবার খেয়াল রাখতে রাখতে নিজের খেয়ালটাই থাকে সবার শেষে। আজ রাতে মাত্র পাঁচটা মিনিট নিজেকে দিন। আয়নার সামনে বসে ক্রিমটা হাতে নিন, তারপর আলতো করে নিজের মুখে হাত বুলোন। দেখবেন, ঠাকুমার সেই গরম হাতটা চুপিচুপি আপনার হাতেই ফিরে এসেছে।



ঘর সামলানোর টিপস



লেপ, কাঁথার যত্ন

বাক্স খুলতেই নাকে এল ন্যাপথলিনের গন্ধ, আর তার ভেতর কোথায় যেন লুকিয়ে মায়ের গায়ের গন্ধটাও। শীতের শুরুতে প্রায় প্রতি বাড়িতেই এই দৃশ্য, পুরোনো লেপ, সেলাই-করা কাঁথা, কোনওটা দিদার হাতের, কোনওটা মায়ের।

গায়ে চাপানোর আগে এদের একটু যত্ন করে নিন। প্রথমে একটা ঝলমলে দুপুর বেছে দু-পিঠ উল্টে-পাল্টে অন্তত তিন ঘণ্টা রোদে মেলে দিন, রোদ শুষে নেবে সব স্যাঁতসেঁতে ভাব, আর সোঁদা গন্ধও পালাবে। তারপর হাতে বা নরম লাঠিতে আলতো করে ঝেড়ে নিন, জোরে পেটালে তুলো জমাট বেঁধে যায়।

ফের বাক্সে তুলে রাখার সময় নিমপাতা বা কর্পূরের ছোট পুঁটলি গুঁজে দিন, পোকা ঘেঁষবে না। লেপের ওপর একটা সুতির কভার পরিয়ে দিলে ঘনঘন ধোয়ার ঝামেলাও কমবে, কভারটুকু কাচলেই চলবে। আর বছরে একবার ধুনুরিকে ডেকে তুলো ধুনিয়ে নিন, শীত চেপে বসলে তাঁর দেখা পাওয়াই ভার।

কাঁথার বেলায় একটু আলাদা নিয়ম। নকশিকাঁথা মেশিনে নয়, ঠান্ডা জলে মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে হাতে কাচুন। রং ছাড়ার ভয় থাকলে আগে এক কোণে পরীক্ষা করে নিন, আর শুকোতে দিন ছায়ায়, তাতে রং আর সুতো দুটোই বেঁচে থাকে।

সুতো আলগা হয়ে গেলে কাঁথাটা ফেলে দেবেন না, সূঁচ-সুতো নিয়ে বসে পড়ুন। ওই এক-একটা ফোঁড়ের ভেতর একজন মানুষের অবসর, অপেক্ষা আর ভালোবাসা জমে আছে। শীতের রাতে সেই কাঁথা গায়ে টেনে নিলে মনে হয়, কেউ যেন আস্তে করে মাথায় হাত রাখল।

শীতের ঘরকে কী জামাকাপড় পরাবেন?

শীত এলে মানুষ গুটিয়ে যায়, ঘরও যায় গুটিয়ে। সোফায় ধুলো, জানলায় গরমের সেই পাতলা পর্দা, মেঝেটা বরফের মতো ঠান্ডা। এমন ঘরে মন বসবে কেন? চলুন, সামান্য খরচে ঘরটাকে একটু আদর করে আসি।

আগে পর্দা বদলান। পাতলা পর্দা তুলে মেরুন, মাস্টার্ড বা বটলগ্রিনের মোটা পর্দা টাঙালেই ঘরে ঢুকলে একটা ওম টের পাবেন। সোফার কুশন কভারেও এই রংগুলো আনুন, সুতির জায়গায় উল বা মখমল হলে আরও ভালো। মেঝেতে পাতুন একটা পুরু কার্পেট, সকালে বিছানা থেকে নেমে ঠান্ডা মেঝেতে পা পড়লে যে মেজাজ বিগড়ে যায়, কার্পেট সেটা সামলে নেবে।

আলোর খেলাটাও ভুলবেন না। সাদা টিউব লাইট নিভিয়ে হলুদ আলো জ্বালালেই ঘর হেসে ওঠে। কোণে একটা ল্যাম্প বসান, জানলার ধারে ঝুলিয়ে দিন ফেয়ারি লাইট, আর সন্ধেবেলা একটা মোমবাতি জ্বেলে দেখুন, চেনা ঘরটাও কেমন নতুন লাগে।



বারান্দায় বা জানলার টবে এখনই লাগিয়ে ফেলুন গাঁদা, ডালিয়া, প্যানজি। দিন কয়েকের মধ্যে কুঁড়ি ধরবে, আর সকালে জানলা খুললেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। ঠাকুমার আমলের কাঁসার বাটিতে ফুল ভাসিয়ে দিন, সোফার পিঠে বিছিয়ে দিন একটা নকশিকাঁথা। দামি সাজসজ্জা ওর কাছে হার মানবে।

ঘর সাজানো আসলে টাকা ঢালার ব্যাপার নয়। ঘরকে চুপি চুপি বলে আসা, তুমি আমার প্রিয়। আর ঘর যখন ভালো থাকে, ঘরের মানুষও কেমন যেন একটু ভালো থাকে।

রেসিপি : কড়াইশুঁটির কচুরি



শীতের সকালে গরম কচুরি আর আলুর দম, এর চেয়ে বড় সুখ বাঙালির জীবনে বেশি নেই। অথচ কচুরি ফোলানো এমন এক কঠিন বিদ্যে, যে অনেকের কচুরি কড়াইয়ে নেমেই চুপসে যায়, আর তার মুখ দেখে মনে হয় সে বকুনি খেয়েছে। আজ সেই বকুনির দিন শেষ।

লাগবে দু কাপ ময়দা, দু টেবিল চামচ সুজি, দু টেবিল চামচ গরম ঘি আর নুন। পুরের জন্য এক কাপ সেদ্ধ কড়াইশুঁটি, এক চা-চামচ আদাবাটা, দুটো কাঁচা লংকা, আধ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, এক চিমটে হিং, আধ চা-চামচ চিনি আর স্বাদমতো নুন। ভাজার জন্য তেল তো লাগবেই।

প্রথমে ময়দা, সুজি আর নুনে গরম ঘি ঢেলে হাতে ভালো করে ঘষে নিন, তারপর অল্প অল্প জল দিয়ে নরম করে মেখে আধঘণ্টা ঢেকে রাখুন। এই ফাঁকে কড়াইশুঁটি মিক্সিতে দু-তিনবার চালিয়ে দলা-দলা করে বেটে নিন, মিহি করলে স্বাদ হারিয়ে যাবে। কড়াইয়ে সামান্য তেলে হিং ফোড়ন দিয়ে আদা, লংকা, বাটা কড়াইশুঁটি, জিরে, নুন আর চিনি দিয়ে শুকনো করে কষুন, তারপর জুড়োতে দিন।

এবার ছোট লেচি কেটে লুচির মতো বেলে মাঝখানে পুর ভরুন, মুখ বন্ধ করে আলতো হাতে আরেকবার বেলে নিন। মাঝারি গরম তেলে ছেড়ে দিন, আঁচ কড়া করবেন না। খুন্তি দিয়ে তেলটা কচুরির ওপর ছিটিয়ে দিলে দেখবেন সে ফুলে ফেঁপে সোনালি হয়ে উঠছে।

ঠান্ডা আর গরম তেলের মাঝামাঝি একটা ছন্দ আছে, সেটাই কচুরির আসল রহস্য। আর একটা সাবধানবাণী, কাল সকালে বাড়ির সবাই অফিসে একটু দেরি করে পৌঁছোবে। সে দায় অবশ্য আমার নয়।

সন্ধের চা : আদা-তুলসীর কাপ



শীতের সন্ধেয় এক কাপ গরম চায়ের চেয়ে ভালো সঙ্গী আর নেই। তবে আজ সাধারণ চা নয়, আদা-তুলসীর চা।

দেড় কাপ জলে এক টুকরো ছেঁচা আদা, কয়েকটা তুলসীপাতা আর দুটো লবঙ্গ ফুটতে দিন। জল অর্ধেক হয়ে এলে এক চামচ চা-পাতা ফেলে মিনিট খানেক ফুটিয়ে নিন, তারপর আধ কাপ দুধ আর চিনি দিয়ে ছেঁকে নিন। গুড় দিলে স্বাদটা আরও গভীর হয়, তবে চুলো থেকে নামিয়ে মেশাবেন।



এই চা গলার খুসখুসে ভাব কমায়, সর্দির আগমনী সুরটাও থামিয়ে দেয়। বারান্দায় বসে, গায়ে একটা শাল জড়িয়ে, কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালে মনে হবে সারাদিনের ক্লান্তি ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে গেল। আর যদি পাশে কেউ থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। চায়ে যা মিষ্টি, আড্ডায় তার চেয়েও বেশি।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
Ph : 9830303398
Mammohan JADU MALAM
সকল ত্বক থেকে সাবধান
Since 90 Years

রংদার



মাত্র একুশ বছরের জীবন, অথচ কবিতার আয়ু আরও দীর্ঘ। সময়ের সীমানা পেরিয়ে আজও নানাভাবে ফিরে আসেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সময়, সমাজ ও মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতা।

শতবর্ষে সুকান্ত

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়



২০২৭-এ বাড়তে পারে মুদ্রাস্ফীতির হার ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৬°	২৬°	১৭°	২৬°	১৯°	২৮°	১৬°



কেঁচো সারে এবার চাঁদেই ফলবে আলু ৯

যৌন হেনস্তা নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাত্য ৭

শিলিগুড়ি ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 22 November 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 183

আইআইটির মঞ্চে মোদির তোপ বাম ও কংগ্রেসকে

চিত্ত মাহাতো

খড়্গপুর, ২১ নভেম্বর : খড়্গপুর আইআইটির ৭৫ বর্ষপূর্তি বা প্ল্যাটিনাম জুবিলির মঞ্চ থেকে বাম ও কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যের শিল্পায়নের প্রশ্নে বামেদের আক্রমণ করার পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। মোদি জমানায় দেশের বদলে যাওয়া ছবির নানা দৃষ্টান্ত তুলে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে আইআইটি খড়্গপুরকে পথ দেখানোর আহ্বান জানান। এর আগে বামপন্থীদের আক্রমণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে 'দিমাগি নকশাল'দের চিহ্নিত করার কথাও। তবে এদিন তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেননি।

শনিবারের অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্পায়নের প্রসঙ্গ তুলে সেমিকনডাক্টর শিল্পের পুরোনো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার জন্য বামেদের দায়ী করেন মোদি। তিনি বলেন, '৫০ বছর আগে ভারতের সামনে সেমিকনডাক্টর চিপ তৈরির সুযোগ এসেছিল। কিন্তু লাল ঝান্ডা দেখিয়ে সেই কোম্পানিদের ভাগিয়ে দেওয়া হয়।' দেরিতে শুরু হলেও ভারত এখন সারা পৃথিবীতে চিপ রপ্তানি করছে বলে দাবি করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পালটা সমালোচনা করেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, '৫০ বছর আগে দেশে সেমিকনডাক্টর তৈরির পরিস্থিতি হয়েছিল আর লাল ঝান্ডা তাকে রুখে দিয়েছিল। এসব অসত্য ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর মুখে মানায় না।' সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নামে টাটার কারখানা আর কেমিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনাকে ধ্বংস করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই আন্দোলনে মমতার পাশে ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আর রাজনাথ সিং, যিনি মোদির মন্ত্রীসভার অন্যতম খুঁটি। সেদিনের সেই শিল্প ধ্বংসের জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী?' রাজ্যের শিল্প ধ্বংসের পিছনে বিজেপিরও ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ করেন সুজন।

শিল্পের পাশাপাশি এদিন দারিদ্র্য দূরীকরণ নিয়েও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি 'গরিবি হটাও' স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

এরপর বারোর পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা?
হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

উত্তর-পূর্বে অস্ত্রের জাল

(পূর্ব/১)



- উত্তর-পূর্বে অবৈধ অস্ত্রের কারবারে চিনের রমরমা অবস্থার কথা উঠে এসেছে গবেষণায়
- মিজোরামের লংতলাই অস্ত্র পাচারের গুরুত্বপূর্ণ করিডর হয়ে উঠেছে
- চিনের একে-৫৬, আমেরিকার এম৪, এম১৬ ও এআর-১৫, জার্মানির হেকলার অ্যান্ড কোখ, মায়ানমারের এমএ১ এমকে-৩ এবং ব্রিটেনের এমকে-৫, বিভিন্ন দেশের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের বাজার হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্ব ভারত
- গবেষকের মতে, এনএসসিএন (আইএম) ও আলফার মতো সংগঠনগুলি শুধু নিজেদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করত না, তাদের আন্তঃদেশীয় যোগাযোগের মাধ্যমে অন্য সংগঠনগুলির কাছেও অস্ত্র পৌঁছে দিত



শুভঙ্কর চক্রবর্তী

৪টি চিনা মর্টার, পাঁচটি চিনা গ্রেনেড, বিভিন্ন মাপের ৩০টি মর্টার, একটি প্রায় ১০ ফুট লম্বা রকেট, সঙ্গে মেশিনগান ও বিস্ফোরক। গত ১১ নভেম্বর মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলার পি গেলজাং গ্রামের জঙ্গল এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করেছে সেনা ও পুলিশের যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী। তার ঠিক একদিন আগে বিষ্ণুপুরে উদ্ধার হয়েছিল গ্রেনেড, দেশি পিস্তল, মর্টার ও আইইডি। ১৪ নভেম্বর আবার তেংনৌপাল জেলায় ভারত-মায়ানমার সীমান্তের কাছে তিনটি একে-৪৭, ১৭২ রাউন্ড গুলি ও তিনটি গ্রেনেড সহ গ্রেপ্তার হয়েছেন মায়ানমারের এক নাগরিক। প্রায় প্রতিদিনই উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও না কোনও রাজ্যে উদ্ধার হচ্ছে বিদেশি অস্ত্র। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের মাটিতে বিভিন্ন দেশের তৈরি সামরিক অস্ত্রের কারবার এবং সীমান্তের ওপারের অস্ত্রের বাজারের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গোয়েন্দাদের মতে, মণিপুরে অশান্তি ছড়ানোর পাশাপাশি ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে উত্তর-পূর্ব ভারতে আন্তর্জাতিক অস্ত্রের অবৈধ বাজারের প্রভাব আরও বিস্তৃত হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের এই আশঙ্কায় কার্যত সিলমোহর দিয়েছে চলতি মাসে প্রকাশিত দিল্লির মনোহর পর্রিকর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস-এর গবেষক পুষ্পিতা দাসের গবেষণাপত্র 'প্রোলিফারেশন অফ স্মল আর্মস অ্যান্ড লাইট ওয়েপনস ইন ইন্ডিয়া : সোর্সেস, ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড রেসপন্স'। দেশের ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ও হালকা যুদ্ধাস্ত্রের অবৈধ বিস্তার নিয়ে এই গবেষণায় উত্তর-পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক অস্ত্র সরবরাহের ইতিহাস, মায়ানমারের সশস্ত্র সংগঠনগুলির ভূমিকা এবং চিনা অস্ত্রের কালোবাজার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামই 'ক্রস-বর্ডার আর্মস ট্র্যাফিকিং ইন নর্থ-ইস্ট



ইন্ডিয়া'। গবেষকের বক্তব্য, উত্তর-পূর্বে অস্ত্রের জোগান কোনও একটি দেশের উপর নির্ভরশীল নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ব্যবসায়ী, সীমান্তবর্তী সশস্ত্র সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিনের একটি আন্তঃদেশীয় অবৈধ ব্যবস্থা।

গবেষণায় উঠে এসেছে, উত্তর-পূর্বের

এরপর বারোর পাতায়



জোড়াপানির দূষণে জেরবার জীবন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বসতির বুক চিরে বয়ে যাওয়া নদীর কালো জলে ভাসছে প্লাস্টিক, প্যাকেট, থার্মোকল সহ নানা ধরনের আবর্জনা। কোথাও জঞ্জালের স্তূপ, কোথাও জমে নোংরা জল। দু'পাশে ঘনবসতি। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কাকের দল। এক পলকে একে নদী নয়, নর্দমা বলেই ভ্রম হয়। জোড়াপানি নামে এই নদীর আশপাশে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। প্রচণ্ড দুর্গন্ধ তো আছেই, অহরহ মশামাছির উপদ্রব। ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ রেখেও রেহাই মিলছে না।

সুকান্ত মিত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। ভক্তিনগরের রাধাগোবিন্দ মন্দির রোডে নিজের পছন্দমতো বাড়ি তৈরি করে পরিবার নিয়ে থাকেন। বাড়ির পিছন দিয়ে জোড়াপানি বয়ে গিয়েছে। একসময় যা তাঁর কাছে গর্বের বিষয় ছিল আজ সেটাই প্রচণ্ড মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার নদীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষোভের কথা শোনাচ্ছিলেন 'জোড়াপানির দুর্গন্ধের পাশাপাশি মশা ও মাছির উৎপাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বাড়ির পিছনের দিকের ঘরগুলির দরজা, জানলা খোলা যায় না। দিনভর মাছির উপদ্রব চলে। বিকেলের পর বাড়ে মশার উৎপাত। দরজা খোলা থাকলে পচা গন্ধে ঘরে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।' একা শুধু সুকান্তই নন, জোড়াপানির দু'পাশে বসবাস করা প্রায় প্রত্যেক পরিবারকেই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

নদীটির বেশিরভাগ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ এবং ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে। নদীর দু'পাশে গড়ে উঠেছে একের পর এক বসতি। প্রথম প্রথম অনেকেরই ভালো লাগত। আজকাল বলতে গেলে কারও লাগে না। নদীর যা পরিস্থিতি তাতে অবশ্য ভালো না লাগারই কথা! জল কালো। কোথাও প্লাস্টিক, কোথাও পচা জঞ্জালের স্তূপ। ভক্তিনগরের বাসিন্দা রেহমা বেগমের অভিযোগ, 'নদীর জলের এতটাই বাজে গন্ধ যে ঠিক করে খাবার খেতে পারি না। ঘরের মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ ভেসে আসে। বমি বমি লাগে, শরীর খারাপ হয়।' বহিরাগতরা এলাকায় এসে নদীতে আবর্জনা ফেলে বলে অভিযোগ।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Recovering A Miracle
সন্তান প্রত্যাশীদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ
পরিষেবা
• আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব বেবি)
• আই.ইউ.আই
• আই.সি.এস.আই
পাকুড়তলা মোড়, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | 9800711112

নদীপাড়ের যন্ত্রণা / ১



রেহমা হতাশ, 'সেতুর ওপর লোহার জালি লাগিয়েও বিশেষ কোনও লাভ হয়নি। ওদের ঠেকানো যাচ্ছে না।'

গত বছর জোড়াপানি নদীর একাংশ সংস্কারের কাজ হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছর শেষ হতে চললেও নদী পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা সন্তোষ সাহানি নদীর পাশেই থাকেন।

এরপর বারোর পাতায়

কৃষিচুন মানেই বায়োটিন কৃষিচুন
যা ব্যবহারে জমি চাষের পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠে
বায়োটিন কৃষিচুন-ই একমাত্র কৃষিচুন
Trasco®
Super Agro India Pvt. Ltd

তরুণীর রহস্যমৃত্যুতে গ্রেপ্তার মা দীপশিখা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : খুন, নাকি মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ স্বেচ্ছায় খেয়ে ফেলার ফল? কীভাবে মৃত্যু হল ডাবগ্রামের বাসিন্দা বছর বাইশের তানিশা ঘোষের? উত্তর খুঁজতে গিয়ে জট ক্রমশ পাকছে।

ঘটনার প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পর শনিবার সকালে তানিশার মা দীপশিখা ঘোষের হদিস পায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার অবধি মনে করা হচ্ছিল, দীপশিখার হদিস মিললেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বৃহস্পতিবার রাতে ঠিক কী ঘটেছে তানিশার সঙ্গে। যদিও এদিন গ্রেপ্তারির পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে।

ধৃত মহিলার দাবি, শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন তানিশা। সেদিন অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে ফেলেন। এরপর মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে দেখে দীপশিখা ভয় পেয়ে যান। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি চলে আসেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। ওই প্রতিষ্ঠান চত্বরেই নাকি রোগীর পরিজনদের সঙ্গে দু'রাত কাটিয়েছেন তানিশার মা। অবশেষে শনিবার সকালে শান্তিনগরে নিজের



- তানিশা ঘোষের রহস্যমৃত্যুর প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর তাঁর মা দীপশিখা ঘোষ গ্রেপ্তার
- মায়ের দাবি, অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার ফলেই মেয়ের মৃত্যু হয়েছে
- মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে নমুনা হায়দরাবাদের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে

বাবার বাড়ির পাশে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

অন্যতম মূল অভিযুক্তের এই দাবি ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীদের যুক্তি, নিজের মেয়ে অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে ফেলার পর তাঁকে বাঁচানোর বদলে দীপশিখা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন কেন? গা-ঢাকা দিতে সদাব্যস্ত হাসপাতাল চত্বরকেই কেন বেছে নিলেন? তানিশার দেহ এই হাসপাতালেই আনা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাত অবধি সেখানে প্রতিবেশী-পরিজন, পুলিশকর্মীরা ছিলেন। পরদিন দেহ ময়নাতদন্ত অবধি পরিবারের লোকেরা আনাগোনা করেছেন। তাঁদের সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেন? হঠাৎ আজ নিজের বাবার বাড়িতে না ঢুকে প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলেন কেন?

সেই প্রতিবেশীর অবশ্য দাবি, 'সকালবেলায় জল খাওয়ার কথা বলে দীপশিখা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।' দীপশিখাকে পুলিশ শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে আসার পর তাঁর বাবা-মা সেখানে পৌঁছান। গ্রেপ্তারির কথা শুনে কান্নাকাটি শুরু করেন।

অন্যদিকে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে শ্বাসরোধ করে বা কিছু দিয়ে আঘাতের ফলে তানিশার মৃত্যু হয়নি বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা চিকিৎসকদের। সঠিক কারণ জানতে আরও পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন। তাই, মৃতার শরীরের একাধিক অঙ্গ পরীক্ষা করতে হায়দরাবাদের

এরপর বারোর পাতায়

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী

নড়াইলে পুড়ল বহু বাড়ি, ঢাকায় নামল বিজিবি

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ

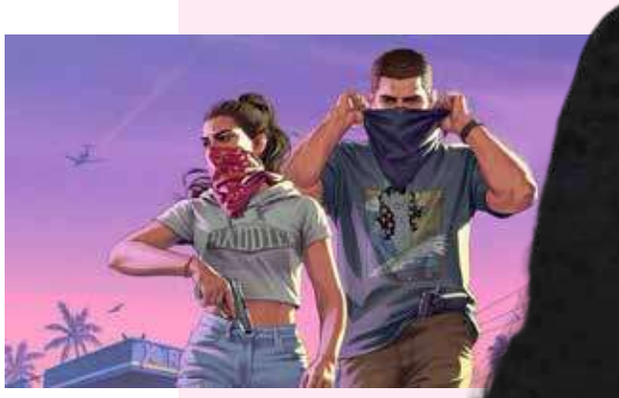
ঢাকা, ২১ নভেম্বর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনাকে ঘিরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে। রাজনৈতিক হিংসার পাশাপাশি পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভও পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে তারেক রহমানের সরকার শনিবার সকাল থেকে ঢাকা জেলা ও মহানগর, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং কক্সবাজারে মোট ৯০ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করেছে। গোপালগঞ্জে আগে থেকেই এক ব্যাটালিয়ন বিজিবি ছিল। তার পাশাপাশি আরও এক ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আওয়ামী লিগকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করতে প্রয়োজনে সরকার ও বিরোধী দল ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম।

শনিবার রংপুরে শহিদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মীর বলেন, 'আওয়ামী লিগ একটি সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল। বিগত অন্তর্বর্তী সরকার তাদের নিষিদ্ধ করে যে সঠিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা আজ জাতির সামনে প্রমাণিত।' বর্তমান সরকার মানবিক ও ধৈর্যশীল বলে দাবি করে তিনি আরও বলেন, 'আগের সরকারের মতো গুম-হত্যা বা গুলি চালিয়ে সরকার কিছু নির্মূল করতে চায় না, তবে সরকারের এই ধৈর্যকে দুর্বলতা ভাবার কোনও সুযোগ নেই।'

এদিকে, নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় দুই বিএনপি নেতা খুনের জেরে শুক্রবার বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বেন্দারচর গ্রামে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বুধবার সন্ধ্যায় বিএনপির মিছিলে হামলায় কৃষক দলনেতা শাহিনুর এবং জাসাস নেতা সোহেল নিহত হন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দিশা বিশ্বাস ও রাকিব বিশ্বাস নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার পরেই শুক্রবার প্রাক্তন সাংসদ বিএম কবিরুল হক মুক্তি, উপজেলা আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ ঘোষ সহ দলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি ও দোকানপাটে হামলা চালানো হয়। একাধিক বাড়ি ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরপর বারোর পাতায়

ফসল কি জান-সিলভান
দাদা অর্জুন
ক্লোরোপাইরিফস্
২০ ই.সি.
SG
SYLVAN GROUP
Support : 9830774338
sylvanchemicals@hotmail.com



'আজ শনিবার'-এ মাতছে জিটিএ ৬



চার দশক পর বিশ্বমঞ্চে মালদার রূপা

দীপ সাহা

কাল্পনিক শহর লিওনিডার রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। চারপাশে ঝলমলে আলো, পশ্চিমী পপ, হিপ-হপের ছন্দ। আচমকাই গাড়ির রেডিও ঘোরাতে গিয়ে কানে ভেসে এল বাংলা গান- 'আজ শনিবার, নাচবে চলো আজ'। মুহূর্তে চমকে উঠতে পারেন যে কোনও বাঙালি। কারণ, বিশ্বের অন্যতম আলোচিত ভিডিও গেম গ্র্যান্ড থেফট অটো ৬ (জিটিএ ৬)-এর 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড এফএম' রেডিও স্টেশনে জায়গা করে নিয়েছে চার দশকেরও বেশি পুরোনো এই বাংলা ডিস্কো গান। আর তার নেপথ্যে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে, মালদার ভূমিজ শিল্পী রূপা বিশ্বাস।

ভাগ্য সত্যিই বড় চমকদার। একসময় যে গান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাতেই পারেনি, আজ সেই গানেই মজে বিশ্বের নানা প্রান্তের সংগীতপ্রেমীরা। সময়ের এমন অদ্ভুত প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী এখন ৭১ বছরে পা দেওয়া এই শিল্পী। তবে, জিটিএ ৬-এ যে তাঁরই গান বাজবে তা জানতেনও না রূপা।

একান্ত আলাপচারিতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বললেন, 'সত্যি বলতে জানেন, আমি খবরটা পেয়েছি একদিন আগে অর্থাৎ শুক্রবার। ছেলে হঠাৎ আমাকে পাশের ঘর থেকে ডেকে বলল, মা দেখো তোমার গান বাজছে ভিডিও গেমে। আর বকবে আমায়!'

রূপার গলায় এখন এক অদ্ভুত তৃপ্তি। প্রাণখোলা হাসি। বলছেন, 'চার দশক আগে রেকর্ড করা আট মিনিটের গানটা যে বিশ্বের

এরপর বারোর পাতায়

স্টলের ভাড়া নিয়ে কমিটির শর্ত মানতে নারাজ জমি মালিকরা

মেলার আনন্দে কাঁটা চাঁদার অঙ্ক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২১ নভেম্বর : লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম। পুজোর বাসন, খেলনা, বাতাসা-খাজা আর খাবারের দোকানে মেতে ওঠার অপেক্ষায় বোল্লা। তবে ভক্তির এই আবহে স্থানীয় বহু পরিবারের কাছে চারদিনের এই মেলা মানেই সারাবছরের একচিলতে সচ্ছলতা ছোঁয়ার স্বপ্ন। বাড়ির সামনের যে নামমাত্র জমি সারাবছর পড়ে থাকে, এই ক'দিনে সেটাই হয়ে ওঠে হাজার হাজার টাকার সম্পত্তি। কিন্তু এবার বোল্লা রক্ষাকালীর মেলায় উৎসবের আনন্দ ছাপিয়ে জমির ভাড়া আর কমিটির চাঁদা নিয়ে শুরু হয়েছে ঠান্ডা লড়াই। কমিটির চাঁদার দাবিতে কপালে চিন্তার ভাঁজ ওই স্থানীয়দের।

পুজোর সময় বোল্লা বাসস্ট্যান্ড থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে এবং মন্দির চত্বরে বসে শতাধিক দোকান। শুধু দক্ষিণ দিনাজপুর নয়, আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকেও আসেন ব্যবসায়ীরা। চারদিনের জন্য এক হাত জায়গার ভাড়া ৭০০ থেকে ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত। ফলে কারও কারও কয়েক দিনের আয় পৌঁছে যায় ৩০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা বা তারও বেশি।

তবে এই ভাড়ারও রয়েছে অদ্ভুত হিসাব। মন্দিরে যাওয়ার পথে রাস্তার বাঁ দিকে খেলনা, বাসন, কাপড়, লাঠি ও পুজোর ভোগের দোকান বেশি। এই অংশে হাতপ্রতি ভাড়া ৭০০ থেকে ১,২০০ টাকা। অন্যদিকে, মন্দির থেকে ফেরার পথে খাবারের দোকানের চাহিদা বেশি। ফলে সেই অংশে ভাড়া বেড়ে দাঁড়ায় ১,২০০ থেকে ২,০০০ টাকা, কোথাও কোথাও ২,৫০০ টাকাও।



বোল্লা মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় স্টল নির্মাণ চলছে।

এবার মেলা কমিটির তরফে জমির মালিকদের হাতপ্রতি ২০০ টাকা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অন্যথায় হাতপ্রতি ৫০০ টাকা ভাড়ায় দোকানিদের জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এ নিয়েই তৈরি হয়েছে টানাপোড়েন। অনেক জমির মালিক জানিয়েছেন, অতিরিক্ত টাকা দিতে হলে ভাড়াও ১০০-২০০ টাকা বাড়াতে হতে পারে।

স্থানীয় ক্ষুদ্র কৃষক ও খেতমজুর বিমল রায়ের বাড়ির সামনে রয়েছে ৫০ হাত জায়গা। এবার সেখানে গঙ্গারামপুর, রামপুর, ইটাহার ও হিলি থেকে আসা সাত ব্যবসায়ীকে জায়গা দেবেন তিনি। বিমল বলেন, 'আমি ৫০০ থেকে ১২০০ টাকা হাতপ্রতি নিই। কমিটি হাতপ্রতি ২০০ টাকা চেয়েছে। এই টাকায় দিতে পারব না।'

গৌরী সরকারের ১২ হাত জায়গার ভাড়া এবার হাতপ্রতি ২,০০০ টাকা। তাঁর প্রশ্ন, 'এবার হাতপ্রতি ২০০ টাকা করে কমিটি চেয়েছে। হেলিকপ্টারে পুষ্পবৃষ্টি হবে, সেই খরচও কি আমাদের কাছ থেকে তোলা হবে?' অন্যদিকে, শুভজিৎ প্রামাণিক তাঁর ৩০ হাত জায়গা হাতপ্রতি ২,০০০ টাকা ভাড়ায় দেবেন বলে জানিয়েছেন।

মেলা কমিটির সদস্য অর্ঘ্য সরকার অবশ্য বলেন, 'আমরা শুধু দোকানিদের কাছ থেকে ৫০ থেকে ১০০ টাকা নিই। জমির মালিকেরা হাত প্রতি ২,০০০-২,৫০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া নেন। আমরা বলছি, তাঁরা ৫০০ টাকা হাতপ্রতি ভাড়া নিন, আমরা কোনও টাকা নেব না। তবে হাতপ্রতি ২০০ টাকা নেওয়া হবে কি না, তা এখনও চূড়ান্ত নয়।'

সব মিলিয়ে মায়ের মেলায় ভক্তির পাশাপাশি জমির এক হাতকে কেন্দ্র করে চর্চায় ব্যবসার জটিল অঙ্ক। একদিকে কয়েক দিনের বাড়তি রোজগারের আশা, অন্যদিকে ভাড়া ও চাঁদার হিসাব। মেলা যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে হিসেবের এই দড়ি টানাটানি।

ব্যালেন্সিং কালভার্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৯০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৪-এপি-II-২০২৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ফকিরাগ্রাম জংশন-কোকরাঝার: মিউ বঙ্গাইগাঁওএ এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে সেতু নং ২৬০এ-এর নিকট ২১৫/৯ থেকে ২১৬/০ কিলোমিটার পর্যন্ত আপ লাইনে ফকিরাগ্রাম জংশন-কোকরাঝার খণ্ডে জলপথের বৃদ্ধির জন্য প্রতি (১.৬) মিটারে একটি করে ব্যালেন্সিং কালভার্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৫৫,৭৪,১৮৬.৭৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,১১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ Dy.CEE/CON/NJP/E/10/2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্ম-এর কাছ থেকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ E-C-NJP-J-3-26-27-NMX-JPZ। কাজের নামঃ নিউ ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপা নিউ লাইন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত গৌরীপুর-অভয়াপুরী আসাম সেকশনের মধ্যে বিলাসীপাড়া এবং গৌরীপুরে আরওবি নং. ১৮৪/এ-১ এবং ৩১২/এ জন্য মেইন ব্রিজ, অ্যাপ্রোচ এবং আরইউবি-এর অধীনে লাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৭,৫১,৬১৬.৬০ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,১৫,০০০.০০ টাকা। ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারের উপলব্ধতাঃ ১৯-১১-২০২৬ থেকে ১১-১২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত যে কোনও কর্মদিনে। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১১-১২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ডিওয়াই. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন), নিউ জলপাইগুড়ি, ডাকঘর ঃ ভক্তিনগর, পিন-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে ১১-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই.চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন,
নিউ জলপাইগুড়ি, ভক্তিনগর-০৭
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ৯১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৮-১১-২০২৬, নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং.ঃ ৩৫-এপি-II-২০২৬; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে কলোনিগুলোতে (অফিসার কলোনি, বুধিয়া কলোনি, শীতলা কলোনি এবং কাঞ্চন ভিউ কলোনি ব্যতীত) - রেলওয়ের নির্ধারিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, ঠিকাদারের নিজস্ব শ্রমিক, সরঞ্জাম, গ্লাভস, যন্ত্রপাতি, সংক্রামাদি ও যানবাহন ব্যবহার করে বর্জ্য পদার্থের সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, পরিবহন ও নিষ্পত্তি সহ ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নর্দমার স্থান পরিবর্তন, রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, যান্ত্রিক উপায়ে জঙ্গল কাটা, পশুর মৃতদেহ নিষ্পত্তি। টেন্ডার মূল্য: ৪৫,১৫,১৫২.৬০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৯০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের হওয়ার তারিখ ও সময় ০৯-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লোকোর ধোয়া এবং পরিষ্কার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ TRS-MLDT-13-26-27, তারিখঃ 19-11-2026। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও স্থানঃ "ডিএলএস/মালদা টাউন-এ ০২ বছরের জন্য ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ শেডে সাইড বডি ফিল্টার, করিডোরের ভেতর, ক্যাব ও লুকআউট গ্লাস-এর পরিষ্কার সাথে লোকো ধোয়া এবং পরিষ্কার এবং অন্যান্য কাজ।"। কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ১,৭৪,০২,১৬৭.৪০ টাকা। বায়নার ধনঃ ২,৩৭,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ১১-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ 81/W-2/APDJ, তারিখঃ 19-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ 32-AP-II-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আলিপুরদুয়ার জংশনে-এসএসই /ডব্লিউ/I/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে ফিল্টার হাউসে ফিল্টার মিডিয়া পরিবর্তন ও পলি অপসারণ ইত্যাদি সহ ২(দুই) বছরের জন্য ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৫,৭৭,৮১২.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩১,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিউ বঙাইগাঁও, এন.এফ. রেলওয়ের জন্য ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/নিউ বঙাইগাঁও, অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ডিসেম্বর/২০২৬, জানুয়ারি/২০২৭, ফেব্রুয়ারি/২০২৭ এবং মার্চ/২০২৭ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৬	০৮-১২-২০২৬, ১৫-১২-২০২৬ ২৩-১২-২০২৬ এবং ৩০-১২-২০২৬
২	জানুয়ারি/২০২৭	০৫-০১-২০২৭, ১২-০১-২০২৭ ২২-০১-২০২৭ এবং ৩০-০১-২০২৭
৩	ফেব্রুয়ারি/২০২৭	০৫-০২-২০২৭, ১২-০২-২০২৭ ১৮-০২-২০২৭ এবং ২৬-০২-২০২৭
৪	মার্চ/২০২৭	০৩-০৩-২০২৭, ১০-০৩-২০২৭ ১৯-০৩-২০২৭ এবং ৩১-০৩-২০২৭

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Invitation for Applications for Conducting Employment Linked Short Term Training (STT) Courses under PM AJAY for FY 2026-27 as per NSQF Norms.

Application are hereby invited from eligible and interested Training Providers for conducting the following NSQF Short Term Training courses in **Jalpaiguri District** under PM AJAY for FY 2026-27

Sl. No.	Sector	Sub-sector	Course Name	Course Code	Total Training Hours	Cost per hr per trainee allowed	Maximum Assessment fees per Trainee	NSQF Level	No. of Batches	Max no of Trainees Allowed	Max Total cost per Trainee Allowed
1	Automotive	Automotive Vehicle Service	Two Wheeler Service Technician	ASC/ Q1411	360	56.35/-	1,500/-	4	1	30	21,786
2	Food Industry Capacity & Skilling	Fruits and Vegetables, Bread & Bakery, Packaging Foods	Multi Skill Technician [Food Processing]	FIC/ Q9007	780	56.35/-	1,500/-	4	1	30	45,453
3	Health Care	Allied Health & Paramedics	General Duty Assistant	HSS/ Q5101	630	52.50	1,500/-	3	2	60	34,575
4	Health Care	Allied Health & Paramedics	Geriatric Care Assistant (Hospital/ Hospice Care)	HSS/ Q6001	450	52.50	1,500/-	4.5	2	60	25,125
5	Retail	Retail Operations	Retail Sales Specialist Cum Cashier	RAS/ Q0109	420	52.50	1,500/-	4	2	60	23,550
6	Tourism & Hospitality	Hotels	Front Office Associate	THC/ Q0102	408	52.50	1,500/-	4	2	60	22,920
7	Management	Security	Security Guard Unarmed Security Guard (MEP/Q7101	MEP/ Q7101	264	52.50	1,500/-	3	2	60	15,360

Eligible Criteria:
1. Must be registered on Skill India Digital Hub (SIDH) Portal with valid affiliation for the applied courses. 2. Must have adequate Infrastructure, lab, equipment and certified trainers as per NSQF Norms. 3. Must have prior experience in conducting employment linked STT courses with placement record. 4. Must Submit letter of intent (LOI) from reputed industry partners for employment of successful trainees.

Documents to be submitted : Application Form, SIDH Registration & Courses Affiliation certificate, Trainer Certificates, Centre Address Proof & Lab Photographs, Previous Placement Records, LOI from Industry Partners, PAN/GST, Bank Details.

Last Date of submission : 09/12/2026.

Address : Office of the District Manager, WB SC, ST & OBC Dev. & Fin. Corporation, Hakimpara, Shibaji Road, Jalpaiguri. (Ph-9002191318)

REQUIRES VICE PRINCIPAL (TERM BASED) FOR ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI (CBSE AFFILIATED) PRIVATE UNAIDED SCHOOL

Army Public School Located at	Upto Class	Application be forwarded to
Army Public School Binnaguri Cantt	XII (Senior Secondary School)	Principal, Army Public School Binnaguri PO-Binnaguri Cantt, Dist-Jalpaiguri (WB) PIN-735232

1. Qualification :-

1.1 Regular Masters Degree with 50% aggregate marks in CBSE notified teaching subjects (preferably being taught in Army Public Schools) from a recognized University / Institution.

1.2 Regular Bachelor of Education with 50% aggregrate marks from UGC/NCTE recognized University/Institution.

1.3 Adequate working knowledge of computers/MS Office/MS Power Point.

2. **Additional Desired Qualification:** PhD, M.Ed and minimum 3 year administrative experience in a recogninized CBSE school.

3. **Experience:** 6 years regular service as a PGT in any teaching subject in a recognized CBSE school OR 10 years combined service as PGT/TGT in any teaching subject in a recognized CBSE school with min 3 years as a PGT in a recognized CBSE school.

4. **Age as on 01 Apr 2026:** Min 35 years and max 45 years as on last date of submission of application. Upper age limit for regular employees of Army Public Schools and ESM will be 55 yrs.

5. For APS employees (PGT/TGT) only experience and age criteria is reqd to be fulfilled.

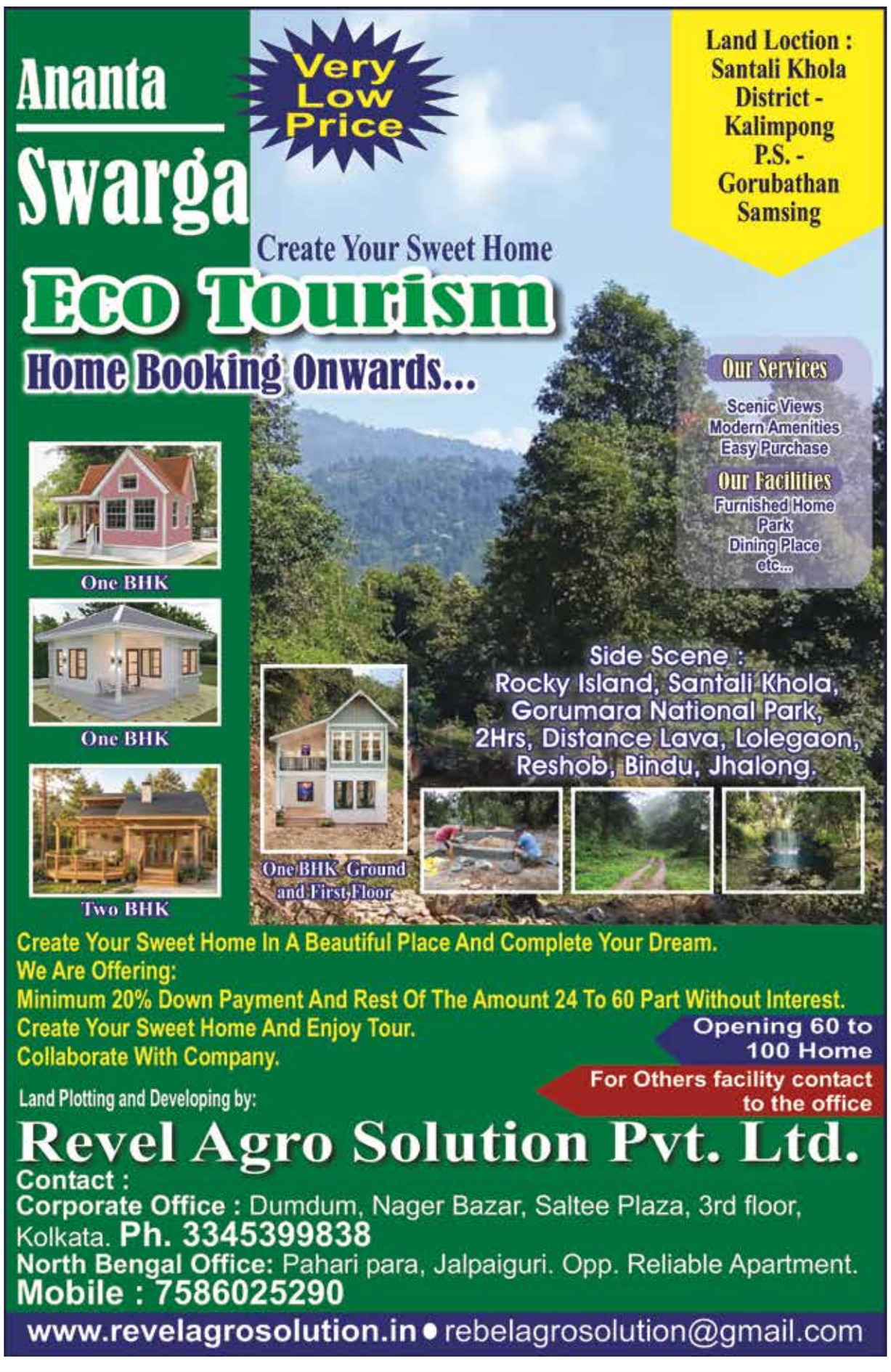
6. **Pay & allowance:** As per AWES guidelines.

7. **Selection Process:** Through panel interviews (only candidates short listed, based on qualification, experience & other criteria as may be considered by the board, will be called for the interview

8. **How to apply:** Application with detailed Bio-data, copies of certificates and mark sheets should be addressed to the Principal, Army Public School Binnaguri Cantt, PO-Binnaguri Cantt, Dist Jalpaiguri (WB), PIN-735232 in a sealed envelope marked as "Application form for the post of Vice-Principal, APS Binnaguri" and reach by post/by hand latest by 16 Dec 2026. Forms are available on the schools website www.apsbinnaguri.org

9. Applications submitted through email will not be accepted. Only hard copies of applications submitted by hand or by post will be considered. The school will not be responsible for any postal delay, and applications received after the last date of submission will be rejected.

Note Online payment of Rs 250/- towards registration fee is required to be paid and receipt of the same to be attached with the application form. No TA/DA is admissible.



সিনেমা



কিডনি চাই

■ ধূপগুড়ি শহরের ঋষি অরবিন্দপল্লী নিবাসী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্যে AB (+), O (+) অথবা B (+) গ্রুপের কিডনি প্রয়োজন। যোগাযোগ- 9641560356 অথবা 7477362780. (C/124493)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/124508)

ভাড়া

■ জলপাইগুড়ি বজরা পাড়ায় Bajaj শোরুমের ওপরে 3000 sq.ft জায়গা ভাড়া দেওয়া হবে (অফিস/শোরুম/ব্যাংক এর জন্য) M : 6296438580. (C/124058)

■ শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সরণি সারদা পল্লীতে তিন কামরা নীচ তলায় বাড়ি ভাড়া (স: কর্মী) দেব। (M) 9832492424. (P/A)

ভাড়া

■ 3 BHK Flat for rent হাকিমপাড়া, বিবেকানন্দ স্কুলের নিকটে, শিলিগুড়ি। M : 9832039100. (C/124511)

ব্যবসা/বাণিজ্য
PRESCHOOL FRANCHISE

■ Kensington Kidz, Pune offers Preschool Franchise opportunity within your budget. Start your Preschool business within 60 days. Call - 8653562357. (C/A)

■ 7 কাঠা জমি, শিলিগুড়ি ওয়ার্ড নং 4-এ জ্যোতিনগর প্রমোটিং করাতে চাই - হাত বদলের মাধ্যমে। M : 8327072245. (C124511)

বিক্রয়

■ 2 BHK ফ্ল্যাট 1st ফ্লোর 986 sqft সামনে গ্যারাজ সহ বিক্রয়। M : 9800362528. অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি। (C/124498)

■ Land for sale LR land measuring 3 kathas available for sale near Siliguri/Uttarkanya Office. Contact No. :94340-36376. (C/124709)

বিক্রয়

■ ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে ২.৫ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। দাম ২৮ লাখ। M: 8391043751/ 9434539209. (C/124462)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া Prime Location Re sale-এ 3 BHK Flat বিক্রয়। 9749361049. (C/124503)

■ আলিপুরদুয়ারের সূর্য্যনগর কলোনীর জয়শ্রী বিল্ডিং এর দোতলায় গ্যারাজ সহ 2 BHK 940 sq ft ফ্ল্যাট বিক্রয়। Lift ও দুটো বারান্দা আছে। M : 9832463260. (C/124044)

■ শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর নিকটে ক্ষুদিরাম পল্লীতে 130 sq.ft দোকান ঘর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : - 9932581928. (C/124508)

■ শিলিগুড়ি 2 নং ওয়ার্ডে বাঘা যতীন কলোনি ১ নম্বর রোড নেপালি স্কুলের সামনে বাড়ি বিক্রয় হবে। ফোন :- 8637395011. (C/124508)

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস,' পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M - 9832083404. (C/124513)

কর্মখালি

■ রঙের ব্রাশ কারখানায় (অনূর্ধ্ব 40) কর্মী প্রয়োজন। বেতন : ₹7,000/- মাস। সময় : 10: 30 am -7pm। Ph : 7601816063. (C/124437)

■ শাড়ির দোকানে কাজ জানা মহিলা কর্মচারী চাই। কাজের সময় 10 A.M. to 9 P.M. Salary- 10,000/- + Sornali Biponi- Lake Town- Siliguri. Ph :9474874830. (C/124470)

■ Required experienced B. Arch/Dip. Architect for an Architect's office. Send CV or call at 9800013305. (C/124300)

■ প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে একজন Hot Press Operator ও একজন Finishing Dept. Head কর্মচারী লাগবে। Cont. No. 8293770519. (C/124500)

■ শিলিগুড়িতে (১) মাড়োয়ারি রান্না জানা কুক, (২) ইন্ডিয়ান/ চাইনিজ কুক (৩) নর্মাল কুক (৪) কিচেন হেল্পার (৫) ঘরের কাজের জন্য মহিলা/পুরুষ কর্মী চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি+বেতন। ফোন : 7432877806. (C/124509)

■ Next Gen. Public School, Dhapganj Jalpaiguri needs a Principal & Assistant Teachers (All subjects) having English communication skill with B.Ed. WhatsApp your CV to 9475250393. (C/124066)

কর্মখালি

■ A renowned Tea Garden in Banarhat, Jalpaiguri, requires tea garden working experienced Pharmacist. Interested candidates may send their CV immediately to rbtcpl@rediffmail.com (C/124514)

■ কাপড়ের দোকানে দক্ষ পুরুষ/মহিলা Sales Staff চাই। শিলিগুড়ি, জলপাই মোড়। (M) 9933634290. (C/124510)

■ রাজস্থান নিবাসী বাঙালি পরিবারে বাচ্চা দেখার জন্য অভিজ্ঞ মহিলা প্রয়োজন। বেতন-20,000/- +থাকা এবং খাওয়া। যোগাযোগ- 6297881684/ 7001646161, শিলিগুড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (C/124708)

■ Urgently Required for a reputed tea co. (Siliguri) : Two Tea Tasters experienced in tasting, online auction & all-rounder for tea trading business, and One Experienced Sales Representative for tea marketing & field work. Apply to : Box No. 8253, Uttar Banga Sambad, Siliguri-734001. (C/124512)

■ Wanted Staff, Room service Boy for Hotels at Siliguri, M : 8250661108. (C/124509)

কর্মখালি

■ সল্টলেকের নামী রেস্টুরেন্টে Authentic Bengali কুক, তন্দুরি এবং বিরিয়ানি কুক চাই। খাওয়া, থাকা+বেতন, M :- 9147214268. (C/124508)

■ প্রসিদ্ধ সিগারেট কোম্পানিতে দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গার জন্য মার্কেট সুপারভাইজারের প্রয়োজন। FMCG কনসিউমার সামগ্রী সেলসের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন এবং অন্যান্যরাও যোগাযোগ করতে পারেন। বয়স-21-35 বছরের মধ্যে হতে হবে এবং মোটরসাইকেল এবং স্মার্ট ফোন থাকা আবশ্যক। চাকরিপ্রার্থীকে অবশ্যই লোকাল অঞ্চলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। দিনহাটা অঞ্চলের চাকরিপ্রার্থীরা যোগাযোগ করুন - 9073307301 ও মাথাভাঙ্গা অঞ্চলের চাকরিপ্রার্থীরা যোগাযোগ করুন - 9836667707. (C/A)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন - 10,000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নীচে, শিলিগুড়ি। (C/124509)

■ জেলাভিত্তিক FMCG কোম্পানির মহিলা সেলস ম্যানেজার চাই। বেতন + কমিশন। M : 8900446253/ 9832444053. (C/124509)

কর্মখালি

COMPUTER TEACHER

■ Computer Teachers required for various Sarada Sishuteertha Schools in Siliguri, Jalpaiguri, Islampur,Raiganj, Hemtabad & Dinhata. Interested candidates may email their CV to schoolccsp@gmail.com Contact : 96415-10602. (C/124507)

গৃহ শিক্ষক চাই

■ ক্লাস-২, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। গৃহ শিক্ষক চাই। কোচবিহার শহরে। ওয়ার্ড নং- 11, ফোন নম্বর - 9932472697. (C/123776)

RECRUITMENT

■ Oodalabari Stone Crusher Staff Recruitment Billing Counter - 4 Nos, Field Supervisor and vehicle Incharge - 3 Nos, Store Incharge-2 Nos. , Paver Block Factory Supervisor - 1 Nos., Civil Engineer for Paver Block Lab- 1 Nos., Accountant (SLG Office) - 3 Nos., Project Manager for Plant - 2 Nos., Interested Candidate Please Drop your CV on WhatsApp No. 7718265160.

কর্মখালি

আচার্য-আচার্যা চাই

■ সরস্বতী বিদ্যামন্দির, নেতাজীপল্লী, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২০২ গণিত, পদার্থ/রসায়ন বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিষয়ের স্নাতক/তদূর্দ্ধ (অনার্স ডিএলএড/বিএড আবশ্যক) আগ্রহীদের ৩/১২/২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন চাওয়া হচ্ছে। M - 9733229099. (C/124472)

VACANCY
Daga Auto Distributors, Siliguri
Leading Automobile Spares Distributors urgently requires:
1.Sales Executive (Bike Must)
2. Store Incharge
3. Material Picker /Packers /Despatcher
4. Back-Office Executive cum Accountant
Exp. in Automobile industry preferred.
Email CV with photo:
careerdaga@gmail.com
Call: 81009 93454

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধুর দেহ ফেরাতে গিয়ে মৃত্যু তিন পরিযায়ীর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : রাজস্থান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে সহকর্মীর দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার সময় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কোচবিহারের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। সঙ্গে রাজস্থানের দুই অ্যাম্বুল্যান্সচালকেরও মৃত্যু হয়েছে। মৃত তিন শ্রমিকের নাম রফিকুল হক (৫০), আমিনুল হক (৪৪) ও মকবুল খান (৩৮)। প্রত্যেকের বাড়ি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতে। একজনের দেহ ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আরও তিনজনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়।

রাজস্থানের জয়পুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় আজিজুল হক (৩৮) নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের। তাঁর বাড়ি কোচবিহারের হরিণচওড়াতে হলেও জন্মভিটে বালাভূত পঞ্চায়েত। আজিজুল, রফিকুল, আমিনুল ও মকবুল একসঙ্গেই রাজস্থানে শ্রমিকের কাজ করতেন। একই এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তাই আজিজুলের মৃত্যুর পর ওই তিনজন দেহ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর ফেরার সময়ই ঘটে যায় বিপত্তি।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের বারাবাঁকির সুবেহা থানার গেঁরোয়া গ্রামে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে অ্যাম্বুল্যান্সটি। ধাক্কার তীব্রতায় অ্যাম্বুল্যান্সটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ভেঙে যায় জানলার কাচ। পিকআপ ভ্যানটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখনই ঘটনাস্থলে ছুটে যান ওই এলাকার বাসিন্দারা। রক্তাক্ত অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা পাঁচজনকে উদ্ধার করে হায়দরগড়ের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে সবাইকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। পরে সুবেহা থানার পুলিশ মৃতদের পরিবারকে ফোন করে গোটা বিষয়টি জানায়। তবে রাজস্থানের ওই দুই মৃত অ্যাম্বুল্যান্সচালকের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। মৃত তিন শ্রমিকের দেহ ময়নাতদন্তের পর কোচবিহারে ফেরানো হবে।



পথ দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে স্থানীয়দের জটলা। বালাভূতে।

ঘটনাপ্রসঙ্গে আমিনুলের প্রতিবেশী জীবেশ চৌধুরী বলেন, ‘একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ওঁদের মধ্যে পরিবারের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাই বন্ধুর দেহ বাড়িতে পৌঁছে দিতে আসছিল আমিনুল। অথচ সেই পথেই যে ওর শেষযাত্রা হবে, তা আমরা কখনও ভাবিনি। ওর পরিবারের স্ত্রী সহ দুই ছেলে ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। এখন পরিবারটির কী হবে, তাই ভাবছি।’

> **একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ওঁদের মধ্যে পরিবারের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাই বন্ধুর দেহ বাড়িতে পৌঁছে দিতে আসছিল আমিনুল। অথচ সেই পথেই যে ওর শেষযাত্রা হবে, তা আমরা কখনও ভাবিনি।**
>
> **জীবেশ চৌধুরী**
> *মৃত আমিনুলের প্রতিবেশী*

রফিকুলের আত্মীয় মিজানুর রহমান বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে রাজস্থানের জয়পুরে কাপড়ের ডিজাইনের কাজ করত রফিকুল। চাষাবাদের জন্য বাড়িতে এসেছিল। মাসদুয়েক হল পুনরায় রাজস্থানে কাজ করছিল। ওর পরিবারে বাবা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে। এরকম ঘটনা ঘটবে কল্পনা করতে পারিনি।’

বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের রিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তাই প্রত্যেকে মিলে বন্ধু আজিজুল হকের দেহ নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে ফিরছিল। তিনটি তরতাজা প্রাণ চলে গেল। পেটের টানে ওরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিল। এখন চারটি পরিবার অথই জলে পড়ল। এই ঘটনা কোনওভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এলাকায় কর্মসংস্থান থাকলে কাউকে আর পরিবার-পরিজনকে রেখে ভিনরাজ্যে যেতে হত না। এই পরিবারগুলোর কী হবে? কে দেখবে তাদের? এটাই এখন আমাদের দুশ্চিন্তা।’



স্বাভাবিক প্রসবে জোর

সিজারিয়ান প্রসবের হার বাড়তে থাকায় গর্ভধারণের শুরু থেকে মায়েদের পাশে থাকার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে ছ’জন এনপিএম কাজ শুরু করেছেন।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : সিজারিয়ান প্রসবের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা কমাতে এবং মায়েদের স্বাভাবিক প্রসবে আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। গর্ভধারণের শুরু থেকে সন্তান প্রসব এবং পরবর্তী সময় পর্যন্ত মায়েদের পাশে থাকতে তৈরি করা হয়েছে ‘নার্সিং পার্সোনেল মিডওয়াইফারি’ (এনপিএম) নামে নতুন পদ। উত্তরবঙ্গের পাইলট প্রকল্প হিসেবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে ধাপে অন্য হাসপাতালেও এই পদে নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের লক্ষ্য, অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার এড়িয়ে নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসবের হার বৃদ্ধি।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেন, ‘এখানে ছ’জন এনপিএম দেওয়া হয়েছে। তাঁরা প্রসূতি বিভাগে কাজ শুরু করেছেন। আশা করছি কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপায়ে প্রাকৃতিক প্রসব বা নরমাল ডেলিভারির সংখ্যা বাড়ানো যাবে।’

সাম্প্রতিক বিভিন্ন জাতীয় পরিসংখ্যান ও স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সিজারিয়ান সেকশনের হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। ২০১৫-’১৬ সালে যেখানে এই রাজ্যে সিজারের হার ছিল ২৩.৮ শতাংশ, ২০২৪-’২৫ সালে এই হার বেড়ে ৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যেখানে জাতীয় গড় ২৭.২ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রায় এক দশকে রাজ্যে সিজারের হার অনেকটাই বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান এই প্রবণতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল বেশ উদ্বিগ্ন।

চিকিৎসকদের একাংশের মতে, এখন অনেক পরিবারই সিজার করাতে আগ্রহী। অন্তঃসত্ত্বারা অনেক আগেভাগে সিজারের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। স্বাভাবিক প্রসবের যন্ত্রণা নিয়ে ভয় এবং উদ্বেগ এর অন্যতম কারণ। আবার দিনক্ষণ দেখে সন্তান প্রসবের ইচ্ছাও অনেক পরিবারের থাকে। ফলে স্বাভাবিক প্রসবের সুযোগ থাকলেও সিজারের দিকে ঝুঁকছেন তাঁরা। সরকারি হাসপাতালের তুলনায় বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে সিজারের প্রবণতা বেশি বলেও মানছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

বিশিষ্ট প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তের মতে, স্বাভাবিক প্রসব মা ও সন্তান, দুজনের পক্ষেই ভালো। এতে মা দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। শিশুও তুলনায় সুস্থ থাকে। তাঁর মতে, স্বাভাবিক প্রসবে মা ও শিশুর মৃত্যুর হার কম এবং খরচও অনেক কম। তবে কিছু ক্ষেত্রে সিজার ছাড়া উপায় থাকে না। তাঁর কথায়, ‘গড়ে ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বার শারীরিক পরিস্থিতি, গর্ভে সন্তানের অবস্থান বুঝে সিজার করতেই হয়।’ সিজারের হার কমাতে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সন্দীপ। তাঁর মতে, এর ফলে অন্তঃসত্ত্বাদের কাউন্সেলিং করা এবং শারীরিক পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখা সহজ হবে।

নার্সিংয়ে নতুন পদ

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজন ছাড়া সিজার হলে মায়ের শারীরিক জটিলতা বাড়তে পারে। প্রসবের পর সুস্থ হতেও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় লাগে। এই বাস্তবতা মাথায় রেখে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুর সার্বিক সুস্থতার কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য দপ্তর এনপিএম পদ তৈরি করেছে। প্রসবের আগে মায়ের পুষ্টি, মানসিক অবস্থা এবং শারীরিক পরিস্থিতির দিকেও নজর রাখার কথা এই ব্যবস্থায় বলা হয়েছে। এই কর্মীরা নিয়মিতভাবে অন্তঃসত্ত্বাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। পুষ্টি ও মানসিক পরামর্শ দেবেন। প্রসবপূর্ব প্রস্তুতি এবং প্রসবের সময় সহায়তা করবেন। গর্ভধারণের প্রথম দিন থেকেই মায়ের পাশে থেকে ভয় কাটানো এবং স্বাভাবিক প্রসবের জন্য প্রস্তুত করাই হবে তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

এটিএম ভাঙার চেষ্টায় ধৃত

ময়নাগুড়ি, ২১ নভেম্বর : এটিএম ভাঙার চেষ্টার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত মলয় সেন ময়নাগুড়ির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সেনপাড়ার বাসিন্দা। শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতের বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন। পুলিশের জেরায় মলয় জানান, তিনি আইফোন কেনার জন্য এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধবার রাতে মলয় তাঁর দাদুর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে শহরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে গিয়েছিলেন। সেসময় এটিএম মেশিনটির অ্যালার্ম বাজতে শুরু করলে মলয় পালিয়ে যান। পরে ব্যাংকের তরফে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ তদন্তে নামে। ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে শুক্রবার রাতে মলয়কে গ্রেপ্তার করে।

টাকা ফেরত

কালিয়াগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : বছর খানেক আগে মোবাইল ফোনে আসা লিংকে ক্লিক করতেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৫১ হাজার ৬১৮ টাকা খুইয়েছিলেন কুনোরের বাসিন্দা কিশোরকুমার রায়। শনিবার সেই টাকা উদ্ধার করে তাঁর হাতে তুলে দিল কালিয়াগঞ্জ থানার সাইবার ক্রাইম হেল্প ডেস্ক। ঘটনার পর রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেছিলেন কিশোর। বছর খানেক আগে পুরোনো গাড়ি কিনতে মোবাইলে আসা লিংকে ক্লিক করেছিলেন কুনোরের বাসিন্দা পেশায় গাড়িচালক কিশোর। লিংকে ক্লিক করতেই সেই টাকা খোয়া গিয়েছিল তাঁর। টাকা ফেরত পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

পরিদর্শন

হিলি, ২১ নভেম্বর : হিলি স্থলবন্দর পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহম্মদ মানজারুল মান্নান। শনিবার দুপুরে স্থলবন্দরের কার্গো এবং ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন মানজারুল।



ভলিবলে মেতেছে কিশোররা। শনিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পুরোনো ফর্মুলাতেই পথ আটকানোর ছক

ফের ভুটানমুখী বক্সার বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : গভীর জঙ্গলের শান্ত কোর এলাকাতেও যেন মন টিকছে না তার। কয়েক দিনের নিস্তব্ধতা ভেঙে ফের উত্তরের সীমান্তের দিকে পা বাড়িয়েছে বক্সার বাঘিনী ‘বিটিআর টিএফ-১’। তার এই নতুন করে ভুটানের দিকে ঘেঁষতে শুরু করাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে।

এর আগেও বাঘিনীর ভুটান-যাত্রা আটকাতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের তরফে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও একবার সেই একই ফর্মুলা প্রয়োগ করতে বলেছে বন দপ্তর। যদিও বন দপ্তরের বিশ্বাস, বাঘিনী শেষপর্যন্ত ভুটানে যাবে না। এদিন এই বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, ‘বাঘিনী বক্সার মধ্যেই রয়েছে। বনকর্মীরা বাঘিনীর ওপর নজর রাখছেন। বাঘিনীর লোকেশন পাওয়া যাচ্ছে।’

বাঘিনীর এই সীমান্ত পেরোনোর প্রবণতা অবশ্য নতুন নয়। গত ২৩ অক্টোবর সে এই রাজ্যের সীমানা ছেড়ে অসমে ঢুকে পড়েছিল। এরপর প্রায় ১২ দিন সেখানকার লোকালয়ে থাকাকালীন তাকে সামাল দিতে কম সমস্যায় পড়তে হয়নি বন দপ্তরকে। পরে বাঘিনীকে ফিরিয়ে এনে এনক্লোজারে রাখা হয়। কিন্তু ৮ নভেম্বর সেখান থেকে বেরিয়ে সে ফের খোলা জঙ্গলে চলে যায়।



বক্সার জঙ্গলে ঘুরছে বাঘিনী। -ফাইলচিত্র

মুক্ত হওয়ার পরদিনই ভুটানের দিকে ঘেঁষতে শুরু করেছিল বাঘিনী। কোনওমতেই যেন সে বক্সার সীমানা ছেড়ে না যায়, তা নিশ্চিত করতে ওই সীমানায় কুনকি হাতি থেকে শুরু করে ঢাক, তাসা সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রেখেছিল বন দপ্তর। সেই চেষ্টায় কিছুটা সফলও হয়েছিল দপ্তর। টানা তিনদিন এক জায়গায় থাকার পর দক্ষিণ দিকে আসতে শুরু করে বাঘিনী এবং জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় চলে আসে। বনকর্তাদের পছন্দের জায়গায় সে অবস্থান করায় তাঁরা কয়েক দিন নিশ্চিন্তেই ছিলেন।

কিন্তু শুক্রবার থেকে ছবিটা আবার বদলাতে শুরু করে। ফের উত্তরমুখী হতে থাকে বাঘিনী। একটু একটু করে ভুটানের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় বাড়তে থাকে উদ্বেগ। এদিন শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ভুটান সীমান্তের প্রায় দেড় থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে বাঘিনীটি।

তাকে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে বন দপ্তর। তবে অন্য একটি আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না—বাঘিনী বেশি পূর্ব দিকে সরে গেলে আবার অসমের দিকে পা বাড়াতে পারে। তাই বাঘিনীর ওপর কড়া নজর রাখছে বন দপ্তর। বন দপ্তর সূত্রে খবর, সব সময় রেডিও কলারের মাধ্যমে তার লোকেশন নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্টেনা দিয়েও চলছে নজরদারি। বাঘিনীর ‘মুড’ এবার কোন দিকে, তা-ই এখন বোঝার চেষ্টা করছেন বনকর্তারা।

তোর্ষার শ্রমিকদের পাশে মীনাক্ষী

সমীর দাস

জয়গাঁ, ২১ নভেম্বর : জমির অধিকার ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনরত তোর্ষা চা বাগানের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন সিপিএমের রাজ্য নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। শনিবার জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশে গোটিবাড়ি এলাকায় গড়ে ওঠা ধর্না মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে জমি ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের চক্রান্তের অভিযোগও তোলেন মীনাক্ষী। গোটিবাড়ি এলাকায় ল্যান্ডপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমির অধিকার নিজেদের বলে দাবি করছেন সংলগ্ন তোর্ষা চা বাগানের শ্রমিকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই জমির সঙ্গে তাঁদের অধিকার ও জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। তাই জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই দাবিতে প্রায় দু’মাস ধরে লাগাতার ধর্না ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। কিন্তু এখনও দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে।

এদিন আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন মীনাক্ষী। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরে মীনাক্ষী বলেন, ‘সাধারণ মানুষকে তাঁদের নিজেদের জমি ও বসতভিটে থেকে সরিয়ে দেওয়ার গভীর চক্রান্ত চলছে। শুধু তোর্ষা চা বাগানই নয়, বক্সা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় রেলের জমিকে কেন্দ্র করেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।’ তাঁর সংযোজন, সরকার একতরফাভাবে নোটিশ জারি করে পুলিশ ও বুলডোজার ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে তাঁদের বসতভিটে থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। আন্দোলনরত তোর্ষা চা বাগান জমি বাঁচাও কমিটির সম্পাদক বিলাস ওরাওঁ বলেন, ‘মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আমাদের সমর্থন করায় আমরা উৎসাহিত। ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন জারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’







ট্রেন থেকে পড়ে জখম

নাগরাকাটা, ২১ নভেম্বর : চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে এক তরুণ গুরুতর জখম হলেন। শনিবার দুপুরে ক্যারন স্টেশনের চার নম্বর সিগন্যালের কাছাকাছি ঘটনাটি ঘটেছে। আহত অভিষেক ওরাওঁ বীরপাড়ায় চার্চ লাইনের বাসিন্দা। লুকসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাঁকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

অভিষেক শিলিগুড়িগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। ক্যারন স্টেশনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তিনি হঠাৎ ট্রেন থেকে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর শিলিগুড়ির দিকে যাওয়া ডিইএমইউ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের চালক রেললাইনের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে স্টেশনমাস্টারকে জানান। লুকসান ভুট্টাবাড়ি বস্তির বাসিন্দা ও স্টেশন মোড়ে থাকা একদল তরুণের তৎপরতায় অভিষেককে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। তিনি কীভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন, রেল পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা)
১৩০০, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কসবা, কলকাতা: ৭০০১০৭
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের অর্থানুকূল্যে
পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মেধাবৃত্তি পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষার তারিখ : ২০ ডিসেম্বর, ২০২৬ (রবিবার)
পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় মোট ৩৪ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে

আবেদন করার সময়সীমা (অনলাইন) : ৮ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬

সফল ছাত্র/ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি ও বই কেনার অনুদান দিয়ে সম্মানিত করা হবে

- **জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা :** ২০২৬ সালে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৭৫% (সামগ্রিকভাবে)/ সমতুল CGPA মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য।
- **জুনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি :** শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য, যারা ২০২৬ সালে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৭৫% (সামগ্রিকভাবে)/ সমতুল্য CGPA মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পাঠরত। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই এই নির্বাচন করা হবে।
- **সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা :** যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ২০২৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মৌলিক বিজ্ঞান (সাম্মানিক)/ বি এস-এম এস/ কারিগরি বিদ্যা/ চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকস্তরে পাঠরত/ পড়াশোনা করবে।
  - ❖ **বিশেষ আকর্ষণ : সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশজন ছাত্রী ও প্রথম দশজন ছাত্রকে মেধাবৃত্তি ব্যতীত ল্যাপটপ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।**
- **সিনিয়র বিজ্ঞানী কন্যা মেধাবৃত্তি :** শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য, যারা ২০২৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মৌলিক বিজ্ঞান (সাম্মানিক)/ বি এস-এম এস/ কারিগরি বিদ্যা/ চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্নাতকস্তরে পাঠরত/ পড়াশোনা করবে। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই এই নির্বাচন করা হবে।
- **পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন মাল্টিপল চয়েস (MCQ)**

আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর, ২০২৬

আবেদন করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন - www.jbnsts.ac.in
ই-মেল : senior-talent-search@jbnsts.ac.in / junior-talent-search@jbnsts.ac.in
ফোন নং: ০৩৩ ২৪৪২ ৮২৭০/ ২৪৪১ ৭৫৪২/ ৯০৩৮৩৪৬৩৪৪

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্য নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে। এবিষয়ে কোনও অভিজ্ঞের পরামর্শে উপকৃত হবেন। সন্তানের সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মেলায় গর্বিত হবেন। সামান্য বিতর্কও কিন্তু এ সপ্তাহে আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। মায়ের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা হতে পারে।

বৃষ : আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠে স্বস্তিলাভ। পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় আনন্দ। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। সপ্তাহের শেষভাগে নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে।

মিথুন : এ সপ্তাহ পরিশ্রমে কাটবে। ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। দুঃস্থদের সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি মিলবে। সাংসারিক সমস্যায় স্ত্রীর পরামর্শে উপকৃত হবেন। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো খবর পেতে পারেন।

কর্কট : বাড়ি সংস্কারে নিজের সিদ্ধান্তের ভুলে অহেতুক অর্থব্যয় হবে। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তার অবসান হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সংসারের কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। এ সপ্তাহে অর্থলাভের আশা না করাই ভালো।

সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন এ সপ্তাহে পূরণ হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য হতে পারে। অযথা ভোগবিলাসে অর্থব্যয় করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোনও সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকলেও তা থেকে মুক্ত হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ না মেটারই সম্ভাবনা। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে এ সপ্তাহে দূরে থাকুন।

তুলা : বিশেষ কোনও ঘটনার কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। মায়ের পরামর্শে সংসারের দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যার সমাধান। নতুন সম্পত্তি কেনার সুযোগ মিলবে। স্ত্রীর সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে দেখুন। এ সপ্তাহে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। পেটের কারণে পারিবারিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে।

বৃশ্চিক : এ সপ্তাহে সামান্য পরিশ্রমে সাফল্য আসবে। সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে। অকারণে প্রিয়জনের সঙ্গে সমস্যা তৈরি করে মানসিক বিষাদ। মামলা মোকদ্দমায় ব্যয় বাড়তে পারে। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। কাজকর্মে অপ্রত্যাশিত কোনও বদল হওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : নিজের ভুলে প্রিয়জনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। সামান্য কারণে মানসিক অস্থিরতা থাকবে। শুভ যোগাযোগে আনন্দ। বিষয় সম্পত্তির কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন।

মকর : এ সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে অভিজ্ঞ প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। আয়বৃদ্ধির সুযোগ। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তিলাভ। পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়াবেন না। নতুন ব্যবসা আরম্ভ বা ব্যবসার প্রসারে সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নেবেন।

কুম্ভ : নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে চাপতে পারে। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা হওয়ায় মানসিক স্বস্তি। হঠাৎ নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। প্রেম প্রণয়ে সম্পর্ক আরও মধুর হবে।

মীন : পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটি কাটানোর চেষ্টা করুন। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। ব্যবসার দিকটিতে সামান্য মন্দা নামতে পারে। নতুন জমি কেনায় লাভবান হবেন। অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা সমস্যা তৈরি করবে। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩, ভাঃ ১ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর, ২০২৬, ৫ অঘোন, সংবৎ ১৩ কার্তিক সুদি, ১১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৪।৪৮। রবিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।২৪। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ৩।৯। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ১১।০। কৌলবকরণ দিবা ১২।৫৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।২৪ গতে গরকরণ। জন্মে-মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৩।৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১২।২৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।৩ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৩ গতে ২।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১১।০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।২৪ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১২।২৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্বাহ্ণ ৯।৩৬ মধ্যে নিম্বার্কমতে উত্থানৈকাদশীর পারণ। শ্রীশ্রীমিত্র বা ইতুপুজো। ব্রজবিদেহী মোহান্ত শ্রীশ্রী (১০৮) সন্তদাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি। সৎসঙ্গের শ্রীশ্রীবড়দার শুভ আবির্ভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫৮ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১।৫৪ গতে ২।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১২।০ গতে ১।৪৭ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৬।১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২৬ গতে ৪।৮ মধ্যে।

দেবপুরী মন্দিরে উদ্ধার প্রাচীন মূর্তি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২১ নভেম্বর : মন্দির পরিষ্কার করতে গিয়ে মিলল প্রাচীন মূর্তি। শুক্রবার রাতে রায়গঞ্জের দেবপুরী মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে একটি কালো রঙের প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার হয়। ইতিহাস গবেষকদের প্রাথমিক অনুমান, সেটি ব্রহ্মামূর্তি এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকের পাল-সেন যুগের। মূর্তি উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়।



ওইদিন রাতে মন্দিরটি পরিষ্কার করা হচ্ছিল। পরিষ্কার করার সময় মন্দিরের পিছনে বস্তা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় একটি জিনিস পড়ে থাকতে দেখেন পুরোহিত। বস্তাটি সরাতেই মূর্তিটি বেরিয়ে আসে। বিষয়টি তিনি মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্যদের জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মূর্তিটি মন্দির চত্বরে নিয়ে আসার পর শুরু হয় পুজো-অর্চনা। পরে পুলিশ সেটি থানায় নিয়ে যায়। কীভাবে এমন একটি প্রাচীন মূর্তি মন্দির চত্বরে এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর পিছনে কোনও পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, 'কীভাবে প্রাচীন মূর্তিটি এখানে এল, তা বুঝতে পারছি না। দুধ দিয়ে ধোয়ার পর মূর্তিটি কষ্টিপাথরের মতো দেখাচ্ছে। মূর্তিটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানাব।'

ইতিহাস গবেষক বৃন্দাবন ঘোষের মতে, 'মূর্তিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকের হতে পারে। পৈতে, দাড়ি ও কারুকার্য দেখে পাল-সেন যুগের নিদর্শন বলেই মনে হচ্ছে। তবে পাথরটি কষ্টিপাথর কি না, তা এখনই নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়।'

এক স্থানীয় বাসিন্দার দাবি ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা অভিষেক বিশ্বাসের দাবি, মূর্তিটি তাঁদের। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিবারের কেউ এখন এখানে থাকে না। তাই আমরা দেড় বছর আগে দেবপুরী মন্দিরে মূর্তিটা দান করেছিলাম।' একই দাবি মন্দিরের পূর্বতন পুরোহিত বিদ্যুৎ চক্রবর্তীরও।

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সাহা, 24/5'-3", M.A., শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকরি বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 32+ উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9832454050. (C/113928)

■ EB বৈশ্য, M.A., B.Ed., 34/4'-11", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর অনূর্ধ্ব 43, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9874610679. (K)

■ সাহা, 26+/5'-2", M.A. English, ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9474334837. (C/124454)

■ ৪০/৫'-৫", প্রাথমিক শিক্ষিকা, কায়স্থ, সরকারি চাকরিরত ৪৭-এর মধ্যে পাত্র চাই। 8768776048, (দূরত্ব বাধা নয়)। (C/114118)

■ পাত্রী 36+/5'-4", অবিবাহিত, মীন রাশি, দেবগণ, ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., উপযুক্ত পাত্র কাম্য। সত্বর বিবাহ। Mob.+W/App : 8876253612, Mob. 9434319935. (C/124475)

■ পাত্রী মাধ্যমিক পাশ, নমঃ, 36/5', সুন্দরী, ঘরোয়া। পাত্র 43-46 বছর মধ্যে ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্র হবে না। সময় : 3-8, (M) 9434306152. (C/113929)

■ শিলিগুড়ি, SC, 29+/5'-6", ফর্সা, সুন্দরী, Master of Fashion Management, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রীর ব্যাঙ্গালোরে/দিল্লী কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9434073190. (C/113930)

■ দেবনাথ, বয়স 25, উচ্চতা 5'-1", ফর্সা, সুন্দরী, M.A., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9332712418. (C/124468)

■ কোচবিহার নিবাসী, 30/5', M.A. (H), D.El.Ed. পাঠরতা। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9800217337. (C/123772)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, ফর্সা, 31/5'-3", এমএসডব্লিউ, ডিএলএড, (একমাত্র কন্যা, কোচবিহার নিবাসী), চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। মোঃ নং-7407922541 (সরাসরি)। (C/124478)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 24, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, 5'-3", সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। 9832466374. (C/124483)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 31+/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., পিতা-মাতা Retd. teacher, ফর্সা, সুন্দরী, Self employed. দক্ষিণবঙ্গ চলবে। উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। 6296774335. (C/124485)

■ 28+/5'-2", বারুজীবী, M.A., B.Ed., Geography (Ho.) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9434412823. (B/S)

■ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের মেয়ে, ৩৮+, বিএ, ডিভোর্সি, দেবারিগণ। জলপাইগুড়ি শহরের কর্মরত পাত্র চাই। প্রয়োজনে এই বাড়িতে থাকতে পারবে। (M) 9434027098. (C/124055)

■ General, 29/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র চাই। Mb.No. 9002675564. (C/124654)

■ কায়স্থ, ৪২+/৫'-২", সুন্দরী, Eng. M.A., B.Ed., প্যারাটিচার, দেবগণ, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ির মধ্যে চাকরিজীবী/উপার্জনক্ষম, ইস্যুলেস, ডিভোর্সি, বিপত্নীক/অবিবাহিত পাত্র কাম্য। 9733246747. (C/124048)

■ SC, 32/4'-11", জলপাইগুড়ি নিবাসী, B.Sc., D.El.Ed., সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ধুপগুড়ির মধ্যে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। Mob. 8436882658. (C/124045)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, 35/5'-4", অবিবাহিত, সুশ্রী, M.Sc., Ph.D., শিলিগুড়িতে কলেজে চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী সহ-অধ্যাপিকা। স্বঃ/অসবর্ণ, প্রতিষ্ঠিত, সুদর্শন, 40 অনূর্ধ্ব পাত্র কাম্য। এজেন্ট নয়। 7602933415. (C/124047)

■ শীল, 35/5', B.Tech., বৃষ রাশি, পাত্রীর জন্য 40-এর মধ্যে স্ববর্ণ/অসবর্ণ, উপযুক্ত চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। দেবারিগণ চলবে না। (M) 9933363355. (C/124043)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩০+/৫'-৪", B.A.(H), আবৃত্তি শিল্পী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ঘটক বা ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434872730. (C/124487)

■ ব্রাহ্মণ কন্যা, ৩০+/৫'-৫", শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 7001929331. (C/124488)

■ মাহিষ্য, 33+/5'-3", M.A., M.Phil., Ph.D., কলকাতায় কর্মরতা। উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্র কাম্য। দিনহাটা। (M) 7679325360. (C/123767)

■ কায়স্থ, 30/5'-3", B.A. (অনার্স, জার্নালিজম), প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, একমাত্র সন্তান, পাত্রীর শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সঃ কর্মী (31-33 মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। (M) 9775125875. (P/A)

■ 30, দেবারি, MBA, 5'-5", MNC-তে কর্মরতা, দিল্লী, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর-এ কর্মরত মিনিমাম 5'-10", সুদর্শন বাঙালি, কায়স্থ পাত্র চাই। শুধু অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। Ph : 7384400141. (C/113931)

■ 27/5'-3.5", দেবারি, ফর্সা, সরকারি স্টাফ নার্স, বাবা সেন্ট্রাল Gov. টিচার, ভাই MBBS ফাইনাল ইয়ার। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9832461464. (C/124701)

■ সাহা, 28/5'-1", শিলিগুড়ি নিবাসী, Accounts (Hons.) এছাড়া Computer Course করা আছে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। সাহা অগ্রগণ্য। 8945560071. (C/124494)

■ পাত্রী কায়স্থ, উচ্চতা ৫ ফুট, বয়স ৩০, সরকারি হাসপাতালের স্টাফ নার্স, (B.Sc. nursing pass), পিতা-রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, সরকারি চাকরিজীবী/ব্যাংক/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9800600609, ম্যাট্রিমনি নয়। (C/124491)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সূত্রধর, ২৬/৫'-৬", বিএ পাশ, সিংহ রাশি, দেবারিগণ, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন-9932948922. (C/124495)

■ কায়স্থ দে, 34/5'-2", M.A. (History), Music Teacher, 37-এর মধ্যে চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি, কলকাতার মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত, সুদর্শন, নেশাহীন পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। 6294159523. (C/124996)

■ 32 বয়সি ডিভোর্সি, সরকারি হাসপাতাল-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন করুন-9230648114. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, প্রাইভেট হাইস্কুলের টিচার, এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/124707)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 25, M.Sc., পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। 9242547789. (C/124707)

■ পাত্রী M.Sc., (Nutrition), শ্যামবর্ণ, 28/5'-2", প্রাইভেট কর্মরতা। সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 6001376173, 9679238970. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 27/5'-1", M.A. (Geo.), B.Ed. + C.Tet (R.I.E) ভুবনেশ্বর বর্তমানে হায়দরাবাদ-এ International School-এ কর্মরত, একমাত্র কন্যা, পিতা-অবসরপ্রাপ্ত, সরকারি কর্মচারী। সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি বা বেসরকারি সুপাত্র চাই। মোঃ 7001757820, 9064072510. (C/123780)

■ রাজবংশী, 32/5'-3", B.A.(H), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। অভিভাবক কথা বলবেন। (M) 7584083311. (D/S)

■ পাত্রী সাহা, 32/5'-6", M.A., B.Ed., 37/38 মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, সাহা পাত্র কাম্য, অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9800179955. (C/124064)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-2", Convent, Accountancy (H), MBA (Finance), সুন্দরী, চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8918412156, 9733028630. (C/124061)

■ 23/5'-4", M.A., B.Ed., ঘরোয়া, গানে বিশারদ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. 7047243203. (C/124509)

■ 50 yrs. বিধবা, নিঃসন্তান, প্রাইমারি স্কুল-এ প্রধান শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। Call : 6296019989. (K)

■ বয়স 30, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ করুন-9230648120. (K)

■ 37/5'-3", শিলিগুড়ি নিবাসী, Govt. Professor, Divorce, একমাত্র পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। 7063143203. (C/124509)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, সুশ্রী, B.Sc. পাশ ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনার পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/124509)

■ 31/5'-2", Graduate, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, মাতা প্রয়াত, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, এরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8653243203. (C/124513)

■ ২৬ বছর, ৫'-৩", ফর্সা এবং সুন্দরী, রাজবংশী, B.Com., MBA সম্পন্ন, প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি (WFH) করছেন। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শিলিগুড়ি নিবাসী। সুন্দর পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9679845599. (C/124513)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", গ্র্যাজুয়েট, ডিভোর্সি, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অগ্রগণ্য। 9593965652. (C/124509)

■ ২৫ বছর বয়সি, ফর্সা ও সুন্দরী, উচ্চতা ৫'-২", M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9903355029. (C/124513)

■ বয়স ২৯, উচ্চতা ৫ ফুট, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M/W) 8967160511. (C/124515)

পাত্রী চাই

■ পাত্র নমশূদ্র, উচ্চতা 5'-3", ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, বাজাজ ক্যাপিটেলের মার্কেটিং ম্যানেজার। বয়স 33, MBA, গোত্র কাস্যবো, বাড়ি ফালাকাটা, ফর্সা, সুন্দরী, নমশূদ্র, 25-26'এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9733384635. (B/S)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৯+/৫'-৬", M.A., B.Ed., সরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8759553008. (C/124469)

■ মুসলিম, 28+/5'-6", প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। D.El.Ed./B.Ed./TET Pass অগ্রগণ্য। যে কোনও জেলায় (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য)। (M) 8016604518. (C/124464)

■ ব্রাহ্মণ, 5'-6", বিটেক, 40+, দেবারি, ব্যাঙ্গালোরে সরকারি চাকুরে। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, 30-35, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 7908595002. (C/123771)

■ কর্মকার, বয়স-30/5'-5", ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ি নিবাসী, দিল্লিতে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুপাত্রী কাম্য। 7001726471. (C/124467)



■ বয়স ২৮, M.Sc. পাশ ও উত্তরবঙ্গ নিবাসী কন্যা, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, হিন্দু, বাঙালি পাত্রীর জন্য যোগ্য সরকারি, বেসরকারি ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/124509)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭+, ডিভোর্সি, GNM পাশ ও বর্তমানে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7602010691. (C/124509)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.A. ইন ইংলিশ। কনভেন্ট এডুকেটেড। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/124509)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-3", SC, MNC Bangalore-এ কর্মরতা। Bangalore/Hyderabad-এ MNC-তে কর্মরত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। Mobile No. 9434208006, Matrimony নয়। (C/124509)

■ Gen., 22/5'-3", B.A. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গান জানা, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9836935367. (C/124509)

■ ব্রাহ্মণ, 42/5'-3", M.A., Eng., Hons., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র বিবাহ পাত্রীর জন্য সুদর্শন, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832570277. (C/124509)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, নিঃসন্তান বিধবা। ৩৭ বছর, B.Com. পাশ, উচ্চতা ৫ ফুট, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্র অবশ্যই নিঃসন্তান হতে হবে। বিপত্নীক বা ডিভোর্সি হলেও চলবে। যোগাযোগ : 9832675199. (C/124510)

■ কায়স্থ, 29+/5'-5", MBA, দেবারিগণ, রং ফর্সা, ব্যাঙ্গালুরুতে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গবাসী। ফোন-9835539162. (C/124510)

■ পাত্রী নমশূদ্র, B.A. তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরতা, উচ্চতা 5'/23 বছর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্লিম, ভদ্র, ঘরোয়া, সংসারী, একমাত্র পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ইসলামপুর নিবাসী। 7001899806. (C/124513)

■ SC, 27/5'-3", M.A., B.Ed., হোমটিউটর, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9733088858. (C/124509)

পাত্রী চাই

■ তিলি কুণ্ডু, 29/5'-11", ডিপ্লোমা Eng., ব্যবসা, শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতার একমাত্র দাবিহীন পুত্রের স্বঃ/অসঃ যোগ্য পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি ব্যতীত। Ph : 9832536388. (C/113927)

■ 37+, বারুজীবী, M.Sc., Math teacher, 5'-8", সুদর্শন, নিজস্ব বাড়ি, শিলিগুড়ি, পাত্রের জন্য উপযুক্ত গৃহকাজে নিপুণা পাত্রী কাম্য। Ph : 7365034581. (C/124453)

■ কোচবিহার নিবাসী, ডিভোর্সি, কায়স্থ, চাকরিজীবী, B.A., 46+/5'-4", পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9933992593. (C/123768)

■ EB, ব্রাহ্মণ, 32/5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, বাৎস, নরগণ, সিংহ রাশি, MNC-তে কর্মরত হায়দ্রাবাদে, পাত্রের জন্য হয়দ্রাবাদে কর্মরত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9064144306. (C/124382)

■ কোচবিহার। বর্তমান চণ্ডীগড় নিবাস, 29, B.Tech., USA ভিত্তিক কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। +917837067983. (C/123763)

■ স্থায়ী রাজ্য সরকারি কর্মচারী, 33/5'-10", নরগণ, সিংহ রাশি, মিউচুয়াল ডিভোর্সি, পাত্র বিহারি (Gupta), একমাত্র পুত্র, পিতা Rtd. সঃ শিক্ষক। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও অত্যন্ত সচ্ছল পরিবার। নিজস্ব ত্রিতল একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও কারখানা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের নেশাহীন, সুদর্শন পাত্রের সুপাত্রী কাম্য। (M) 7797884666. (C/124435)

■ ব্রাহ্মণ, 43/5'-6", রাজ্য সরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, মা পেনশনার। B.A. পাশ, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। মোঃ 8967182978. (C/123769)

■ কর্মকার, বয়স 31/5'-4", H.S., শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত, পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9434887440. (C/124466)

■ ব্রাহ্মণ, 45, স্নাতক, 5'-3", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বিপত্নীক পাত্রের বিধবা পাত্রী চাই। (M) 9083625814. (S/C)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 32/5'-4", B.Tech., WB সরকারি কর্মচারী, Gr-C, Gen Caste, একমাত্র সন্তান। এরূপ পাত্রের জন্য M.A. (Eng.)/M.Sc., অনূর্ধ্বা 28 পাত্রী চাই। কর্মরতা, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। কাস্টবার নেই। কেবল অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। (M) 9231681731. (S/C)

■ কায়স্থ (দত্ত), 43/5'-5", BCA & M.A. পাশ, C.A ফার্ম-এ কর্মরত, ডিভোর্সি-এর জন্য 35-37 বছরের মধ্যে ঘরোয়া ও সংসারী পাত্রী চাই। উঃ দিঃ রায়গঞ্জ। (M) 9474730520. (C/124471)

■ B.Tech. & MBA, MNC কর্মরত। ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ২৮ বছর, পাত্রী কাম্য। 8918982517, 9641873309. (C/124473)

■ কায়স্থ, কাশ্যপ, নিজস্ব ব্যবসা, B.A., 32+, উচ্চতা 5'-8", একমাত্র পুত্র। বোন বিবাহিতা। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। মাতা গৃহিণী। উপযুক্ত পরিবারের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ

ধাপে ধাপে সোনা সরিয়েছে নাবালক

গ্রেপ্তারির পর অপসারিত নেতা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দুর্গাপুজোর সময় থেকে ধাপে ধাপে নিজের দিদার সোনার গয়না চুরি করে বাড়ি থেকে সরিয়েছিল এক নাবালক। অভিযোগ, সেগুলি বিক্রির জন্য বিজেপির যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৩ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক নয়ন সরকারের হাতে দিত সে। সেই সোনার গয়না নয়ন তাঁর পরিচিত এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী আশিঘরের পূর্ব চয়নপাড়ার বাসিন্দা অয়ন মাইতির কাছে বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিতেন বলেও অভিযোগ। এও অভিযোগ উঠছে, সোনা বিক্রির কিছু টাকা নয়ন ওই নাবালককে দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করতেন। আর এভাবেই নাবালককে দিয়ে বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরির একটি চক্র চলছিল। সেই ঘটনায় বিজেপির যুব নেতা নয়ন সরকার, স্বর্ণ ব্যবসায়ী অয়ন মাইতি ও নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে, নাবালকের কাছ থেকে চুরির সোনা নিয়ে বিক্রির ঘটনায় দলের যুব নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় অস্বস্তি বেড়েছে পদ্ম নেতৃত্বের। এমন পরিস্থিতিতে এদিন নয়নকে মণ্ডল সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি দলের সমস্ত কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শনিবার নয়ন ও অয়নকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। আদলত দুজনকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে, নাবালককে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের হেপাজতে দেওয়া হয়েছে। তবে নাবালকের দাদু, দিদার অভিযোগ, তাঁদের নাতিকে ওই বিজেপি নেতা এবং কয়েকজন মিলে ভয় দেখিয়ে সোনা ও টাকা চুরি করতে বাধ্য করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালক বাড়ি থেকে ৫৯ গ্রাম সোনার গয়না চুরি করেছে।



- পুলিশ সূত্রে খবর, পুজোর পর ওই নাবালক দেড় লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন কেনে
- কয়েকদিন পরেই নতুন বাইক কিনলে বাড়ির সকলের সন্দেহ হয়
- আলমারি খুলতেই বৃদ্ধা দেখেন, সোনার গয়না ও টাকা উধাও

এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে জোড়া অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। এর আগে তিনবাত্তি মোড়ে ট্রাক আটকে চালককে মারধর করে তোলাবাজির ঘটনায় গা-ঢাকা দেওয়া সঞ্জয় বিশ্বাসকে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ওবিসি মোর্চার সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দলের সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, পুজোর পর ওই নাবালক দেড় লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন কেনে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে নতুন বাইক কেনে। আর এতেই বাড়ির সকলের সন্দেহ হয়। কোথা থেকে নাবালক টাকা পাচ্ছে, তা দিদা বুঝতে পারছিলেন না। তবে দিনকয়েক আগে আলমারি খুলতেই আকাশ থেকে পড়েন দিদা। বৃদ্ধা দেখেন, আলমারিতে রাখা সমস্ত সোনার গয়না উধাও। পাশাপাশি সেখানে রাখা নগদ লক্ষাধিক টাকাও নেই।

ওই বৃদ্ধা এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ নাবালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কীভাবে সে সোনা চুরি করে নয়নকে দিত, তা পুলিশকে জানিয়ে দেয়। এরপর পুলিশ প্রথমে নয়ন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। চুরির টাকায় নাবালক যে বাইক ও মোবাইল কিনেছিল, সে দুটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। নাবালকের দিদার কথায়, 'সোনা বিক্রির চক্রটির সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে। যারা আমাদের নাতির ভিডিও করে সেটার ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে চুরি করাত। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখুক।'



রেললাইনে দিনযাপন।। *নিউ আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।*

অসংরক্ষিত কামরায় অনুপ্রবেশকারী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : একের পর এক বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী আটক হচ্ছে রেল পুলিশের হাতে। গত দুই মাসে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন (এনজেপি)-এ রেল পুলিশের লাগাতার অভিযানে একের পর এক অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকেই অসম, মেঘালয় বা ত্রিপুরার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা দূরপাল্লার ট্রেনে করে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। অসম থেকে আসা দূরপাল্লার ট্রেনে পরপর অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ায় এই ট্রেনগুলোতে রেল পুলিশের তরফে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

অনুপ্রবেশ আটকাতে স্টেশনগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। ভিড়ের মধ্যে সহজেই নজর এড়াতে ট্রেনের জেনারেল কামরাকেই যাতায়াতের জন্য বেছে নিচ্ছেন অনুপ্রবেশকারীরা। তবে এই ছক বানচালের জন্য নিয়মিত তল্লাশি চালাচ্ছে রেল পুলিশ। লাগাতার অভিযানের ফলে ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে ডাউন ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরা থেকে চার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে রেল পুলিশ। তাদের মধ্যে দুই নাবালক ছিল। তার ঠিক এক মাস পরে, ২৬ অক্টোবর বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে জিআরপি। ওই দুই মহিলা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে কেরলে যাচ্ছিলেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। ২০ নভেম্বর দুপুর আড়াইটে নাগাদ স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও এনজেপি জিআরপি-র যৌথ অভিযানে ডাউন চারলাপল্লি ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে গ্রেপ্তার হন ওয়েদা আখতার নামে এক বাংলাদেশি মহিলা। রেল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বাসিন্দা ওই মহিলা ১৭ নভেম্বর সিলেট-মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে গুয়াহাটি হয়ে হায়দরাবাদ যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ধৃতদের কারও কাছ থেকেই বৈধ পরিচয়পত্র পায়নি রেল পুলিশ।

একের পর এক অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ায় অসমের ট্রেনগুলোতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে এসওজি ও জিআরপি। রেল পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অনুপ্রবেশকারীরা যাতে সহজে বের হতে না পারে, সেজন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।



কাজের ফাঁকে।। *শনিবার কোচবিহার শহরে। ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।*

অভিযোগ বিজেপি নেতারও

ভূমি দপ্তরে হয়রানি সাধারণ মানুষের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : রাত ৮টা। ততক্ষণে অন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা হয়তো অফিস থেকে ফিরে পরিবারকে সময় দিচ্ছিলেন, নয়তো কেউ বাড়িতে প্রয়োজনীয় কাজ সারছিলেন। আবার কেউ একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

তখনও অফিসের ভিতরে আলো জ্বলছে। অফিসের বাইরের চত্বর অবশ্য অন্ধকার। অফিসের প্রধান আধিকারিকের ঘরের জানলাও বন্ধ। ভিতরে গিয়ে দেখা গেল, হাতেগোনা কয়েকজন আধিকারিক। আধিকারিকের পাশে অপরিচিত এক ব্যক্তি নানা নির্দেশ দিচ্ছেন। এত রাতেও দপ্তরে আধিকারিকরা কেন, প্রশ্নে ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক হকচকিয়ে যান। ব্যস্ততার সঙ্গে কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলেন, 'এই তো এখনই চলে যাব। চিঠি পাঠানোর কিছু কাজ বাকি ছিল।'

বিকেল ৫টার মধ্যে প্রায় সব অফিসের আধিকারিকরাই বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু আপনাদের এত পরিশ্রম সরকারের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে? কথা থামিয়ে দিয়ে সেই আধিকারিকের বক্তব্য, 'সরকার অনেক মাইনে দিচ্ছে তো। কাজ কেনই বা বেশি করব না।'

নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অবশ্য এই 'কর্মব্যস্ত' ছবিটা মিলছে না। অভিযোগ, দিনেরবেলা অফিসের সময়ে অনেক আধিকারিককে পাওয়াই যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও কাজ করাতে পারেন না অনেক সাধারণ মানুষ। আর সন্ধ্যা নামলেই অফিসে ঢুকতে শুরু করেন ওই আধিকারিকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নকশালবাড়ির মতো এলাকায় জমির জটিলতা অনেক। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে আদিবাসী, রাজবংশী এবং সরকারি প্রচুর জমির মালিকানা সংক্রান্ত গলদ হয়েছে খাতায়-কলমে। নদীর পাড় থেকে খাসজমিতে অবৈধ দখলের গাদাগাদা অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পরে তারই সমাধানের জন্য ভূমি দপ্তরে ছুটছেন অনেকে। কিন্তু আধিকারিকরাই তো থাকছেন না!



- অভিযোগ, দিনেরবেলা অফিসের সময়ে অনেক আধিকারিককে পাওয়াই যায় না
- ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও কাজ করাতে পারেন না অনেক সাধারণ মানুষ
- আধিকারিকদের একাংশ জমির অবৈধ কারবারে যুক্ত থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা

কারণ, সেই আধিকারিকদেরই একাংশ জমির অবৈধ কারবারে যুক্ত থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা। নকশালবাড়ির বিজেপি নেতা মনোরঞ্জন মণ্ডলের বক্তব্য, 'বহু সরকারি জমি তৃণমূল নেতাদের নামে হয়ে গিয়েছে। আধিকারিকদের একাংশের হাত রয়েছে তাতে। দিনেরবেলা আধিকারিকদের কেন পাওয়া যাচ্ছে না, তা নিয়ে অভিযোগ জানাব। এত রাতেই বা কী হয় অফিসে, সেটাও জানতে চাইব।'

এদিকে নকশালবাড়ির সিপিএম নেতা গৌতম ঘোষ বলছেন, 'আগে তৃণমূলিদের সঙ্গে আধিকারিকদের একাংশ এবং এখন বিজেপি নেতাদের একাংশের সঙ্গে আধিকারিকদের কয়েকজন জমির বেআইনি কারবারে যুক্ত। সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন জুতো ক্ষয় করছেন। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।'

তবে শুধু নকশালবাড়ি নয়, মাটিগাড়া, খড়িবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরও অনেকদিন বেশি রাত পর্যন্ত খোলা থাকে বলে অভিযোগ। মাঝেমধ্যে জমির দালালদের আনাগোনা নজরে পড়ে। এপ্রসঙ্গে মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলছেন, 'পরিদর্শনের নামে অনুপস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি মানা যায় না। তদন্ত করতে বলব।'

তবে ভূমি সংস্কার দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিকের দাবি, দিনেরবেলা অনেক সময় তদন্তে যেতে হয়। কাজ পড়ে থাকলে তা রাতে শেষ করেন।

মধ্যরাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত দুই

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : রাতের শহরে ফের বেপরোয়া গাড়ির দাপট। শনিবার মধ্যরাতে পথদুর্ঘটনায় আহত দুই। চলন্ত স্কুটারের পেছনে ধাক্কা মেরে একটি চারচাকার গাড়ি উলটে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়িতে। ঘটনায় দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে এক তরুণ ইলেকট্রিক স্কুটার চালিয়ে মাল্লাগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোডের দিকে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে পেছনদিক থেকে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটিকে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ঘটনায় দু'চাকা যানটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারচাকা গাড়িটির চালক ও স্কুটার আরোহীকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

৩৭৫ গ্রাম মাদক সহ গ্রেপ্তার তিনজন

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শনিবার রাতে তিনবাত্তি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে। পরে তল্লাশি চালিয়ে ৩৭৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। সবমিলিয়ে এর বাজারমূল্য ৮ লক্ষাধিক টাকা।

ধৃতরা মালদা কালিয়াচকের বাসিন্দা জিয়াউল হক ও রেহান মমিন। অপর একজন সিকিমের বাসিন্দা ওয়াশিব খান। জিয়াউলদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এনজেপি থানার পুলিশ জানতে পেরেছে, মালদার কালিয়াচক থেকে মাদক নিয়ে সিকিমে পাচারের ছক কষেছিলেন তাঁরা। হাতবদলের আগেই পুলিশ পাকড়াও করে তিনজনকে। ধৃতদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

মিনি আইপিএস, আরটিইউর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সহযোগী কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএগুটি/এপিডিজে/২১ তারিখ: ১৯-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে "ই" টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২১-২০২৬-২৭। কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ১০ টি ইন্টারলকড এলসি গেটের (ইএলবি) মিনি আইপিএস, আরটিইউর ব্যবস্থা করার সঙ্গে সহযোগী কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,৮৫,৯৮,৪৬৫.০৪/-টাকা। বায়না রাশি: ৩,৭২,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৫-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং খোলা হবে: ১৫-১২-২০২৬ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। ওপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএগুটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রগতিতে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্ত্রীকে নির্যাতন, শ্বশুরঘরে স্বামী

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ২৫ বছরের সম্পর্ক। দুই কন্যাসন্তান ও এক পুত্রসন্তানকে নিয়ে ভালোভাবেই চলছিল সংসার। যদিও মাসছয়েক আগে হঠাৎ স্বামীর নেশার প্রতি টান বদলে দেয় সবকিছু। অভিযোগ, মাদক নেওয়ার পর রাত হলেই শুরু হত স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতন। দিনের পর দিন এভাবে চললেও দুই মেয়ে ও এক ছেলের কথা মাথায় রেখে অত্যাচার সহ্য করে চলছিলেন ওই মহিলা। ভেবেছিলেন, একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তবে সেই অত্যাচার কমেনি। গত মাসের ১৮ তারিখ সহ্যের সীমা বাড়তে থাকায় প্রতিবাদ করেছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, সেসময়ে স্বামী গলা টিপে খুনের চেষ্টা করেন।

কোনওভাবে স্বামীর হাত থেকে বেরিয়ে সোজা মহিলা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন স্ত্রী। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অবশ্য সেসময়ে পালিয়ে যান স্বামী লক্ষ্মণ মাহাতো। শেষে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে বাড়ির কাছ থেকেই লক্ষ্মণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। হতাশার সুরে অভিযোগকারী স্ত্রী বলেন, 'সামান্য প্রতিবাদ করায় স্বামী এভাবে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে, ভাবতে পারিনি। আমার কাছে আর অন্য কোনও পথ ছিল না।'

পুলিশের কাছে ওই মহিলার অভিযোগ, 'স্বামী ড্রাগস নেওয়ার পর নিষেধ করলেও অত্যাচার বন্ধ করত না।' তাঁর অভিযোগ, গত মাসের ১৭ তারিখ প্রথমবার তিনি প্রতিবাদ করেন। সেই প্রতিবাদে অবশ্য কর্ণপাত করেননি লক্ষ্মণ। পরের দিন ফের প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। মহিলার অভিযোগ, 'মারধরের ফলে শরীরের একাধিক জায়গায় কালশিটে দাগ হয়ে গিয়েছে।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ

খড়িবাড়ি, ২১ নভেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের বেহাল গ্রামীণ রাস্তাগুলি সংস্কারের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের আর্থিক আনুকূল্যে ব্লকের একাধিক রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কারকাজের শিলান্যাস করা হয়। এদিন কাজের সূচনা করেন জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অজয় ওরাওঁ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলান্যাস হওয়া তিনটি রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় চার কিলোমিটার এবং প্রস্থ হবে তিন মিটার। প্রথম রাস্তাটি নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাসস্ট্যান্ড থেকে নেপালিবস্তি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ। দ্বিতীয়টি পানিট্যাঙ্কির শর্মা হাউস থেকে জগদীশ বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি পানিট্যাঙ্কি বাসস্ট্যান্ড থেকে দুধগেট পর্যন্ত বিস্তৃত । অজয় ওঁরাও বলেন, 'রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছানো অনেকটাই সহজ হবে।' এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অজয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

দানের টাকায় জমি কিনবে স্কুল

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : রাজ্যজুড়ে যখন সরকারি এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমছে, সে সময় পড়ুয়ার সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখা সংগঠন বিদ্যাভারতী দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিতে। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির। দ্বাদশ শ্রেণির এই স্কুলে বর্তমানে ১৩০০-র বেশি পড়ুয়া এবং ৫০ জনের বেশি শিক্ষক রয়েছেন। ছাত্র ভর্তি সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন করে জমি কিনবে, যার মূল্য আড়াই কোটির বেশি। এই বিশাল অর্থ জোগাড় হচ্ছে দানের টাকায়। এজন্য ছাত্রদের পরিবার এবং স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে সাহায্য চাইছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এই স্কুলগুলিতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বিদ্যাভারতীর কর্তারা জানিয়েছেন, কঠোর অনুশাসন আর নিয়মানুবর্তিতার কথা। সেখানে যেমন মাতৃবন্দনা, গুরুবন্দনা, দেশমাতার প্রতি ভক্তি শেখানো হয়, তেমনই বিজ্ঞান, শাস্ত্র, ইতিহাসচর্চাও হয়। জাতীয়তাবাদের ধারণা দেওয়া হয় শিশুবয়স থেকেই। তাদের পাঠ্যবইগুলিতেও জাতীয়তাবাদের প্রকাশ স্পষ্ট। নকশালবাড়ির এই স্কুলটির পঠনপাঠনের রীতি দেখলেও তার ধারণা পাওয়া যায়। এই স্কুলে ঢুকতেই রয়েছে ভারতমাতার বিশাল মূর্তি। রয়েছে মন্দিরও। এখনও সেখানে আম গাছের তলায় ছাত্রদের বই পড়তে দেখা যায়।

পড়ুয়া বাড়ছে বিদ্যাভারতীতে

স্কুলের প্রধান আচার্য সুজিত দাসের বক্তব্য, 'দানের টাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার প্রসারে নিরলস এই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্যাভারতী, সেবা ভারতী। একদা খোলা ময়দানে, টিনের ঘরেও স্কুল চলত।' আগামী ২৪ নভেম্বর রাজ্যপাল এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

তবে রাজ্যে পালাবদলের আগে বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের কাজকর্ম গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তাদের পঠনপাঠনের ধরন নিয়েও একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু সংগঠনের কর্তাদের পরিশ্রম আর জনসংযোগ তাদের চলার পথকে প্রশস্ত করেছে। রাজ্যে পালাবদলের পরে সেই সমস্যা নেই। ফলে এবার আরও বেশি করে ছাত্র ভর্তির কথা জানাচ্ছেন বিদ্যাভারতীর শিক্ষকরা। গোটা উত্তরবঙ্গে বর্তমানে তাদের ১১০টি স্কুল রয়েছে। আরও নতুন ৫০টি স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক (সংগঠন) রমাকান্ত মহন্ত জানিয়েছেন, শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ। সেজন্য চারিত্রিক গঠন জরুরি। বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলিতে সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। চারিত্রিক গঠন না হলে সমাজকে সঠিকপথে চালিত করাও অসম্ভব হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাতে মানুষের আস্থা বেড়েছে। সেজন্যই স্কুলগুলিতে ছাত্র বাড়ছে।'

ভুঁড়ি কমাতে থানাতেই ঘাম ঝরাবেন পুলিশকর্মীরা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর : থানায় ডিউটি, তদন্ত, আইনশৃঙ্খলা সামলানো আর ভিআইপি নিরাপত্তার ব্যস্ততায় শরীরচর্চার সময় কোথায়? দিনের পর দিন এমন অনিয়মিত জীবনযাপনে অনেক পুলিশকর্মীর শরীরে জমছে মেদ। বাড়ছে ভুঁড়ি। এবার সেই ছবিটা বদলাতে উদ্যোগী হল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। পুলিশের মেদ ঝরাতে জেলার প্রতিটি থানাতেই তৈরি হচ্ছে মিনি জিম। থানার কাজের ফাঁকেই সেখানে ঘাম ঝরাতে হবে পুলিশকর্মী থেকে আধিকারিকদের। শুধু জিম তৈরি নয়, নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপরেও জোর দিচ্ছে জেলা পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণি জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই জেলার সমস্ত থানায় জিমের পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, 'আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জেলার সব থানাতেই এই জিম তৈরি হয়ে যাবে পুলিশের জন্য।' অর্থাৎ, জিম তৈরির পর এবার পুলিশকর্মীদের নিয়মিত শরীরচর্চায় অভ্যস্ত করাই লক্ষ্য জেলা পুলিশের।

কিন্তু থানার ভিতরে জিম তৈরির প্রয়োজন পড়ল কেন? এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের কাজের রুটিনে অভ্যস্ত পুলিশকর্মীদের অনেকেরই শরীরে মেদ জমেছে। নির্দিষ্ট সময়ে থানায় আসা, গাড়ি বা বাইকে চেপে ডিউটিতে যাওয়া, থানায় ফিরে ঘরে বসে কাজ করা এই রুটিনের বাইরে শরীরচর্চার জন্য আলাদা সময় বের করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পর জিমে যাওয়ার আগ্রহও থাকে না। তাই কর্মস্থলেই শরীরচর্চার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা।



পুলিশের কাজ যে শারীরিক ও মানসিক, দুই ধরনের চাপই তৈরি করে, তা মানছেন আধিকারিকদের একাংশ। দীর্ঘক্ষণ ডিউটি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি সামলানো কিংবা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি সব ক্ষেত্রেই শারীরিক সক্ষমতা জরুরি। একসময় উত্তরবঙ্গে কামতাপুরি আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন কিংবা তার বিরোধিতায় আদিবাসীদের বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বর্তমানে সেই ধরনের বড় আন্দোলন তুলনায় কম থাকলেও দৈনন্দিন ডিউটির চাপ কমেনি। বরং দীর্ঘ কর্মঘণ্টা ও অনিয়মিত জীবনযাপনের প্রভাব পড়ছে শরীরে। শরীরচর্চার মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কর্মক্ষমতা ও সতর্কতা বাড়ানো সম্ভব বলেই মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। নিয়মিত ব্যায়ামে মানসিক চাপও কিছুটা কমবে বলে আশা আধিকারিকদের।

জেলার প্রতিটি থানায় জিমের জন্য আলাদা ঘর চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে থাকছে ৫০ কেজির রাবার কোটেড হেক্স ডাম্বেল, ট্রায়াংগল প্লেট, চার ও সাত ফুটের অলিম্পিক রড, হাফ র‍্যাক, অ্যাডজাস্টেবল বেঞ্চ, ভি-বার, ইউটিলিটি বেঞ্চ, জিম মিরর ও ম্যাট্রেস। এই সরঞ্জাম দিয়েই তৈরি হচ্ছে জিমের প্রাথমিক পরিকাঠামো। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার নোটিশ নং. : এস/৬৬/০১৫/২৬-২৭, তারিখ : ১৮-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং : কেটি২৬৫৭৭৫এ;
বন্ধ হওয়ার/খোলার তারিখ : ০৯-১২-২০২৬।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইউনিট	প্রেরক
আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং- আরডিএসও/পিই/স্পেক/এসি/০১৯২-২০১৮ (রেভ. ১) -এর অ্যানেক্সার জি১ অনুযায়ী এলএইচবি নন-এসি কোচের অন বোর্ড প্যানেলে ৮/১০ গ্রাম-এর ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম কার্ট্রিজ - ১টি এবং আন্ডারস্লাং প্যানেলে ১০০ গ্রাম-এর - ১টি সরবরাহ ও স্থাপন, রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী সর্বশেষ তাপমাত্রা সেটিং ৬৮-৭২ ডিগ্রি ব্যবহার করতে হবে। এই পণ্যটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিবর্তন, ব্যাক পিস এবং আনুষাঙ্গিক সামগ্রী সরবরাহকারীর কাজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	২৫	সেট	এসএসই/টিএল/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)
	১০	সেট	এসএসই/টিএল/এসি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)
	১৭	সেট	এসএসই/টিএল অ্যান্ড এসি/কিষাণগঞ্জ, এনএফআর (বিহার)
	১৫	সেট	জেই/টিএল অ্যান্ড এসি/বালুরঘাট, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)
	১০	সেট	এসএসই/টিএল অ্যান্ড এসি/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)
	১২	সেট	এসএসই/এসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (আসাম)
	৫



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দর্শক।। ফাটাপুকুরে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন শিলিগুড়ির চিরঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

ওষুধ কিনে দেবে হাসপাতালই

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : সরকারি হাসপাতালে রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন বা চিকিৎসার সামগ্রী মজুত না থাকলে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই কিনে দিতে হবে। শনিবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ সাহা। কোনও অবস্থাতেই রোগী বা তাঁর পরিজনকে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে আনতে বলা যাবে না। রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলিতে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বা বহির্বিভাগের টিকিটে তাঁর নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সই থাকা বাধ্যতামূলক। কোনও সাদা চিরকুটে ওষুধের নাম লিখে দেওয়া যাবে না। হাসপাতালের নির্দিষ্ট প্যাডেই ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর নাম লিখতে হবে। পাশাপাশি, কোনও ওষুধ বা ইনজেকশন হাসপাতালে মজুত না থাকলে চিকিৎসককে তা হাসপাতালের সুপারের নজরে আনতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় দোকান থেকে ওষুধ কিনতে পারবে।

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে বিশেষ সচেতনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। কলকাতা হাইকোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের উদ্যোগে এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠান হয়। শিশু ও তরুণদের নেশার কুফল থেকে রক্ষা করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা জুভেনাইল জাস্টিস কমিটির চেয়ারপার্সন শম্পা সরকার প্রমুখ।

বাধা দিয়েও আটকাতে পারলেন না বিধায়ক

প্রতারণায় ধৃত বন্ধু রিভা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাইয়ের সঙ্গেই বসেছিলেন চায়ের আসরে। শিলিগুড়ির এক প্রভাবশালী বিজেপি নেতার দাদার আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সেই আসর থেকেই বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। অভিযোগ, মাটিগাড়ার একটি শপিং সেন্টারে সাদা পোশাকে আসা পুলিশ চোখের সামনে বন্ধু রিভা লামাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে প্রথম দিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি বিধায়ক। এরপর নিজেই পুলিশকর্মীদের আটকে বন্ধুকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তিনি। প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিকে ফোনও করেন। তবে শেষপর্যন্ত কাজ হবে না বুঝে নিজের প্রভাব খাটানো শুরু করেন বিধায়ক। পুলিশের গাড়িতে নয়, রিভা থানায় যাবেন তাঁর নিজের গাড়িতেই, জানিয়ে দেন বিধায়ক। অভিযোগ, এমনকি রিভা গাড়িতে ওঠার পর তাঁকে পেছনের সিটে বসিয়ে পুলিশকর্মীরা সামনে বসার চেষ্টা করলে তাতেও আপত্তি করেন তিনি। শেষপর্যন্ত সামনের সিটে বসিয়েই রিভাকে নমন নিজের গাড়িতে শিলিগুড়ি থানায় আনেন। যদিও খানিকক্ষণ পরেই তিনি গাড়ি নিয়ে এলাকা ছাড়েন। ওই সময় থানায় রোশন গিরি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে হাজির হওয়া নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে রোশনের দাবি, ব্যক্তিগত কাজে থানায় গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যেই দার্জিলিংয়ের বিধায়কের ওই শপিং সেন্টারে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই বিষয়ে নমনকে ফোন করা হলে তিনি সেই ফোন কেটে দেন।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রিভা একটি নির্মাণকারী সংস্থার মালিক। তৃণমূল আমল থেকেই নমনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে রিভার। মূলত নমনের আর্থিক লেনদেনে রিভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। রিভার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন শহরের বিজেপির জেলা নেতা মানিক অরোরার দাদা শুভঙ্কর অরোরা। ঘটনার সূত্রপাত হয় ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে।



শিলিগুড়ি থানায় রিভা লামা। শনিবার।

পুলিশের কাছে দায়ের করা লিখিত অভিযোগে শুভঙ্কর বলেছেন, 'রিভা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। রিভা ওই কয়েকজনকে একটি নির্মাণকারী সংস্থার সিনিয়ার অফিসার হিসেবে পরিচয় দেন। ওই অফিসাররা জানান, পুরো রংপো রেলওয়ে স্টেশন প্রোজেক্ট তাঁদের সংস্থার আওতায় চলছে। এই প্রকল্পের সাব-কনট্রাক্ট পাওয়ার জন্য বিডিংয়ে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁরা।' এরপর ওই বছরের জানুয়ারি মাসেই রিভা তাঁকে হায়দরাবাদে নিয়ে যান। শুভঙ্করের অভিযোগ, সেখানে একটি কোম্পানির দুই ডাইরেক্টরের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করান রিভা। ওই দুজন সহ রিভা তাঁকে আশ্বাস দেন, হায়দরাবাদের ওই সংস্থা সাব-কনট্রাক্টের বিডিংয়ে অংশ নেবে। ওই বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওই তিনজন তাঁর কাছে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্য ডিপোজিট কল রিকোয়ারমেন্ট (ডিসিআর)-এর অর্থ হিসেবে এক কোটি টাকা চান। শুভঙ্করের দাবি, রিভাদের কথায় বিশ্বাস করে এক কোটি টাকা তিনি দিয়ে দেন।

যদিও এরপরই পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিতে শুরু করে। শুভঙ্করের অভিযোগ, 'ওই টাকা জমা দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ বেশ কিছু কাগজপত্র আমাকে দেওয়া হয়। যার মধ্যে একটি ব্যাংকের সিনিয়ার অফিসারের ভুয়ো স্বাক্ষরও ছিল। আমি তখন অবশ্য এই সমস্ত কাগজ ভুয়ো থাকার বিষয়টা বুঝতে পারিনি। কিছুদিন পর রিভা জানান, টেন্ডার তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে সংস্থার আওতায় পুরো প্রোজেক্ট হচ্ছে, তাদের আধিকারিকের স্বাক্ষর করা একটি কাগজও দেন।' পরে টেন্ডার সংক্রান্ত কোনও কাজের খবর না আসায় সন্দেহ হয় শুভঙ্করের। শুভঙ্করের অভিযোগ, 'যে সংস্থার আওতায় পুরো প্রোজেক্ট হচ্ছে, সেই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করি। এরপর জানতে পারি, আমরা কোনও টেন্ডারই পাইনি। কারণ, হায়দরাবাদের ওই সংস্থা পারফরমেন্স সিকিউরিটি না দেওয়ায় ডিপোজিট কল রিকোয়ারমেন্টের পুরো টাকাই ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এরপর থেকেই অবশ্য দূরত্ব বাড়াতে থাকেন রিভা। শেষপর্যন্ত চলতি মাসের ১৮ তারিখ শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শুভঙ্কর। শুভঙ্করের দাবি, 'আমি ভেবেছিলাম, ওরা টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা ওরা না দেওয়ায় অভিযোগ করলাম।' রিভাকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি হায়দরাবাদের ওই সংস্থার ডাইরেক্টর পরিচয় দেওয়া দুজনের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পরে থানায় আসেন মানিকও। তিনি বলেন, 'পুলিশকর্মীদের কাজে বিধায়ক বাধা দিয়েছেন কি না, জানা নেই। তবে এটা হয়ে থাকলে অনুচিত। এখানে রাজনীতি নেই। ওই টাকা আমাদের পরিবারের। আমরা ফেরত পেতে চাইছি।'

> **রিভা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। রিভা ওই কয়েকজনকে একটি নির্মাণকারী সংস্থার সিনিয়ার অফিসার হিসেবে পরিচয় দেন। ওই অফিসাররা জানান, পুরো রংপো রেলওয়ে স্টেশন প্রোজেক্ট তাঁদের সংস্থার আওতায় চলছে। এই প্রকল্পের সাব-কনট্রাক্ট পাওয়ার জন্য বিডিংয়ে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দেন তাঁরা।**
>
> **শুভঙ্কর অরোরা**

শোরগোল গোয়ালপোখরে

ঘুষ নিতে গিয়ে ধৃত পুলিশকর্তা

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ২১ নভেম্বর : ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন গোয়ালপোখর থানার এক সাব-ইনস্পেকটর। শনিবার রেমন লোহার নামে ওই পুলিশকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, গোয়ালপোখর থানা এলাকার এক বাসিন্দার দীর্ঘদিন ধরে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদে ন্যায়বিচারের আশায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার দাবিতে দিনকয়েক আগে ওই ব্যক্তি গোয়ালপোখর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। জমি সংক্রান্ত বিবাদে সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে রেমন তাঁর থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ চান বলে অভিযোগ। কিন্তু পুলিশের এই দাবির কাছে মাথা নত করেননি ওই ব্যক্তি। তিনি গোপনে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে হাতেনাতে ধরতে একটি বিশেষ অভিযানের ছক কষে দুর্নীতি দমন শাখা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, অভিযোগকারীর দেওয়া নোটগুলিতে ফেনলফথ্যালিন নামক এক বিশেষ রাসায়নিক পাউডার মাখিয়ে দেওয়া হয়, যাতে টাকা নেওয়ার পর অভিযুক্তের হাত ধোয়ালে রঙের পরিবর্তনের মাধ্যমে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। এরপর শনিবার নির্দিষ্ট সময়ে ফাঁদ পাতা হয়। ছক অনুযায়ী, অভিযোগকারীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার পর সেখানে অতর্কিতে হানা দেয় দুর্নীতি দমন শাখার বিশেষ দল। ঘুষের টাকা সহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই সাব-ইনস্পেকটরকে।



> **ন্যায়বিচারের আশায় আমরা সবসময় পুলিশের দ্বারস্থ হই। সেখানে প্রশাসন যদি দুর্নীতিমুক্ত না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ বিচারের জন্য কোথায় যাবে? শিক্ষক হিসেবে আমরা সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখি। এই ধরনের ঘটনা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না।**
>
> **শাহিদ সিদ্দিকী**
> *শিক্ষক, ধরমপুর হাইস্কুল*

অভিযোগকারীর দাবি, শুধু টাকা চেয়েই ক্ষান্ত হননি রেমন। দাবিমতো টাকা না দিলে মামলার কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে না বলে তাঁকে রীতিমতো হুমকি দেন। এমনকি, নানাভাবে ভয় দেখিয়ে তাঁর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনা চাউর হতেই গোয়ালপোখর থানা এলাকায় তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। গোয়ালপোখর সার্কেলের ধরমপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শাহিদ সিদ্দিকী বলেন, 'ন্যায়বিচারের আশায় আমরা সবসময় পুলিশের দ্বারস্থ হই। সেখানে প্রশাসন যদি দুর্নীতিমুক্ত না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ বিচারের জন্য কোথায় যাবে? শিক্ষক হিসেবে আমরা সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখি। এই ধরনের ঘটনা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না।'

স্কুলের হালে স্তম্ভিত ডিপিএসসি চেয়ারম্যান

চতুর্থ শ্রেণিতেও বাংলা পড়তে গিয়ে হোঁচট

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : হাতে পাঠ্যবই, অথচ চতুর্থ শ্রেণিতে উঠেও বাংলাটা ঠিকমতো পড়তে পারছে না পড়ুয়া। অনেকের আবার এখনও স্পষ্ট হয়নি অক্ষরজ্ঞান। কোথাও স্কুল প্রাঙ্গণে খুদেরা আপনমনে খেলছে, কিন্তু শিক্ষকের দেখা নেই। আবার কোথাও ঘড়ির কাঁটা দুপুর ১২টা পেরোনোর পর শিক্ষক স্কুলে ঢুকছেন।

শনিবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার হাল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে এমনই বাস্তব ছবির মুখোমুখি হলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যান মণিকুমার লামা। স্বচক্ষে এই পরিস্থিতি দেখে তিনি যারপরনাই বিস্মিত। সরকারপোষিত অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার হাল যে তলানিতে, তা নিয়ে তাঁরও আর কোনও দ্বিমত নেই। এই বেহাল দশার জন্য বিগত তৃণমূল সরকারের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছেন মণিকুমার। তাঁর দাবি, বিগত তৃণমূল সরকার প্রাথমিকে পড়াশোনার মানের দিকে নজর না দেওয়াতেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চেয়ারম্যানের কথায়, 'কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের যে পরিস্থিতি, তাতে পড়াশোনা লাটে ওঠার জোগাড়। আমরা পড়াশোনার হাল ফেরাতে তৎপর। সেজন্য স্কুলগুলিতে ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে যেমন সমস্যা, সেই অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

সম্প্রতি রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন শিলিগুড়িতে এসে জানিয়েছিলেন, তৃতীয় শ্রেণিতে উঠলে অন্তত রিডিং পড়তে জানতে হবে। এই শ্রেণিতে আলাদা করে পরীক্ষা নেওয়ার কথাও তিনি বলেছিলেন। এরপর থেকেই স্কুলগুলিতে ডিপিএসসি চেয়ারম্যানদের পরিদর্শনে যে চিত্র উঠে আসছে, তা স্কুলশিক্ষামন্ত্রীর আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করেছে।

> **কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের যে পরিস্থিতি, তাতে পড়াশোনা লাটে ওঠার জোগাড়। আমরা পড়াশোনার হাল ফেরাতে তৎপর। সেজন্য স্কুলগুলিতে ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করা হবে। যেখানে যেমন সমস্যা, সেই অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হবে।**
>
> **মণিকুমার লামা**
> *চেয়ারম্যান, ডিপিএসসি*

শনিবার মহকুমার শালবাড়ির প্রগতি বিদ্যামন্দিরে গিয়েছিলেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান। সেখানে ২৫-৩০ জন পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। পরিদর্শনে গিয়ে তিনি দেখেন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির একাধিক পড়ুয়া রিডিং পড়তে পারছে না। কেন এমন অবস্থা, জানতে চাইলে শিক্ষকদের কাছে কোনও সদুত্তর ছিল না। চেয়ারম্যান জানান, এ ব্যাপারে কড়া অবস্থান নেওয়ায় শিক্ষকরা এক মাসের মধ্যে পড়ুয়াদের অন্তত রিডিং পড়ায় পারদর্শী করে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন মণিকুমার শহরের পাতিকলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মহকুমার বারোঘরিয়া স্বামী স্বরূপানন্দ বিদ্যাপীঠেও যান। একটি স্কুলে দুপুর প্রায় ১২টা বেজে গেলেও শিক্ষকের দেখা মিলছিল না। শিক্ষক না আসা পর্যন্ত তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন ও পরে শিক্ষকের কাছে দেরির কারণ জানতে চান। অন্য একটি স্কুলে দেখা যায়, পড়ুয়ার সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন, আর শিক্ষক নিছক বসে রয়েছেন। আগামীদিনে দেরিতে স্কুলে এলে শোকজের মুখে পড়তে হবে বলেও এদিন কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চেয়ারম্যান।

বহু প্রাথমিক স্কুলে বেহাল পরিকাঠামোর অভিযোগ থাকলেও মণিকুমারের দাবি, পরিকাঠামোর তুলনায় শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সমস্যাই এখানে বেশি। আগে সেই সমস্যার সমাধান জরুরি বলে তিনি জানিয়েছেন। কীভাবে সরকারপোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ানো যায়, পঠনপাঠনের মান ফেরানো যায় এবং শিক্ষকদের আরও সক্রিয় করা যায়— সেই লক্ষ্যেই এবার কাজ শুরু হবে বলে জানান চেয়ারম্যান।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর কথায়, 'শিক্ষকদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। অনেকে সেই দায়িত্ব পালন করছে না। রিডিং, রাইটিং শেখানোর উপরে আমরা জোর দিতে বলেছি।'



জমি পরিদর্শন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুর। শনিবার লিম্বুটারিতে।

স্পিকারের সফরে গরহাজির বিধায়ক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২১ নভেম্বর : দীর্ঘ ১৬ বছর পর লিম্বুটারিতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গ ক্যাম্পাস গড়ার তোড়জোড় শুরু হতেই দানা বাঁধল রাজনৈতিক বিতর্ক। শনিবার প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিজেপি নেতৃত্বকে নিয়ে প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। দ্রুত কাজ শুরুর আশ্বাস দিলেও এদিনও দেখা মেলেনি স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর। শনিবারও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে বিধায়ক দুর্গা মুর্মু আসতে পারেননি বলে স্পিকারকে ফোনালাপে জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ২০১০ সালের শিলান্যাস ফলকে বাম আমলের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সহ সেই সময়ের উপাচার্যের নামেও কালি লেপে দেওয়ায় নতুন করে শোরগোল পড়েছে।

আগের বারের মতোই দুর্গা অনুপস্থিত থাকায় ঘটনাস্থল থেকেই তাঁকে ফোন করে কারণ জানতে চান স্পিকার। মজার ছলে 'হুইপ জারির কথাও' বলেন রথীন্দ্র। এ নিয়ে জোর জলঘোলা শুরু হয়েছে। যদিও দুর্গার দাবি, ফুটবল খেলতে গিয়ে ছেলের পায়ে চোট লাগায় চিকিৎসকের কাছে যাওয়ায় তিনি থাকতে পারেননি। কালি লেপা নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

২০১০ সালের ২৪ মে লিম্বুটারি মৌজায় শিলান্যাস হয়। এতদিন অক্ষত থাকলেও এদিন তৎকালীন মন্ত্রীদের নামে কালি দেখা যায়। কে বা কারা এটি ঘটিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। অশোক বলেন, 'বিজেপি যে আমাদের নাম কালি দিয়ে মুছে দেবে, তা আমাদের জানাই ছিল। ওদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। তবে, আমার নাম মুছে দেওয়ার পরেও, যদি উত্তরবঙ্গের মানুষের বহুদিনের দাবির এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি এখানে গড়ে ওঠে, আমি তাতেই খুশি।'

এদিন স্পিকারের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। রথীন্দ্র বলেন, 'রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ও দুই অধ্যাপকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং পুরোনো ফাইল বার করে দ্রুত কাজ এগোনোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গের নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি রয়েছে। এখানে ক্যাম্পাস হলে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি সিকিম, নেপাল ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পড়ুয়ারাও শিল্পকলা, নৃত্য, গান ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি ক্যাম্পাসের ভেতরে সিএবি-র তত্ত্বাবধানে একটি বড় স্টেডিয়াম গড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।' পূর্বতন সরকারের সদিচ্ছা প্রসঙ্গে স্পিকার জানান, সাংবিধানিক পদে থেকে সমালোচনা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ, তবে বর্তমান সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দুজনের দল এসেছিল, তারা খুব দ্রুত কাজ করছে। এটা আমাদের করতেই হবে।'

ফলকে কালি লেপার অভিযোগ

অন্যদিকে অরুণ জানান, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শিলিগুড়ি সফরে তিনি ক্যাম্পাস চালুর দাবিতে চিঠি দেন। এরপর উপাচার্যের ফোন পেয়ে বিডিওকে নিয়ে জমি দেখে রিপোর্ট পাঠান এবং স্পিকারকেও জানান। তাঁর সংযোজন, 'উপাচার্য জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করেন। এখানে পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস ও আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম গড়ে উঠলে এলাকার আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেহারাটাই বদলে যাবে।'

আজ পাহাড়ে পীযূষ গোয়েল

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : তিনদিনের সফরে রবিবার পাহাড়ে আসছেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মূলত চা শিল্প নিয়ে তিনি একাধিক বৈঠক করবেন। সরকারি সূত্রের খবর, রবিবার মুম্বই থেকে বিমানে দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে বাগডোগরায় নামবেন মন্ত্রী। সেখান থেকে সড়কপথে তিনি সরাসরি মকাইবাড়ি চা বাগানের রিসর্টে যাবেন। সেখানে উত্তরবঙ্গে চা শিল্পপতি, চাষি থেকে শুরু করে বাগান মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে বৈঠক করবেন। সন্ধ্যায় রোহিণী লেক এলাকায় প্রি তিস্তা ফেস্ট-২০২৬-এ অংশ নেবেন। রাতে মকাইবাড়ির রিসর্টে থাকবেন মন্ত্রী। সোমবার তাঁর দার্জিলিং যাওয়ার কথা রয়েছে। মঙ্গলবার সেখান থেকে বাগডোগরা হয়ে তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন। অন্যদিকে, চারদিনের সফরে শনিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি পাহাড়ে পৌঁছেছেন। এদিন বিকেলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি সড়কপথে নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে যান। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দার্জিলিংয়ের লোকভবনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছেন। দু'দিন সেখানে থেকে ২৪ নভেম্বর তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন।

৩ উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ২১ নভেম্বর : শনিবার স্পাইসজেটের তিনটি উড়ান বাতিল হয়েছে। বিমান বাতিল হওয়ার ফলে বিপাকে পড়তে হয় বহু যাত্রীকে। বাগডোগরা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দিল্লি-বাগডোগরা-দিল্লি রুটে যাতায়াতের ২টি উড়ান এবং আহমেদাবাদ-বাগডোগরা-আহমেদাবাদ রুটে একটি উড়ান বাতিল হয়েছে। বিমানযাত্রীদের অভিযোগ, অনেক আগে থেকে টিকিট কেটে রাখা ছিল। যাত্রীদের আরও অভিযোগ, বাগডোগরা-দিল্লি উড়ান বাতিল হওয়ার ফলে দিল্লি থেকে সংযোগকারী উড়ান ধরতে পারেননি যাত্রীরা। কিছু যাত্রীর অভিযোগ, সংযোগকারী ট্রেন ধরতে পারেননি তাঁরা।



একমনে.. ডোডেয়ারহাটে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

পণের দাবিতে বিয়ে ভাঙায় বিক্ষোভ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ নভেম্বর : পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার যতই চলুক, বাস্তবে ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। কোচবিহারের এক ঘটনায় তা আবারও পরিষ্কার হয়ে সামনে এল। দাবিমতো পণ দিতে রাজি হয়নি মেয়ের পরিবার। তাই বিয়ের কয়েকদিন আগে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পাত্রের পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সকালে কোচবিহারের বাবুরহাটের খ্রিস্টানপাড়া এলাকায় পাত্রের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান পাত্রীর পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা। বিক্ষোভ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাত্রের বাবাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে দুই পক্ষকে নিয়ে থানায় বৈঠকে বসে পুলিশ। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'ঘটনার পর দুই পক্ষকেই থানায় ডাকা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।'

ঘটনার সূত্রপাত প্রায় এক বছর আগে। কোচবিহার শহর লাগোয়া পিলখানার লংকাবর এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে বাবুরহাটের এক তরুণের বিয়ে ঠিক হয়। পাত্রীর পরিবারের দাবি, ২০২৫ সালে পাত্রের পরিবারের তরফেই ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের সম্বন্ধ আসে। এরপর গত জুলাইয়ে পাত্রকে সোনার চেন দিয়ে আশীর্বাদ করেন পাত্রীর পরিবারের সদস্যরা। ২৫ নভেম্বর বিয়ের দিন স্থির হয়। পাত্রীর পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিয়ের দিন চূড়ান্ত স্থির হওয়ার পর তাঁরা প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বিয়ের কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ করা সবই হচ্ছিল। কিন্তু আচমকা পাত্রের আপত্তির কথা জানতে পেরে তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েন। সেই কারণেই শনিবার সকালে প্রতিবেশীদের নিয়ে পাত্রের বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চান তাঁরা। সেখানে বিক্ষোভ শুরু হলে দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। বিয়ের আয়োজন এগোনোর পর এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন পাত্রীর পরিবারের সদস্যরা।



পাত্রের বাড়ির সামনে পাত্রীপক্ষের বিক্ষোভ।

পাত্রীর বাবা বলেন, 'প্রথম থেকেই বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে। একদম শেষ মুহূর্তে এসে ওঁরা বলছেন পাত্র নাকি এই বিয়েতে রাজি নয়। ওনারা নগদ টাকা যৌতুক হিসেবে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দিতে চাইনি।' পাত্রীর এক ভাইয়ের বক্তব্য, 'এক বছর আগে থেকেই বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে। পণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই ওরা এখন বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে।' অন্যদিকে, পাত্রের পরিবারের পালটা দাবি, পাত্রীর সম্পর্কে কিছু কথা জানার পরই তরুণ বিয়েতে অমত জানিয়েছে। তবে সেই 'কথা' কী, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁরা বিস্তারিতভাবে কিছু বলেননি। পাত্রের বাবা বলেন, 'তরুণীর সম্পর্কে আমার ছেলে কিছু কথা জানতে পেরেছে। সেজন্যই বিয়েতে অমত জানানো হয়েছে। পণ সম্পর্কিত কোনও ঘটনা নেই।'



শা'কে চিঠি

খ্রিস্টান নিগ্রহ ইস্যুতে শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যপাল এন রবিকে চিঠি দিল বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবা সহ খ্রিস্টানদের একাধিক সংগঠন। ধর্মান্তরণ ইস্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত সহ একগুচ্ছ দাবি করেছে তারা।



জিতেন্দ্রর হুঁশিয়ারি

মিড-ডে মিলে খাবারের পরিমাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। হরিপুর হিন্দি উচ্চবিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে প্রেশার কুকারে সামান্য ডাল দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি।



খোলা চিঠি

কলকাতা পুরসভার 'পুরশ্রী' পত্রিকার বাংলা সংস্করণ চালু রাখার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে খোলা চিঠি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের। আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।



সেমিনার

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্ধ রয়েছে পড়াশোনা ও প্র্যাকটিকাল ক্লাস। এই পরিস্থিতিতে পরিচালক মীরা নায়ারের কাছে অনলাইন সেমিনার করলেন এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়ারা। 'প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র' ছিল সেমিনারের বিষয়বস্তু।

আইআইটি খড়গপুরকে সুন্দর-উপহার

খড়গপুর, ২১ নভেম্বর : আইআইটি খড়গপুরের হীরক জয়ন্তীতে বড় উপহার গুগলের। এআই নিয়ে গবেষণার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার দেওয়ার ঘোষণা করলেন সংস্থার চিফ এগজিকিউটিভ তথা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র সুন্দর পিচাই।

ভারতীয় মুদ্রায় ওই টাকার আনুমানিক মূল্য ৪৬ কোটি টাকা। শনিবারের বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল ভিডিও মারফত নিজের বার্তা পাঠান সুন্দর। তিনি বলেন, 'আইআইটি খড়গপুর যেভাবে আমার জীবনকে গড়ে তুলেছিল, ঠিক সেভাবেই এই যৌথ উদ্যোগ আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠবে। এটি দেখার অপেক্ষায় রইলাম।' সুন্দর আরও বলেন, 'ভারতীয় ভাষা, কৃষি এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে আইআইটি খড়গপুর যুগান্তকারী কাজ করছে, আর সেই কাজের গতি ও প্রভাব আরও বাড়িয়ে তুলতে গুগল অত্যন্ত উৎসাহিত।'

দামি গাড়ি চড়ে হাজিরা টুলুর

সিউড়ি, ২১ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ নিয়ে দেশে ফিরেই প্রথমে ভবানী ভবনে হাজিরা দিয়েছিলেন টুলু মণ্ডল। এবার তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া ডিসিআর জালিয়াতি কাণ্ডে সিউড়িতে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হলেন বীরভূমে পাথর মাফিয়া বলে পরিচিত টুলু। শনিবার দামি গাড়ি চড়ে সিউড়ি থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়েছেন তিনি। আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে থানায় পৌঁছান। নোটিশ দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তবে এখনও পর্যন্ত টুলু বা তাঁর আইনজীবী, কেউই এই বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। জানা গিয়েছে, ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে জেরা করা হচ্ছে টুলু মণ্ডলকে।

যৌন হেনস্তার অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ব্রাত্য

'ব্যক্তিগত আক্রোশ'

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পর কার্যত অন্তরালেই চলে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, দুর্নীতি, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একটি জিরো এফআইআর দায়ের হয়েছে বাগুইআটি থানায়। এই অবস্থায় শনিবার প্রায় ৬ মাস পর প্রকাশ্যে এসে সমস্ত অভিযোগের নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্রাত্য বসু।

দমদমের বাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর দাবি, 'অভিযোগকারীকে চিনি না। কোনওদিন কথাও হয়নি। মিথ্যাচার করা হচ্ছে। সমাজের এমন অবস্থা এখন প্রমাণ দিতে হচ্ছে অভিযুক্তকে যে, আমি এসব করিনি।' তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত কয়েকজন মহিলাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ব্রাত্যর বিরুদ্ধে। তিনি এদিন সাফ জানান, ওই দপ্তরের দায়িত্বে তিনি ছিলেন না। ফলে প্রভাব খাটানোর বিষয় নেই। বরং ওই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন তিনি। বর্তমান সরকারের কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত তদন্তের আর্জিও রেখেছেন ব্রাত্য।

শুধু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়েই নয়, নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও মুখ খুলেছেন ব্রাত্য বসু। তাঁর বক্তব্য, 'আমার দল কোনটা? আমি সেটা বুঝতে পারছি না। আমি যে দলে ছিলাম সেটা তিনটি ভাগ হয়ে গিয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নামটাই আর নেই। দলটাই নেই।' ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে তিনি কেন অন্তরালে ছিলেন সেই প্রশ্নের জবাবে ব্রাত্যের সটান উত্তর, 'আমি এতদিন যে কাজ করেছি সেই বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে রাজনীতিকে দূরে রেখে ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত ছিলাম।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর এই ৬ মাসে কথা না হলেও বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের কাজ নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কোনও মন্তব্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেও রাজি নন ব্রাত্য বসু।

সরকারি দপ্তরগুলিতে দিনের পর দিন অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার গুরুতর অভিযোগ নিয়ে ব্রাত্যর জবাব, 'বিকাশভবনে ২০২২ সালে সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষিত করতে বলেছিলাম। এখনকার মন্ত্রীকেও বলব ওই ফুটেজ তদন্তের আওতায় আনা হোক। আমার যে পিএস এবং ওএসডি ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। আমার ঘরে তো সরাসরি ঢুকে পড়া যেত না।' ব্রাত্য তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়কের মাধ্যমে কুপ্রস্তাব দিতেন বলে অভিযোগ। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রাক্তন নয়, বরং বলা যায় বিতাড়িত আপ্তসহায়ক। বারবার কেন ওর কথা বলা হচ্ছে? উনি নানাবিধ মধুর কথা বলে চলেছেন ইতিমধ্যে। আমাকে গালমন্দ করে যদি আনন্দ পান তো পাবেন। এদের দুজনের যোগাযোগ কী তাও দেখা প্রয়োজন। দুজনেই হাওড়া অঞ্চলের বাসিন্দা।' তিনি আরও বলেন, 'দিনক্ষণ দেখতে হবে যে, কখন কথাটা ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইন্দ্রনীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর আমার নামটা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনও রাজনৈতিক চক্রান্ত নয়। কারণ আমি ছ'মাস কোনও রাজনীতির মধ্যে নেই। এর নেপথ্যে ব্যক্তিগত যোগসাজশ থাকতে পারে।' তাঁর কথায়, 'যিনি অভিযোগ তুলছেন, তিনি চাইছেন আমি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসি। আমাকে সিডিউস করছে।'

ব্রাত্য, ইন্দ্রনীল সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের যথার্থ তদন্ত চেয়েছেন বিরোধীরা। অপরদিকে ঋত শিবিরের বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'ব্রাত্য আবার কবে তৃণমূল ছিল?' মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।'



ব্রাত্য উবাচ

অভিযোগকারীকে চিনি না। কোনওদিন কথাও হয়নি।

আমার দল কোনটা? আমি সেটা বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্রনীল গ্রেপ্তার হওয়ার পর আমার নামটা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনও রাজনৈতিক চক্রান্ত নয়। কারণ আমি ছ'মাস কোনও রাজনীতির মধ্যে নেই।

যিনি অভিযোগ তুলছেন, তিনি চাইছেন আমি আবার রাজনীতিতে ফিরে আসি। আমাকে সিডিউস করছে।



'অক্ষরমালা আগুন হোক' ব্যানারে প্রতিবাদ মিছিলে বামপন্থী আট ছাত্র সংগঠন। শনিবার। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মানববন্ধন করে বুক স্টল রক্ষা

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : বোমের পালটা বই। কয়েকদিন আগে কলেজ স্ট্রিটে এসএফআইয়ের বুক স্টলে বইয়ের ওপর বোম পড়েছিল। তাই শনিবারের বারবেলায় বইকে ব্রহ্মাস্ত্র করে পথে নামল বামপন্থী আটটি ছাত্র সংগঠন। কারোর হাতে লেনিন, আবার কারোর হাতে স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বই। এভাবেই হেদুয়া থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত 'অক্ষরমালা আগুন হোক' ব্যানারে আরএসএস ও এবিভিপির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করল বামপন্থী ছাত্ররা। তাতে অংশ নেন ছাত্র যুব থেকে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষও।

দুর্গোৎসবের সময় থেকে বুক স্টলে হামলার ঘটনা অব্যাহত। সম্প্রতি বুক স্টলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিট চত্বর। বই ও জাতীয় পতাকা লক্ষ্য করে পচা ডিম, ঢিল, চকোলেট বোম ছুড়ে মারার অভিযোগ ওঠে এবিভিপির বিরুদ্ধে। তারই পালটা এদিন শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, বইয়ের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল ডাকে এসএফআই, এআইডিএসও, আইসা, এআইএসএফ, পিএসইউ, ডিওয়াইএসএ সহ একাধিক বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে, 'আজাদি'। পুলিশ ও এবিভিপিকে বিঁধে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'এই লড়াইটা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, আশাপূর্ণা দেবী, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাকে রক্ষা করার লড়াই। যাঁরা বইতে ডিম ছুড়ছে,

বই হাতে ফের পথে বাম ছাত্ররা

তার পালটা বই হাতে নিয়ে হিসেব বরাবর করার জন্য দাঁড়িয়েছি। আর পুলিশকে বলব যাঁরা তাদের উর্দির ওপর জুতো ছুড়ে মারে, তাদেরকে কেন রক্ষা করা হয়?' এআইডিএসও'র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'বিজেপি, আরএসএস, এবিভিপি মানুষের চিন্তাভাবনার ওপর দখল নিতে চায়। এর প্রতিবাদ আমরা করবই।' আইসা নেত্রী বর্ষা বরাল বলেন, 'আগামী দিনে একত্রিতভাবে ফের এই কর্মসূচি হবে।' হাতে ভগৎ সিং সমন্বিত বই নিয়ে মিছিলে ছিলেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'বই পড়লেই মানুষ বুঝতে পারবে কোন আদর্শ সঠিক।' পরবর্তীতে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'বইয়ের ওপর বোমা ছোড়া বন্ধ করতে হবে। না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।'

কলেজ স্ট্রিট পৌঁছে সেখানে প্রায় ২ ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভও করেন আন্দোলনকারীরা। ট্রাম লাইনের ওপরে বসে একাধিক কর্মী-সমর্থকদের বই পড়তে দেখা যায়। আবার মিছিলেই লজেন্স বিলোতে থাকেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন প্রৌঢ় অসীম লোধ। তিনি বলেন, 'বামেদের সবকটি মিছিলেই আমি যাই। সেখানে গিয়ে লজেন্স দিই। এতে জনসংযোগ হয়। আজ এসেছি কারণ, যেভাবে বইয়ের ওপর আক্রমণ হয়েছে, তা নিন্দনীয়।' এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফের অস্থায়ী বুক স্টল বসায় বাম ছাত্ররা। মানব বন্ধন করে বুক স্টল রক্ষাও করেন তাঁরা। এসএফআই নেতা প্রণয় কার্জি বলেন, 'এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দুটো বাহিনী। হাফপ্যান্টের বাহিনী বোমা মারে। আর ফুল প্যান্টের বাহিনী তাদের রক্ষা করে। আমরা বই নিয়ে বারবার আসব।'

বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আকভান। শনিবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও বেলা বাড়ার পর উন্নতি হয় আবহাওয়ার। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রবি ও সোমবার দুই বঙ্গেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে নিম্নচাপের মেঘ সরে গেলেই তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। শনিবার স্বাভাবিক হয়েছে ট্রেন চলাচল।



জলের তলায় ধান। শনিবার রামপুরহাটে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে সক্রিয় নবান্ন

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরওয়াপসি করাতে এবার সরাসরি তাঁদের মোবাইল ফোনে কড়া নাড়ল রাজ্য সরকার। বাংলার ২২টি জেলার প্রায় ২২ লক্ষ ২৪ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে এসএমএস পাঠিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। শ্রম দপ্তরের তথ্যভাণ্ডার কাজে লাগিয়েই চলছে এই উদ্যোগ। গত ১ জুলাই রাজ্যে চালু হওয়া 'ভিবি-জি রাম জি' প্রকল্পে বছরে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি মিলছে। শ্রমিকদের ফোনে পৌঁছানো বার্তায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে মজুরির অঙ্কও- অদক্ষ শ্রমিকরা দৈনিক ৩০০ টাকা, অর্ধদক্ষ শ্রমিকরা ৪৫০ এবং দক্ষ শ্রমিকরা পাবেন ৬০০ টাকা পর্যন্ত। যাঁদের জব কার্ড নেই, তাঁরা এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে অনায়াসেই আবেদন করতে পারবেন। পরিসংখ্যান বলছে, সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন মুর্শিদাবাদে, প্রায় ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার। এরপরেই রয়েছে মালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুর।

প্রশাসনিক কর্তাদের কথায়, একবার বার্তা পাঠিয়েই দায় সারা হবে না। প্রতি ১৫ দিন অন্তর শ্রমিকদের ফোনে কাজের হদিস

১২৫ দিনের কাজের টোপ

পৌঁছে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সম্প্রতি পরিযায়ীদের পরিবারের কাছে ফিরে এসে কাজ করার ডাক দিয়েছেন। ভিনরাজ্যের অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের শ্রমিকরা ফের নিজের মাটিতে রুটিরুজির ভরসা পান কি না, এখন সেটাই দেখার। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে কথা হয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীর শলাপরামর্শের পর ঠিক হয়েছে, প্রতিটি জেলায় ১২৫ দিনের কাজের তদারকি করতে জেলায় জেলায় 'মনিটরিং ব্যবস্থা' এখন থেকে জরুরি ভিত্তিতে চালু করা হবে।

দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'এখন থেকে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে বাধ্যতামূলকভাবে সব কাজের দৈনন্দিন রিপোর্ট সরকারি পোর্টালে আপডেট করতে হবে। শুধু তাই নয়, সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে বা সমন্বয় রেখে প্রকল্পের যেসব কাজ চলছে, তার সর্বশেষ রিপোর্টও সরকারি পোর্টালে আপলোড করতেই হবে।' নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের অধীন ১২৫ দিনের কাজে গতি আনতে চায় রাজ্যের নয়া বিজেপি সরকার।

এনসিপিআই-তে যোগদান বাড়ছে

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : পুর ও পঞ্চায়েত ভোটের আগে আচমকাই রাজ্যে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। তবে এই ঘটনাকে নিছক হিড়িক বলে মনে করছে না তৃণমূল। এর পিছনে বিজেপি এবং শাসকদলের মদত রয়েছে বলেও মনে করছে তারা। তৃণমূলের এই অভিযোগের সমর্থন রয়েছে সিপিএমেরও।

বসিরহাটে তৃণমূলের হাতে থাকা ১৩টি পঞ্চায়েত ও দুটি পঞ্চায়েত সমিতি কার্যত এখন এনসিপিআইয়ের দখলে। ওই পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সিংহভাগ তৃণমূল সদস্য দলবদল করে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন। মিনাখা পঞ্চায়েত সমিতির ১৬ জন সদস্যও একই পথের পথিক হওয়ায় ২৪ আসনের পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। দলবদলু তৃণমূল সদস্যদের দাবি, উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতেই তাঁদের এই দলবদল। কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার চলছে। সেক্ষেত্রে দলবদল করে বিজেপির বদলে এনসিপিআইয়ের মতো দলে তাঁরা কেন দলে দলে যোগ দিচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'বিধানসভায় তৃণমূল ভেঙে সমান্তরাল আর একটি তৃণমূল গড়ার মতোই পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটকে মাথায় রেখে রাজ্যে নকল বিরোধী দল তৈরির এই কৌশল বিজেপি, আরএসএস-এর। অতীতে যেমন তৃণমূলকে বিরোধী রেখে বিজেপি নিশ্চিত ছিল। এখন তৃণমূল না থাকায় এনসিপিআইকে বিরোধী সাজিয়ে বিজেপি নিশ্চিত থাকতে চায়। আসলে এরা নামে বিরোধী হলেও এই এনসিপিআইয়ের টিকি বাঁধা থাকবে বিজেপির কাছেই।' রাজ্যপাট হারানোর পর তৃণমূল এখন তিন টুকরো। লোকসভায় ২০ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দিলেও সংসদে সেই দলবদল এখনও স্বীকৃত নয়। এই দলবদলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাও হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।

আগামী ২৪ নভেম্বরের মধ্যে দলবদলু সাংসদদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে লোকসভার অধ্যক্ষকে। আবার বিধানসভায় ঋতব্রত তৃণমূল এনসিপিআই-তে যোগ না দিলেও হাইকোর্টে মামলার জেরে তাদের স্বীকৃতিও ঝুলে রয়েছে। এরই মধ্যে আসন্ন পুরভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট করে লড়তে চাইছে এনসিপিআই। যদিও এই জোটের দাবি নিয়ে এখনও খোলসা করেনি বিজেপি। এক্ষেত্রে মিনাখা পঞ্চায়েতের দলবদলু সহ সভাপতির বক্তব্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার বিষয়ে তাঁর দাবি, বিজেপির পরিবর্তে এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েও উন্নয়নের শরিক হওয়া যাবে এমন আশ্বাসই তাঁরা পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে প্রকাশ্যে বিজেপি যেখানে জোটের দাবি মানতে নারাজ তখন এই আশ্বাস তাঁরা পাচ্ছেন কোথা থেকে?

থানায় শোভনদেব

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : আদালত নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আখরুজ্জামান বেআইনি ও অনৈতিকভাবে বিরোধী দলনেতা ও মুখ্যসচেতকের পথ ভোগ করে চলেছেন। এই অভিযোগ তুলে শনিবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ জানাতে যান মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

যদিও শোভনদেবের সেই অভিযোগ গ্রহণ করেনি পুলিশ। বিষয়টি বিধানসভার এক্তিয়ারভুক্ত বলে জানিয়ে এ ব্যাপারে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছেই অভিযোগ জানাতে শোভনদেবকে পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

থানা থেকে বেরিয়ে শোভনদেব বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ঋতব্রত ও আখরুজ্জামান বেআইনি ও অনৈতিকভাবে বিরোধী দলনেতা ও মুখ্যসচেতকের পদ উপভোগ করে চলেছেন। এই মর্মেই আমি পুলিশের কাছে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম।'

ফ্লাইওভারের নীচে লাইব্রেরি

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : নিউটাউনে উড়ালপুলের নীচে ফাঁকা জায়গায় গড়ে উঠবে লাইব্রেরি, শিশুদের পরিচর্যাকেন্দ্র ও ক্যাফেটিরিয়া। সম্প্রতি নিউটাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর কথায়, 'বাঙালির বই পড়ার অভ্যাস দীর্ঘদিনের। অফিস থেকে ফেরা মানুষ যাতে উড়ালপুলের নীচে লাইব্রেরিতে বই পড়তে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হবে।' সেখানে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া পড়ুয়াদের জন্যও বইপত্র রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। শিশু পরিচর্যাকেন্দ্র, টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা ও ক্যাফেটিরিয়া তৈরির ভাবনাও রয়েছে।

আজ টিভিতে



বিজয়নগরের হীরে (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ সাগরদ্বীপে যকের ধন, ১০.১৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, দুপুর ১.১৫ গোলমাল, বিকেল ৪.৩০ দেবী, রাত ৯.৩০ আমার মায়ের শপথ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বিন্দাস, দুপুর ১.০০ বিজয়নগরের হীরে, বিকেল ৩.৩০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৬.৪৫ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ১১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অনন্যা, দুপুর ১২.০০ পিতা মাতা সন্তান, ২.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, বিকেল ৫.০০ তোমায় পাব বলে, রাত ৮.০০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, ১০.৩০ অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাহেব, সন্ধে ৭.৩০ সন্তান যখন শত্রু
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ প্রতিশোধ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.০৩ বেনাম বাদশা, দুপুর ২.৫১ বর্ডার, সন্ধে ৬.৫০ ওয়েলকাম, রাত ১০.০৭ জুড়ওয়া
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৭ স্কাই ফোর্স, দুপুর ২.০৯ জুদাই, বিকেল ৪.৫২ সিংহম এগেইন, সন্ধে ৭.২৯ ভূত বাংলা, রাত ১০.৫২ দেবা
স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৫৩ কিস



অরণ্যর প্রাচীন প্রবাদ
(ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার



ভ্যালি অফ ফ্লাড অ্যান্ড ফায়ার
রাত ১১.০০
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

কিসকো পেয়ার করুঁ-টু, বিকেল ৩.৪০ ভুল ভুলাইয়া, সন্ধে ৭.০০ ধুরন্দর-টু, রাত ১১.৪৪ সালার
জি সিনেমা : দুপুর ১২.০১ দ্য গ্রেট গ্র্যান্ড সুপার হিরো, ২.২০ এন্টারটেইনমেন্ট, সন্ধে ৭.৫৬ সিকন্দর, রাত ১০.২৩ অন্তিম



দ্য গ্রেট গ্র্যান্ড সুপার হিরো দুপুর ১২.০১ জি সিনেমা

বেতন বাকি, কর্মবিরতি

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : একদিকে বিচারকদের একের পর এক ইস্তফা, অন্যদিকে কর্মীদের বকেয়া বেতনের জেরে কর্মবিরতি— বাংলার এসআইআর আপিল ট্রাইবিউনালগুলিতে যেন অচলাবস্থা কাটতেই চাইছে না! ভোটার তালিকায় নাম বাদ ও তোলার আর্জি খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৩ এপ্রিল জোকার একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৯টি ট্রাইবিউনাল চালু হয়েছিল। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার বেতন না পাওয়ার অভিযোগে সেখানে ফের কাজ বন্ধ করে দেন ১২ জন চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মী। চলতি মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কর্মবিরতি।

অভিযোগ, পিডব্লিউডি-র মাধ্যমে নিযুক্ত ওই কর্মীদের মাসে সাড়ে ১৪ হাজার টাকা বেতন হওয়ার কথা থাকলেও জুলাই, অগাস্ট ও অক্টোবরের টাকা এখনও মেলেনি। তবে সেপ্টেম্বরের টাকা তারা পেয়েছে। শুধু সাফাইকর্মী নন, হাওড়া, শিয়ালদা, বারুইপুর ও ডায়মন্ড হারবার থেকে কর্মী ও প্রাক্তন বিচারকদের যাতায়াতের জন্য ভাড়া করা বাস ও গাড়ির মালিকরাও জুলাই থেকে টাকা না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর হয়ে নির্বাচন কমিশনের খাত থেকে টাকা মেটানোর প্রক্রিয়ায় লাল ফিতের ফাঁসেই এই বিপত্তি।

এর মধ্যেই কাজের চাপ ও দীর্ঘ যাতায়াতের ধকলে চারজন প্রাক্তন বিচারপতি ইস্তফা দিয়েছেন, যার সর্বশেষ সংযোজন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সম্প্রতি পোর্টালে লগ-ইন করতে আধার তথ্য চাওয়া নিয়ে ছয় সপ্তাহ কাজ বন্ধ ছিল, যা ৬ নভেম্বর ডিজিটাল স্বাক্ষরে মেটে। তবুও ৩৮ লক্ষের বেশি আবেদনের পাহাড় সামলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে ট্রাইবিউনাল।

সুজিতকে জেরা

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও চাপ বাড়ল রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর। জেলে গিয়ে তাঁকে জেরা করলেন সিবিআইয়ের তিন আধিকারিক। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন সুজিত। শনিবার সেখানে গিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে এবার তৎপর হয়েছে সিবিআই।

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে সুজিতের নাম ছিল না। তবে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় প্রার্থী নিয়োগের জন্য বেআইনিভাবে সুপারিশের অভিযোগ উঠেছিল সুজিতের বিরুদ্ধে। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চাইছে সিবিআই। এই মামলায় তদন্তের গতিও বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইতিমধ্যেই একাধিক পদাধিকারী, পুরসভার কর্মী, সরকারি আধিকারিকদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসা

রেলগেট বন্ধের সিদ্ধান্তকে ঘিরে উত্তরবঙ্গে তৈরি হয়েছে দুইরকমের প্রশ্ন। একদিকে, দ্রুত ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের স্বার্থে সমতল রেলক্রসিং কমানো জরুরি। অন্যদিকে, বিকল্প রাস্তা বা উড়ালপুল তৈরি না করে পরিচিত পথ বন্ধ হলে বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। রেল নিরাপত্তা, যানজটমুক্ত সড়ক এবং নাগরিকদের সহজ যাতায়াত- কোনওটিই উপেক্ষা করার নয়। তাই রেলগেট বন্ধের আগে স্থানীয় বাস্তবতা যাচাই, মানুষের মতামত গ্রহণ এবং ব্যবহারযোগ্য বিকল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। উন্নয়নের মাপকাঠি শুধু ট্রেনের গতি নয়; রেললাইনের দু'পাশের মানুষের নিরাপদ চলাচলও। দুটি লেখায় থাকছে দুইদিকের যুক্তি। রেল ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় ছাড়া এই পরিবর্তন পূর্ণতা পাবে না। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়েই জোড়া প্রতিবেদন।

নিরাপত্তার স্বার্থে বদলাচ্ছে উত্তরবঙ্গের রেলপথের মানচিত্র

রণধীর চক্রবর্তী



জাতীয় রেল পরিকল্পনা ২০৩০-এর বৃহত্তর লক্ষ্য, অর্থাৎ রেল চলাচলের গতি বৃদ্ধি, নিরাপত্তা জোরদার এবং পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তরবঙ্গজুড়ে, মূলত কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার বিভাগের অধীনে, সমতল রেলগেটের পরিবর্তে বিকল্প পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে। এর লক্ষ্য হল ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করা, নিরাপত্তা জোরদার করা এবং সড়কপথে যানজট দূর করা। জাতীয় রেল পরিকল্পনার ২০২৪ সালের কর্মসূচিতে দেশের সোনালি চতুর্ভুজ ও সোনালি করিডরের রেলপথে সমস্ত সমতল রেলগেট অপসারণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই লক্ষ্যকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি মানবচালিত রেলগেট বন্ধের নির্দেশ হিসেবে দেখা ঠিক নয়। কাটিহার ও আলিপুরদুয়ার বিভাগের অধীনে উত্তরবঙ্গের প্রধান যানজটপূর্ণ স্থানগুলির সমস্যা দূর করতে রেল ও সড়ক চলাচলের সংঘাত কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। অধিক যানবাহন চলাচলকারী ক্রসিংগুলির পরিবর্তে কোথাও উড়ালপুল, কোথাও ভূগর্ভস্থ পথ, আবার কোথাও সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করা যেতে পারে। কাটিহার বিভাগের মালাহার হল্ট ও সামসী স্টেশনের মাঝের ১০১ নম্বর রেলগেটে যানবাহনের চাপ বেশি থাকায় সেখানে উড়ালপুল নির্মাণের জন্য ১৭৬.৯৯ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে রেল। কোনও কোনও প্রকল্পে রেলের অর্থায়ন, আবার কোথাও রেল ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিটি এলাকার পরিস্থিতি বিবেচনা করেই বিকল্প পরিকাঠামোর ধরন স্থির করা জরুরি। এখানে স্থানীয় বাস্তবতাই হওয়া উচিত প্রধান বিবেচ্য। জমি অধিগ্রহণ, দখলদারি সরানো, রাস্তার সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদনের মতো বিষয়ও প্রকল্পের কাজের সময়সীমাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে রেলগেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে জনমনে নানা প্রশ্ন ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী রেলগেট এ বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত রেললাইন দ্বিগুণ করার কাজের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে স্থানীয় মানুষকে বিকল্প পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফুলেশ্বরীর ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে জল জমা ও কাদার সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ। অন্যদিকে, মহাবীরস্থান উড়ালপুলের নীচে থাকা দুটি রেলগেট বন্ধ করার আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল। জাতীয় স্তরে রেল নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। মহাবীরস্থানের বিষয়টি নিয়ে রেল ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে আলোচনায় আপাতত এখনই এনিয়ে কোনও চূড়ান্ত পদক্ষেপ করা হবে না বলে ঠিক হয়েছে, এটুকুই যা স্বস্তির। তবে এই সমস্ত পরিবর্তনের অভিঘাত স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কতটা পড়ছে, তা বিবেচনা করাও জরুরি।

একটি সমতল রেলপথ পারাপার আসলে রেল ও সড়ক পরিবহণের একই সমতলে মিলনস্থল। ট্রেন আসার আগে রেলগেট বন্ধ করতে হয়, ফলে সড়কপথের যান চলাচল থমকে যায়। ব্যস্ত রেলপথে ঘনঘন যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের কারণে যানজট তৈরি হয়, নষ্ট হয় কর্মঘণ্টা এবং ব্যাহত হতে পারে জরুরি পরিষেবা। আরও বিপজ্জনক হল, মানুষের অসতর্কতা, বন্ধ গেট অতিক্রমের চেষ্টা কিংবা যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ব্যস্ত রেলপথে সমতল রেলগেট কমিয়ে আনা আধুনিক রেল ব্যবস্থার স্বাভাবিক লক্ষ্য। ভারতীয় রেলের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বড় লাইনের সমস্ত রক্ষীহীন রেলগেট তুলে দেওয়া হয়েছিল। তবে রক্ষীযুক্ত রেলগেট এখনও রয়েছে। সেগুলির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ট্রেন চলাচলের সুবিধা এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন বিবেচনা করেই বিকল্প পরিকাঠামোর পরিকল্পনা করতে হয়।

রেলপথের আধুনিকীকরণ বলতে শুধু লাইন দ্বিগুণ করা বা ট্রেনের গতি বাড়ানো বোঝায় না। প্রয়োজন সমন্বিত প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 'কবচ'-এর মতো স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে চালকের মানবিক ভুলের পরিণতি কমাতে পারে। চালক নির্ধারিত গতিসীমা না মানলে বা বিপজ্জনক অবস্থায় যথাসময়ে ব্রেক প্রয়োগ না করলে এই ব্যবস্থা সতর্ক করতে এবং প্রয়োজন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করতে পারে। বৈদ্যুতিন সংকেত নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা এবং নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণও জরুরি। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর নজরদারি, রেললাইনের কম্পন ও তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ, চালকবিহীন আকাশযানের সাহায্যে রেললাইন পরিদর্শন এবং আগাম ত্রুটি শনাক্তকরণ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণকে আরও কার্যকর করতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মতো অঞ্চলে হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর রেললাইনে প্রবেশ শনাক্ত করার প্রযুক্তিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধু প্রযুক্তি স্থাপন করলেই হবে না, তার নিয়মিত পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সচল রাখাও সমান জরুরি।

এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তার অভিজ্ঞতা শিক্ষণীয়। ক্রমবর্ধমান ট্রেনের সংখ্যা ও শহরের সড়ক যানজট মোকাবিলায় সেখানে শুধু রেলগেট বন্ধ করা হয়নি, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় রেলপথকে সড়ক থেকে পৃথক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার সহায়তায় জাকার্তা রেল উন্নয়ন প্রকল্পে শহরের কেন্দ্রীয় রেলপথের প্রায় ১০ কিলোমিটার অংশ উঁচুতে তুলে ১৯টি সমতল রেলগেটের সমস্যা দূর করা হয়েছিল। এতে রেল চলাচলের গতি ও সক্ষমতা বেড়েছে এবং সড়কের যানজট কমেছে। বাড়তে থাকা ট্রেনের সংখ্যা সামলাতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা দেখায়, সমস্যার সমাধান শুধু রেলগেট তুলে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, রেল ও সড়ক চলাচলের সংঘাত দূর করতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলাও জরুরি। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্মীর সংস্থানও নিশ্চিত করতে হয়।

উত্তরবঙ্গেও রেলগেট বন্ধের বিকল্প হিসেবে উড়ালপুল, ভূগর্ভস্থ পথ, ছোট যানবাহন ও পথচারীদের জন্য পৃথক পারাপারের ব্যবস্থা এবং সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। যেখানে সম্ভব, রেলপথ উঁচুতে তোলা বা গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে রেললাইনের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও বিবেচনা করা উচিত। ভূগর্ভস্থ পথের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের বর্ষা, জল জমা ও নিকাশি ব্যবস্থার বাস্তবতা মাথায় রাখা জরুরি। নির্মাণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলো, নিরাপত্তা, জল নিষ্কাশন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ, নিকাশি ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে আধুনিক পরিকাঠামোও জনদুর্ভোগের কারণ হতে পারে।

এ ছাড়া প্রতিটি রেলগেট বন্ধের আগে যানবাহনের চাপ, পথচারীর সংখ্যা, স্কুল, হাসপাতাল ও বাজারের অবস্থান এবং জরুরি পরিষেবার চলাচল নিয়ে সমীক্ষা হওয়া উচিত। ভৌগোলিক তথ্যভিত্তিক মানচিত্রে বিকল্প পথ, সম্ভাব্য যানজটের স্থান ও দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে। স্থানীয় মানুষের মতামত নিয়ে বিকল্প রাস্তা আগে তৈরি করতে হবে, তারপর গেট বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা উচিত। কোনও এলাকায় বিকল্প পথ না থাকলে কাছাকাছি অন্য পারাপারের ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হবে, সেটিও আগেভাগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। রেল, রাজ্য সরকার, পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের যৌথ দায়িত্ব এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও স্পষ্ট করতে হবে।

রেল একটি জাতীয় সম্পদ, কিন্তু তার পরিকাঠামো যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত, সেই অঞ্চলের মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে উন্নয়ন সম্ভব নয়। দ্রুতগামী ট্রেন দেশের অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য জরুরি, তেমনই নিরাপদ ও সহজ সড়ক যোগাযোগ স্থানীয় নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন। রেলগেট বন্ধের সাফল্য তাই শুধু কতগুলি গেট সরানো হল, তার হিসাব দিয়ে মাপা যাবে না। মাপতে হবে, ট্রেন কতটা নিরাপদ ও দ্রুত চলল, আর সাধারণ মানুষের যাতায়াত কতটা সহজ ও নিরাপদ হল। প্রকৃত আধুনিকীকরণ তখনই সফল হবে, যখন রেল চলবে আরও দ্রুত ও নিরাপদে, আর সাধারণ মানুষও বঞ্চিত হবেন না তাঁদের ন্যায্য যাতায়াতের অধিকার থেকে।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

এপার ওপার



শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরীতে বন্ধ রেলগেট।

উন্নয়নের নামে রেলগেট বন্ধ কতটা যুক্তিযুক্ত?

বিপুল দাস



বরপক্ষ, পুরোহিত বা গেটম্যান- কারও কিছু করার ছিল না। পাঁচখানা গাড়িভর্তি বরপক্ষের আত্মীয়স্বজন, বাসবোঝাই বরযাত্রী, বাজনদারের দল, মাথায় আলো নিয়ে আলোর দিশারি শ্রমিকের দল- সবার পক্ষে উড়ালপুলের ওপর দিয়ে রেললাইনের ওপারে সময়মতো বিয়ের আসরে পৌঁছানোর কোনও উপায় ছিল না। ওপারে তুমি রাধা, এপারে আমি। ওপারে আগুন, এপারে দমকল। ওপারে পেশেন্ট, এপারে ডাক্তার। ওপারে ডাকাত, এপারে থানা। মাঝে রেলগেট বন্ধ যে।

একটা দেশের এগিয়ে চলার জন্য অনেক পথ থাকে। যেদিন থেকে একজোড়া ধাতব লাইনের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলতে শুরু করল, সেদিন থেকে দূর আর দূর রইল না। নিকট বন্ধু হয়ে উঠল। এগিয়ে চলার অন্যতম পথ হয়ে উঠল রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। গণপরিবহণের অন্যতম মাধ্যম হল একজোড়া সমান্তরাল লৌহবর্ত্ম। সব দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দৃঢ় একটি কাঠামোর ওপর সচল রেখেছে রেল যোগাযোগ। বাষ্পের শক্তি প্রথম আবিষ্কার করলেন জেমস ওয়াট। আর সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ১৮২৫ সালে জর্জ স্টিফেনসনের উদ্যোগে ইংল্যান্ডের স্টকটন অ্যান্ড ডার্লিংটন রেলপথে বিশ্বের প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়। সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলা, দূরকে নিকট বন্ধু করে তোলা আর অসম্ভব রইল না।

যোগাযোগের উন্নতির জন্য রেললাইন স্থাপন করার সময় রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের মাথায় কখনোই এ কথা চিন্তা করা সম্ভব নয় যে, আজ যে গ্রামীণ নদীটির পাশ দিয়ে, দিগন্তবিস্তৃত ধানখেতের বুক চিরে, অরণ্যচারী বনবিস্তর মানুষদের ছোট্ট গ্রামের ভেতর দিয়ে রেললাইন পাতা হচ্ছে পরবর্তী এবং দূরবর্তী জনপদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য, একদিন সেই গ্রামগঞ্জ হয়ে উঠবে মফসসল শহর। একথা সবাই জানি যোগাযোগের সুবিধা থাকলে বাণিজ্যের প্রসার দ্রুত হয়। সেইসব দ্রুত সম্প্রসারণশীল শহরে ঘটে যেতে লাগল জনবিস্ফোরণ। সাধারণ জনের পরিবহণের প্রিয় বাহন হয়ে উঠল রেলগাড়ি। যে রেললাইন ছিল শহরের উপকণ্ঠে, দেখা গেল সেই রেললাইন এখন শহরের প্রাণকেন্দ্র দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আর এ কথা তো চিরসত্য, রেললাইন থাকলেই তার পাশে বাজার থাকবে। বাজার থাকলেই পাকা আমের বস্তার পাশে নীল ডুমোমাছির মতো পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জরণশীল ক্রেতা থাকবে। আমার ধারণা পৃথিবীর সব দেশেই একটা রেলবাজার থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সেখানে ময়নাগুড়ির লাউ, হলদিবাড়ির পটল, ধূপগুড়ির বাঁধাকপি-ফুলকপি, রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি, বিঘোরের বা পাঞ্জিপাড়ার বেগুন, এমন কী হয়তো পরশুরাম কথিত 'মায় ইস্টিলের কত্তাল'ও খোঁজ করলে পাওয়া যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রেললাইনের দু'পাশে সামান্য একটু জায়গা দখল করে সেখানে যদি শুধু শুক্রবারে নয়, প্রতিদিনই হাট বসে, নগরগঞ্জে লাইনপারে, জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কেনে ইত্যাদি, তবে সে বাজারে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার দায় কি রেল কোম্পানির? নাকি প্রশাসনের? রেল আগে কী দেখবে? জন নিরাপত্তার স্বার্থ, নাকি নাগরিক সমস্যা? যখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, আমরা সবাই মুহূর্তেই রেলের ঘাড়ে দোষ চাপাই, কারণ এটা আমাদের চিরকালের অভ্যাস যে কোনও দুর্যোগের দায় সরকারের ঘাড়ে চাপানো। শূন্য জলের বোতল, প্লাস্টিকের প্যাকেট, থার্মোকল- এসব ফেলে নিকাশিনালার জলপ্রবাহের ধারাকে আমরাই মূর্খের মতো রুদ্ধ করছি, আর বেশি বৃষ্টিতে নালা উপচে জল যখন আমার ঘরে ঢুকছে সাপ, ব্যাং, কচুরিপানা, শহরের সব আবিল বর্জ্য নিয়ে, তখন আমরা পুরনিগমের অকর্মণ্যতা নিয়ে ঘটি গরম করছি। তখন একবারও মনে পড়ে না আমি একজন সুনাগরিকের দায়িত্ব পালন করেছি কি না।

নাগরিক নিরাপত্তার কথা ভেবেই জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যস্ত পথের মাঝে রেললাইন থাকলে রেলগেট থাকবে। দ্রুতগতিতে ট্রেন আসা-যাওয়ার সময় গেট বন্ধ থাকবে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই। কিন্তু যদি সেই নিষেধের বেড়া টপকে সামান্য এক মিনিট সময় সাশ্রয় করতে চেয়ে পাবলিক নিজে তো বটেই, এমনকি সাইকেল, স্কুটার নিয়েও গেটের তলা দিয়ে এপার ওপার করতে গিয়ে আত্মারাম একদম ওপারে চলে যায়, তবে দায় কি রেলমন্ত্রকের?

আসল কথা সমন্বয়। স্থানীয় সমস্যার কথা, একটা উড়ালপুলের প্রয়োজনীয়তা, কয়েকটা আন্ডারপাসের কথা- এসব এইসব শহর থেকে অনেক দূরের রেলের ডিভিশনাল হেড অফিস ততটা বুঝবে না, যতটা বুঝবে স্থানীয় প্রশাসন। কোন কোন রেলগেটের জন্য জনগণের জীবনযাত্রায় অসুবিধা হচ্ছে, তার বিকল্প কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, কোথায় বিপজ্জনকভাবে আন-ম্যানড গেট রয়েছে, কোথায় দীর্ঘক্ষণ গেট বন্ধ থাকার ফলে নিত্য গেটের দু'পাশে বিরক্তিকর ভিড় ক্রমশ বাড়তে বাড়তে মানুষের সহ্যের সীমার বাইরে চলে যায়, এসব সমস্যা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন আর রেল-প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় দরকার। কিন্তু যদি রেলগেট চিরতরে বন্ধ করা হয় দু'পাশে দেওয়াল তুলে, সেটা হবে সমাধানের একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। রাজা ঘুমোচ্ছেন। একটা মাছি বারে বারে রাজার নাকে বসছে। একটা বাঁদরের হাতে তরোয়াল দিয়ে বিছানার পাশে বসে মাছি তাড়ানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল। তারপর যেই একটা মাছি এসে রাজার নাকে বসেছে, অমনি বাঁদর ধাঁ করে তরোয়াল চালিয়েছে।

নগরের ব্যস্ত রাজপথের পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গিয়েছে। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার মালগাড়ি, মেল ট্রেন, প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসা-যাওয়ার জন্য রেলগেট বন্ধ রেখে জনসাধারণের পায়ে চলার পথ, অন্যান্য যানবাহনের গতি রুদ্ধ করে ট্রেনকে নির্বিঘ্নে যেতে দিতে হয়। আর সেই সময়টুকু নাভিশ্বাস উঠে যায় অধৈর্য জনতার।

তখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে আর কতদিন মানুষ এই রেলগেটের যন্ত্রণা সহ্য করবে। বাস্তববোধ বিবর্জিত রেলমন্ত্রক যদি তখন সেই পথ দিয়ে নাগরিকের হাঁটা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবার জন্য রেলগেট তুলে দিয়ে সেখানে প্রাচীর গড়ে তোলে, তবে সেটা সমস্যা সমাধানের কতটা বাস্তবসম্মতি পদ্ধতি, পাঠকরা চিন্তা করে দেখুন। শহরকে বাঁচাতে হলে বিকল্প ব্যবস্থার কথা প্রশাসকদের ভাবতেই হবে। সে হতে পারে রেললাইনের পুনর্স্থাপন বা উড়ালপুল। অথবা আন্ডারপাস। প্রাচীর তুলে পথ বন্ধ করে দেওয়া একেবারেই নাগরিক স্বার্থের পরিপন্থী অবৈজ্ঞানিক ভাবনা।

এই সমস্যা শুধু আমাদের এই ছোট্ট শহরের নয়। আমরা জানি কোনও শহরে পথচলা যত মসৃণ, তার উন্নতিও তত দ্রুত হতে থাকে। উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট মফসসল শহরগুলোকে ছুঁয়ে জালের মতো ছড়িয়ে আছে রেললাইন। গ্রাম ছুঁয়ে ছোট শহর, ছোট শহরকে পাশে রেখে মহানগর, তারপর আরও দূরে কোথায় চলে যায় কু-ঝিকঝিক করতে করতে, কাশবনের আড়াল থেকে অপু-দুর্গা অবাক বিস্ময়ে দেখে। ভারতীয় রেল ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। জালের মতো ছড়িয়ে আছে দেশজুড়ে। শুধু গণপরিবহণ নয়, পণ্য পরিবহণেও রেল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তার চলাচলকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কিন্তু তার জন্য নাগরিক সুবিধার ঘাড়ে কোপ পড়লে শহরজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠবেই। আসলে ওই যে সমন্বয়ের কথা বলেছিলাম, আমরা গড়ে তোলার সময় নিজেদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থের কথা আগে চিন্তা করি, পরে যখন বর্ষার জল আটকে ঘরে ঘরে জল ঢুকে যায়, তখন আলোচনা হয় নদীর পাড়ের নতুন কলোনির জন্য জমা জল বেরোতে পারছে না। রেলগেটও যখন বসানো হয়েছিল, তখন ভাবা হয়নি একদিন শহরের মাঝে এই রেলগেট এক বিষফোঁড়ার মতো সমস্ত শহরকেই দূষিত করে তুলবে।

(লেখক সাহিত্যিক)



বেশ কয়েক বছর আগে বন্ধ করা হয় আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন রেলগেট। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুণ্যপথে ওঁত পেতে ধস

অমরনাথ নিয়ে সতর্কবার্তা



নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : অমরনাথ যাত্রার পথে কি তবে প্রতি পদেই ওঁত পেতে রয়েছে বিপদ? জম্মু-কাশ্মীরের পবিত্র এই তীর্থযাত্রার রাস্তা নিয়ে ভয়ংকর সতর্কবার্তা দিল বিজ্ঞানীদের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা। জম্মুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইড্রোলজি এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গবেষকদের রিপোর্ট বলছে, বালতাল থেকে অমরনাথ, পঞ্চতরণী হয়ে পথপাথরি পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার করিডরের প্রায় ৮৫ শতাংশ এলাকাই ধসপ্রবণ! এর মধ্যে ১৬.২ শতাংশ অতি-বিপজ্জনক এবং ৬৮.১ শতাংশ মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রতি বছর তিন থেকে চার লক্ষ পুণ্যার্থী ১২ হাজার ফুট উঁচু এই গুহায় যান। ২০২২ সালের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ১৬ জনের মৃত্যুর স্মৃতি এখনও টাটকা। গবেষক রিয়াজ আহমেদ মীরের দল জানিয়েছে, ১৯৮০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে অঞ্চলটির গড় তাপমাত্রা প্রায় ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে, কমেছে অগাস্টের বরফের আস্তরণ। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ— ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ধসই ঘটছে রাস্তার ৫০ মিটারের মধ্যে। বিপদ এড়াতে দ্রুত নিকাশি উন্নয়ন, অস্থায়ী শিবির সরানো এবং নিয়মিত আবহাওয়া নজরদারির পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

নীতীশের নামে সেতু উদ্বোধন মোদির

পাটনা, ২১ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামের নামকরণ করার সময় বিতর্ক সঙ্গী হয়েছিল। শনিবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নামাঙ্কিত বৈশালী জেলার বিদুপুর ব্লকের সঙ্গে পাটনার অদূরে কাচ্চি দরগার সংযোগ রক্ষাকারী ৬ লেনের কেবল সেতুর উদ্বোধন করতে গিয়ে একইভাবে বিতর্কের সম্মুখীন হলেন প্রধানমন্ত্রী। ৪২৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে নির্মিত ওই সেতুটি কেন নীতীশ কুমারের নামে করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। পাশাপাশি ১৭ মাস আগেই চালু হয়ে যাওয়া সেতুটি কেন নতুন করে উদ্বোধন করা হল তা নিয়েও আপত্তি তুলেছে আরজেডি।

শনিবার পাটনা বিমানবন্দরে মোদিকে স্বাগত জানান নীতীশ কুমার। দুই নেতা হাসিমুখে আলিঙ্গনও করেন। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে মোদি লেখেন, 'পাটনা বিমানবন্দরে নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।' এরপর বৈশালী জেলায় গঙ্গার ওপর নির্মিত ভারতের দীর্ঘতম নদী-সেতুটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনেন, মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান প্রমুখ। নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছিল।

> **পাটনা বিমানবন্দরে নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুব ভালো লাগছে।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

কংগ্রেস নেতা পবন খেরার অভিযোগ, 'দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের নামে যে সেতুর নামকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটি এখন নীতীশ কুমারের নামে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিখ সম্প্রদায়ের আবেগের সঙ্গে এমনটা করা হল কেন? নীতীশ কুমারকে কেন এত তাড়াতাড়ি মূলস্রোতের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে?' অপরদিকে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের তোপ, 'নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১ বছর ৫ মাস আগেই ওই সেতুটির উদ্বোধন হয়ে গিয়েছিল। গত ১৭ মাস ধরে সেতুটির ওপর দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করছে। আবার এটিকে উদ্বোধন করছেন যাতে আপনার নামটি নামফলকে লেখা থাকে। অথচ ওই সেতুটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কানাকড়ি অর্থসাহায্যও করেনি।' এদিনও আরজেডি, কংগ্রেসকে নিশানা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'আগের সরকারগুলি গরিবদের লুট করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জমানায় বিহারের উন্নয়ন হয়েছে।'



বন্ধু কী খবর... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। শনিবার পাটনা বিমানবন্দরে।

বাড়তে পারে মুদ্রাস্ফীতি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : ২০২৭-এ ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার কিছুটা কমতে পারে। পাশাপাশি বাড়তে পারে মুদ্রাস্ফীতির চাপও। চলতি আর্থিক বছরের (২০২৬-'২৭) তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এমনই পূর্বাভাস দিল বহুজাতিক মার্কিন আর্থিক পরিষেবা সংস্থা 'গোল্ডম্যান স্যাকস'। তাদের দাবি, ২০২৬ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৭.৯ শতাংশে থাকতে পারে। তবে আগামী বছর তা নেমে আসতে পারে ৭.২ শতাংশে। বৃদ্ধির গতি কিছুটা কমলেও ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

রিপোর্টে মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গোল্ডম্যান স্যাকসের অনুমান, চলতি বছর ভোক্তা মুদ্রাস্ফীতি ৪.৬ শতাংশে থাকলেও ২০২৭ সালে তা বেড়ে ৫.৭ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এর নেপথ্যে 'এল নিনো' জনিত আবহাওয়ার বিপর্যয় এবং উৎপাদন উপকরণের চড়া দামকে দায়ী করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি রুখতে রিজার্ভ ব্যাংক ফের সুদের হার বাড়াতে পারে। বর্তমানে রেপো রেট ৫.৭৫ শতাংশ থাকলেও ২০২৭ সালের শেষে তা ৬.২৫ শতাংশে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মুদ্রার স্থিতিশীলতা ও লগ্নি নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে সংস্থাটি।

বারবার বয়ান বদলে সন্দেহ

জম্মু, ২১ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়া এক পাকিস্তানি তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আওয়াইস রাজা (২০)। আরএস পুরা সেক্টরে সাই কালান এলাকার হরপির সেতুর কাছ থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা পাকড়াও করেন তাকে।

ধৃত তরুণের বাড়ি পাকিস্তানের লায়াহ জেলায়, বাবার নাম ইমদাদ হুসেন। জেরায় তরুণ কখনও দাবি করছে পথ হারানোর কথা, আবার কখনও বলছে ভুল করে সীমান্ত পেরোনোর কথা। বারবার বয়ান বদল করায় তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও দানা বেঁধেছে। নজরদারি পরখ করতে নাকি বড় কোনও অনুপ্রবেশ ও পাচারচক্রের ছকে সে এসেছে, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।



অভিমান... শনিবার নয়াদিল্লিতে।

মারুতির মালকিন ছিলেন সোনিয়া

তোপ নিশিকান্তের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে এবার তোপ দাগলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর অভিযোগ, বিদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭০ সালে মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের (এমটিএস) একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এং ৫০ শেয়ারের মালিক হয়েছিলেন। এক্সে 'কংগ্রেসের কালো অধ্যায়' শীর্ষক একটি পোস্টের ২৫০ তম কিস্তিতে গোড্ডার সাংসদ লিখেছেন, 'ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও বিদেশী নাগরিক কোনও ভারতীয় সংস্থার ডিরেক্টর হতে পারেন না। তাহলে ১৯৭০ সালে উনি কীভাবে ডিরেক্টর হয়ে গেলেন?'

১৯৭৭ সালে সঞ্জয় গান্ধির মারুতি প্রকল্প নিয়ে তদন্ত কমিশন বসেছিল। সেই কমিশনের রিপোর্টকে সামনে রেখে দুবের অভিযোগ, '১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বর সোনিয়ার মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন সঞ্জয় গান্ধি। সোনিয়া গান্ধিই ছিলেন মারুতির প্রকৃত মালকিন। মারুতি সংস্থা তৈরি হয়েছিল ১৯৭০ সালে।



কিন্তু ভারত সরকারের থেকে গাড়ি তৈরির অনুমোদন তারা পেয়েছিল ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মন্ত্রীসভা তাঁর পুত্রবধূ সোনিয়ার সংস্থাকে গাড়ি তৈরির অনুমতি দিয়েছিল। ১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল সঞ্জয় গান্ধি ভারত সরকারের টাকায় ওই সংস্থার জন্য সারাবিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন।'

ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে দুবে এও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কীভাবে একটি বেসরকারি সংস্থার দপ্তর খোলা হল? প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব ধাওয়ান কীভাবে ওই সংস্থার ডিরেক্টর হয়েছিলেন?' মারুতিকে জলের দরে হরিয়ানায় জমি দেওয়া কিংবা ব্যাংক ঋণ দেওয়া নিয়েও সুর চড়িয়েছেন নিশিকান্ত।

ইতালির মাটিতে সোনিয়ার স্মৃতি

অমৃতসর, ২১ নভেম্বর : ইতালির ভেনেতো প্রদেশের শান্ত শহর লুসিয়ানা। ধূসর পাথরের ছয় ঘরের একটি বাড়ির গায়ে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা, দেওয়ালে লেখা 'ইন্ডিয়া হাউস'। এখানেই ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর জন্মেছিলেন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর সেই পৈতৃক ভিটেকেই এবার পূর্ণাঙ্গ জাদুঘরে রূপ দিতে কোমর বেঁধে নেমেছেন প্রবাসী শিখ ব্যবসায়ী সুখদেব সিং কাং।

২০২০ সালে স্ত্রী-কন্যার নামে বাড়িটি কেনার পর থেকে একটি ইটও বদলাননি তিনি। সম্প্রতি সোনিয়ার স্মৃতিকথা 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' প্রকাশ্যে আসতেই বাড়িটি ঘিরে নতুন করে আগ্রহ বেড়েছে। মাসে ৮০০ ইউরো ভাড়া কিংবা গুরুদ্বার বানানোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পকেট থেকে কেয়ারটেকার ও করের খরচ জোগাচ্ছেন সুখদেব। ইতিমধ্যেই মিলেছে জাদুঘরের ছাড়পত্র। অমৃতসরে এসে তাঁর আরজি, সোনিয়া, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা করে ব্যক্তিগত স্মারক সংগ্রহ করতে চান। প্রতি বছর সোনিয়ার জন্মদিনে উৎসব হওয়ায় ভারতীয় পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট লুসিয়ানার অর্থনীতিও।

এবার চাঁদেই ফলবে আলু

হিউস্টন, ২১ নভেম্বর : মঙ্গলের মাটিতে ম্যাট ডেমনের আলু চাষের সেই বিখ্যাত সিনেমার দৃশ্য মনে আছে? এবার কল্পবিজ্ঞান নয়, বাস্তবেই চাঁদের কৃত্রিম মাটিতে পুষ্টিকর আলু ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন বিজ্ঞানীরা! নাসার সহায়তায় ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদবিজ্ঞানী আইমেরিক গয়েরের দল এই অসাধ্যসাধন করেছেন।

আগামী দিনে আমেরিকা ও চিন যখন চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন পৃথিবী থেকে টনটন খাবার বয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু চাঁদের মাটি বা রেগোলিথ আসলে কাচের মতো ধারালো পাথরের গুঁড়ো—তাতে নাইট্রোজেনের ছিটেফোঁটা নেই, উলটে রয়েছে তামার মতো বিষাক্ত ভারী ধাতু। সেই বন্ধ্যা মাটিতেই কামাল করেছে কেঁচো সার! গবেষকরা দেখেছেন, চাঁদের কৃত্রিম মাটির সঙ্গে ৩০ শতাংশ কেঁচো সার মেশালে 'মোডক' প্রজাতির লাল আলুর ফলন হয় একেবারে পৃথিবীর উর্বর মাটির মতোই, আটকে যায় ভারী ধাতুর বিষক্রিয়াও। বিজ্ঞানী ডেভিড হ্যান্ডির মতে, এই প্রযুক্তি পৃথিবীর মরুভূমি ও দূষিত মাটিকেও নতুন করে উর্বর করে তুলবে।

গুলি আইবি আধিকারিককে

হরিদ্বার, ২১ নভেম্বর : উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে কাজের চাপে ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) সুপার পদমর্যাদার এক আধিকারিক সিপি নটিয়ালকে গুলি করার অভিযোগ উঠল তাঁরই অস্থায়ী গাড়িচালক বিনোদ নেগির বিরুদ্ধে। কপাল ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যাওয়ায় জখম ওই আধিকারিককে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে হৃষীকেশ এইমসে ভর্তি করা হয়েছে।

চার্জ গঠন

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস মামলায় এনটিএ-র তিন বিষয়-বিশেষজ্ঞ সহ মোট ১৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে চার্জ গঠন করল দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টের বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, তথ্যপ্রমাণ লোপাট সহ একাধিক ধারায় এদিন অভিযুক্তদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ট্রাম্পের প্রশংসা

ওয়াশিংটন, ২১ নভেম্বর : ভারতের আর্থিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেডেরাল রিজার্ভ'-এর উচ্চ সুদের নীতির সমালোচনা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে তিনি জানান, কম সুদের হার সত্ত্বেও ভারতের ৭ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে মার্কিন মুদ্রানীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

স্পাইসজেটে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : ওড়ার সম্ভাবনা নেই এমন বিমানের টিকিট বিক্রি করা এবং বাতিল হওয়া টিকিটের টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগে ডিজিসিএ-র নোটিশের মুখোমুখি হওয়া উড়ান সংস্থা স্পাইসজেটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন যাত্রীরা। আর্থিক সংকটে জর্জরিত এই সংস্থার অধিকাংশ বিমান গ্রাউন্ডেড থাকায় যাতায়াতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সংসদের অধিবেশন নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : সংসদের বাদল অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হওয়ার পর ১০০ দিন অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত (প্ররোগ) বলে ঘোষণা করা হয়নি। এই নজিরবিহীন পরিস্থিতির ফলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন কবে নাগাদ বসবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। পাশাপাশি বিশেষ অধিবেশন ডাকা নিয়েও জল্পনা চলছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার শীতকালীন অধিবেশন বসতে দেবে না। তারা সরাসরি বাজেট অধিবেশনে চলে যাবে। এর আগে ২০০৮ সালে ৮৭ দিন অধিবেশন প্ররোগ না করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙে গিয়েছে। লোকসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, দুটি অধিবেশনের মাঝে সাধারণত দু-সপ্তাহের ব্যবধান রাখা হয়। কারণ, আগে দেশের সাংসদদের কাছে চিঠি মারফত অধিবেশনে যোগ দেওয়ার বার্তা পাঠানো হত। যা পৌঁছোতে সময় লাগত। কিন্তু এখন যেহেতু হোয়াটসঅ্যাপে সাংসদদের কাছে অধিবেশনের নোটিশ যায় তাই ২ সপ্তাহের ওই ব্যবধান রাখার বাধ্যবাধকতাও নেই। সেক্ষেত্রে জল্পনা চলছে, স্বল্প সময়ের নোটিশে অধিবেশন ডাকতে পারে কেন্দ্র। যেহেতু বাদল অধিবেশন এখনও প্ররোগ করা হয়নি তাই সরকার চাইলে এক অথবা দু-দিনের নোটিশে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারে। বিশেষ অধিবেশন শেষ হওয়ার ২ থেকে ৪ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় শীতকালীন অধিবেশনও ডাকা হতে পারে। এই নিয়ে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই।



এর আগে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছিল ১ ডিসেম্বর থেকে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই তাঁরা দলীয় সাংসদদের ২৪ ঘণ্টার নোটিশে দিল্লিতে আসার জন্য প্রস্তুত থাকার বার্তা দিয়ে রেখেছেন। সরকারের কাছে আসল ধাঁধা হল, ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানো। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'শীতকালীন অধিবেশন বাতিল করে সরকার সরাসরি বাজেট অধিবেশন ডাকতে পারে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার সংসদের অধিবেশন বসা বাধ্যতামূলক। ফলে শীতকালীন অধিবেশন বাতিলের ঘোষণা আসাও অসম্ভব নয়।' তাঁর খোঁচা, 'ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে লোকসভায় যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন সেটার খোঁজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জুটি।' শুধু আসনসংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা ২০২৭ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে ডিলিমিটেশন করার প্রস্তাবই নয় বরং প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন কমিশনের গঠন নিয়েও আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এই কমিশনের সদস্য হিসেবে রাখা কিংবা তাঁর মনোনীত কাউকে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা কোনওভাবেই মেনে নিতে রাজি নয় কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট। সরকার এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সংশোধিত প্রস্তাব তাদের সামনে পেশ করেনি। তবে লোকসভার আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবিত হার ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৩ শতাংশ কিংবা ২৫ শতাংশ করার বিষয়ে কেন্দ্র বিবেচনা করতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

পর্দার রামায়ণ নিষিদ্ধ করার দাবি ভিএইচপির

রাবণে আপত্তি, আবহে ফিরছে মধুসূদনের লঙ্কেশ

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : বরাবরই বিতর্কিত ভারতীয় মহাকাব্যের নায়ক এবং নায়িকারা! দেড়শো বছরেরও বেশি আগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কলমে রাবণ হয়ে উঠেছিলেন রক্তমাংসের বীর। একুশ শতকে এসে রুপোলি পর্দায় সেই লঙ্কেশেরই 'মহিমামণ্ডন' ঘিরে নতুন করে উত্তাল দেশ।

৫ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ : রাইজ অফ আ লেজেন্ড'। ইতিমধ্যে বক্স অফিস কাঁপিয়ে ১৬০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে সিনেমাটি। ছবি নির্মাণের মুন্সিয়ানা এবং প্রচার পরিকল্পনায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও। নমিত মালহোত্রা ও যশ প্রযোজিত, রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী এবং যশ অভিনীত এই ছবির প্রদর্শনী পত্রপাঠ বন্ধ ও সেন্সর ছাড়পত্র বাতিলের দাবি তুলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বজরংলাল বাগড়ার অভিযোগ, মহর্ষি বাল্মীকির মূল মহাকাব্যকে ছক কষে বিকৃত করে লাখো হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগ ও সমাজের নৈতিক ভিতে আঘাত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, জ্ঞান ও শক্তিতে শীর্ষে পৌঁছেও অহংকারী রাবণ সকলের ওপর অত্যাচার করেছিলেন। অথচ ছবিতে তাঁকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিদাতা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বাদ পড়েছে অহল্যা উদ্ধার, নিষাদরাজ গুহের বন্ধুত্ব বা কেবটের ভক্তির



মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। রামের লঙ্কা অভিযানকে অসুরনিধনের বৃহত্তর লক্ষ্যের বদলে সীতাহরণের ব্যক্তিগত প্রতিশোধ হিসাবে দেখানো এবং সীতার অস্ত্রধারণ নিয়েও আপত্তি উঠেছে। মুম্বইয়ের দাদর ও কোল্হাপুরে বিক্ষোভ দেখিয়ে ছবির পরবর্তী পর্ব মুক্তির আগে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও সাধু-সন্তদের দেখানোর দাবি তুলেছে হিন্দু জনজাগৃতি সমিতিও।

এই বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই ফিরিয়ে আনছে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনুষঙ্গ। কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম জানিয়েও উনিশ শতকের নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় রামায়ণ-কাহিনীর বি-নির্মাণ ঘটিয়েছিলেন মধুসূদন। দেবতার আশীর্বাদ-বঞ্চিত রাবণকে তিনি গড়েছিলেন আত্মনির্ভরশীল, মানবিক ও পুত্রশোকে কাতর বীর হিসাবে। কাব্যে রাবণের কণ্ঠে যেমন শোনা গিয়েছিল, 'জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?' তেমনই ফুটে উঠেছিল পিতৃহৃদয়ের হাহাকার, 'শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে দিবা নিশি!' রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদের ট্র্যাজিক মহত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়ায় এবং সনাতন আদর্শ উপেক্ষার অভিযোগে সেকালেও বহু পাঠক ও সমালোচকের তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল কবিকে।

সময় বদলেছে, কাব্য থেকে মাধ্যম বদলেছে চলচ্চিত্রে। তবু মহাকাব্যের পুনর্নির্মাণে শিল্পীর সৃজনশীল স্বাধীনতা বনাম ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমারেখা ঠিক কোথায়, সেই চিরন্তন প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত।

নিকটাত্মীয়কে বিয়ে রুখতে কড়া আইন!

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : নিকটাত্মীয় বা রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে রুখতে পৃথক আইন তৈরি করা যায় কি না, সেই বিষয়ে কেন্দ্রের মতামত জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। এই নিয়ে দেশজুড়ে সচেতনতা গড়া প্রয়োজন বলেও পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের।

রক্তের সম্পর্কে বিয়ের জেরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জিনগত ত্রুটি ও মারাত্মক বংশগত রোগের আশঙ্কায় শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেন বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ল স্কুলের ২০ বছর বয়সি দৃষ্টিহীন আইনের ছাত্রী চার্ভি এস। তাঁর বাবা-মা সম্পর্কে তুতো ভাইবোন হওয়ায় চার্ভি জন্ম থেকেই ৪০ শতাংশ দৃষ্টিহীনতায় ভুগছেন। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।

কেন্দ্রের মতামত চাইল সুপ্রিম কোর্ট



- বিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ হলেও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে জানা আবশ্যক
- নির্দেশ না দিয়ে আইন প্রণয়নে সরকারকে সচেতন করবে আদালত
- পাঠক্রম ও প্রচারের মাধ্যমে দেশজুড়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন

শুক্রবারের শুনানিতে বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, বিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দের অধিকার হলেও সম্ভাব স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। আদালত কোনও নির্দেশ চাপিয়ে দেবে না জানিয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'আমরা সরকারকে কোনও নির্দেশ দেব না, কেবল সচেতন করব। কেন্দ্র বিবেচনা করে দেখুক উপযুক্ত আইন প্রণয়ন বা শিক্ষাঙ্গনে পাঠক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো যায় কি না। কিংবা এটা কতটা প্রয়োজনীয়।'

মামলাকারীর আইনজীবী কাদম্বরী সিং সওয়াল করেন, তথ্যের অভাবে গ্রামীণ ভারতে এই ধরনের বিয়ে এখনও বহুল প্রচলিত। অতীতে ঘটা বিয়েগুলিকে অপরাধের তকমা না দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে বিয়ের আগে জিনগত কাউন্সেলিং ও পরীক্ষা চালু করা দরকার। এছাড়া হিন্দু বিবাহ আইন ও বিশেষ বিবাহ আইনের নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারায় উল্লিখিত প্রথাগত ছাড়ের সাংবিধানিক বৈধতাও খতিয়ে দেখার আর্জি জানান তিনি।

নিউ ফান্ড অফার



নয়া ফান্ডে লগ্নির সাতকাহন

নয়া ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা একটি নতুন চালু হওয়া মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটগুলি তার নেট অ্যাসেট ভ্যালুতে কেনার সুযোগ পান। এর সাবসক্রিপশন সময়কাল সাধারণত ১৫ দিনের হয়। এর মাধ্যমে ফান্ডের প্রতি ইউনিট ১০ টাকায় কেনা যায়।

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির ক্ষেত্রে সবাধিক দোলাচল আসে ফান্ড নির্বাচনে। বিশেষত বাজারে চালু থাকা ফান্ড নাকি নতুন যে ফান্ড বাজারে আসছে, কোনটিতে লগ্নি করবেন তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন লগ্নিকারীরা। বাজারে চালু থাকা ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স বিচার করে লগ্নি করা যেতেই পারে। কিন্তু নতুন ফান্ডের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেই। আবার নয়া ফান্ড যেহেতু কম দামে পাওয়া যায়, এতে মুনাফার অঙ্কও অনেক বেশি হতে পারে। এই লেখায় সেই নয়া ফান্ড বা এনএফও (নিউ ফান্ড অফার) নিয়ে আলোচনা করা হল।

সঠিক এনএফও নির্বাচন লগ্নির শুরুতেই বড় অ্যাডভান্টেজ এনে দিতে পারে।

এনএফও কী?

এনএফও বা নিউ ফান্ড অফার হল একটি মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পের প্রাথমিক পাবলিক অফার। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা একটি নতুন চালু হওয়া মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটগুলি তার নেট অ্যাসেট ভ্যালু (ন্যাভ)তে কেনার সুযোগ পান। এনএফও-এর সাবসক্রিপশন সময়কাল সাধারণত ১৫ দিনের হয়। এনএফও-এর মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড তহবিল সংগ্রহ করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা ফান্ডের প্রতি ইউনিট ১০ টাকায় কিনতে পারেন। এনএফও বন্ধ হওয়ার পর তহবিলটি স্টক মার্কেটে তালিকভুক্ত হয় এবং ন্যাভের ওপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে।

এনএফও-এর প্রকারভেদ

সাধারণত এনএফও দুই ধরনের হয়

ওপেন এন্ডেড ফান্ড : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সাধারণ রূপ হল ওপেন এন্ডেড ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে কোনও লক-ইন পিরিয়ড থাকে না। বিনিয়োগের জন্য সর্বদাই খোলা থাকে এই ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে এককালীন লগ্নির পাশাপাশি এসআইপি করা যায়। বর্তমানে প্রতি মাসে ১০০ টাকাও এসআইপি করার সুবিধা এনেছে অনেক ফান্ড।

ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড : ক্লোজ এন্ডেড ফান্ডে সাধারণত ৩.৫ বছরের লক ইন পিরিয়ড থাকে। এই ধরনের ফান্ডে শুধুমাত্র এনএফও'তে বিনিয়োগ করা যায়। লক ইন পিরিয়ড শেষ হলে তবেই তা রিডিম করা যায়। এনএফও শেষ হয়ে গেলে এই ফান্ডে বিনিয়োগ করা যায় না। সাধারণত ক্লোজ এন্ডেড ফান্ডে ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০০ টাকা হয়।

ইন্টারভাল ফান্ড : এই ধরনের ফান্ড ওপেন এবং ক্লোজ দুই ধরনের ফান্ডের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। ইন্টারভাল ফান্ড ক্লোজ এন্ড ফান্ডের বিভাগে পড়ে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর এই ফান্ডে নতুন বিনিয়োগ এবং রিডিম করা যায়। এই ব্যবধান ৬ মাস বা ১ বছরের হয়।

এনএফও'তে বিনিয়োগের সুবিধা

- বিনিয়োগকারীদের ফান্ডগুলি শুরু থেকেই বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়।
- সাধারণত এনএফও'তে বিনিয়োগের খরচ কম হয়।
- বিভিন্ন ধরনের স্কিম থাকায় পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনে এনএফও।
- শুরু থেকে বিনিয়োগ বড় রিটার্ন পাওয়ার রাস্তা সহজ করে দেয়।
- শুরুতে ন্যাভ ১০ টাকা হওয়ায় সীমিত বাজেটের বিনিয়োগকারীরা বেশি ইউনিট কিনতে পারে।

এনএফও-এর অসুবিধা

- ট্র্যাক রেকর্ড বা অতীত পারফরমেন্স না থাকায় ফান্ডের বিনিয়োগ কৌশল এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায় না।
- আইপিও'তে যেমন তাৎক্ষণিক লাভের সুযোগ থাকে, এনএফও-তে তেমন কোনও সুবিধা নেই।
- শুরুতে ন্যাভ প্রায় স্থিতিশীল থাকে যা লগ্নিকারীদের আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।
- প্রাথমিক স্তরে লগ্নি করলেও এনএফও লগ্নিকারীদের বাড়তি কোনও সুবিধা দেয় না।

এনএফও'তে আয়করের প্রভাব

কী ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে আয়করের পরিমাণ। ইকুইটিভিত্তিক এনএফওগুলিতে ১ লক্ষ টাকার বেশি লাভের ওপর ১০ শতাংশ হারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয়। যদি তার মেয়াদ ১ বছরের বেশি হয়, ১ বছরের কম হলে এই হার ১৫ শতাংশ। ঋণভিত্তিক এনএফও থেকে লভ্যাংশ মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বিনিয়োগকারীকে তার আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হয়।

ইএলএসএস ফান্ডের ক্ষেত্রে আবার ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়।

বিনিয়োগের আগে বিচার্য

- যে সংস্থা এনএফও আনছে তাদের অন্যান্য ফান্ডের পারফরমেন্স, অতীত রেকর্ড, সুনাম ইত্যাদি।
- ন্যূনতম বিনিয়োগ এবং এক্সিট লোড বিবেচনা করতে হবে।
- এনএফও-এর প্রকৃতি বিবেচনা করতে হবে। আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিয়োগের মেয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এনএফও নির্বাচন করতে হবে।
- এনএফও-এর বিনিয়োগ কৌশল বিবেচনা করতে হবে।
- ফান্ড ম্যানেজার কে এবং তাঁর অতীত পারফরমেন্স বিবেচনা করতে হবে।
- ক্লোজ এন্ডের ক্ষেত্রে লক ইন পিরিয়ড জানতে হবে।
- বিনিয়োগ কৌশল এবং সম্পদের বণ্টন পর্যালোচনা করে ঝুঁকিগুলি বুঝতে হবে।

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

কয়েকটি জনপ্রিয় নিউ ফান্ড অফার

নাম	সময়সীমা	ন্যূনতম বিনিয়োগ
১) এইচএসআইএফ হাইব্রিড লং শর্ট ফান্ড (বি)	১৩/১১-২৭/১১	১,০০,০০০ টাকা
২) এইচএসআইএফ হাইব্রিড লং শর্ট ফান্ড (আই)	১৩/১১-২৭/১১	১,০০,০০০ টাকা
৩) ইনভেস্কো ইন্ডিয়া বিএসই টপ টেন (জি)	১৬/১১-৩০/১১	৫,০০০ টাকা
৪) ইনভেস্কো ইন্ডিয়া নিফটি মেটাল ইন্ডেক্স (জি)	১৬/১১-৩০/১১	১০০ টাকা
৫) ইনভেস্কো ইন্ডিয়া নিফটি মেটাল ইন্ডেক্স (আই)	১৬/১১-৩০/১১	১০০ টাকা
৬) কোটাক নিফটি ফার্মা ইন্ডেক্স (জি)	১৬/১১-৩০/১১	১০০০ টাকা
৭) কোটাক নিফটি ফার্মা ইন্ডেক্স (আই)	১৬/১১-৩০/১১	১০০০ টাকা
৮) এসবিআই বিএসই ইন্ডিয়া ডিফেন্স (জি)	১৬/১১-৩০/১১	৫০০০ টাকা

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ভারতীয় শেয়ার বাজারে স্বপ্নের দৌড় চলছেই। চলতি সপ্তাহে পাঁচ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৮৩,৯১৯.৭১ এবং নিফটি ২৫,৮০০.৫০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ২৩২৭.৬ এবং ৬৫৬.৫ পয়েন্ট। বিগত কয়েক সপ্তাহে শেয়ার বাজারের এই রাজকীয় উত্থান ভারতের অর্থনীতির আর্থিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুনাফা ঘরে তোলার জন্য মাঝে মধ্যে সংশোধন হতে পারে। তবে বড় কোনও পতনের আশঙ্কা ক্রমশ কমছে। এমন আবহে সূচক সর্বকালীন সেরা উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়ার দিকেই এগোচ্ছে। এই সম্ভাবনা বিবেচনা করেই আগামী দিনে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

সূচকের এই বিপুল উত্থানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। বিগত ১১ দিন টানা শেয়ার কিনছে এই সংস্থাগুলি। এদের লগ্নি এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী দিনে আরও চমক দেখাবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এআই নিয়ে সারা বিশ্বে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তা এআই সংস্থা অ্যান্থ্রোপিকের বাম্পার লিস্টিং অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি অশোধিত জ্বালানি তেলের দাম স্থিতিশীল হওয়াও লগ্নিকারীদের স্বস্তি দিয়েছে। মার্কিন বন্ড ইল্ডের দাম কমাও ভারতীয় শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে।

মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম বেড়ে বিগত সাত মাসের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছেছে। আগামী দিনে ডলারের দাম ৯২.৭৫ থেকে ৯৩.৭৫ টাকার মধ্যে থাকতে পারে। বিগত কয়েক দিনে সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে ব্যাংকিং স্টক গুলি। ব্যাংক নিফটি সূচক এক বছরের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিদেশি লগ্নির বেশির ভাগই ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থাগুলিতে এসেছে। তাদের নজর অন্য ক্ষেত্রে পড়লে আরও লম্বা দৌড়ের সাক্ষী থাকবে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

এমন আবহে সবার নজর এখন ডিসেম্বরের ঋণ নীতি বৈঠকের দিকে। মূল্যবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ পেরিয়ে যাওয়ায় আরও এক দফা সুদের হার বাড়ানো হতে পারে। যা শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর পাশাপাশি অশোধিত জ্বালানি তেলের দাম, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতাও শেয়ার বাজারে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম আরও কমছে। আগামী দিনে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

এই সপ্তাহের শেয়ার

- **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-২৬৬.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪০৮/২৫১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৪৫-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮০৯৭, টার্গেট-৩৭৫।
- **জেনসার টেক :** বর্তমান মূল্য-৫২৯.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৫৮/৪১৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৭৫-৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২০৫০, টার্গেট-৭০০।
- **ইন্ডাস টাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৮৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৮১/৩৫৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০২০৯৬, টার্গেট-৪৭৫।
- **টিসিএস :** বর্তমান মূল্য-২৩৭৬.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৩৫০/১৯৭৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২১৫০-২২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৫৯৭২৯, টার্গেট-২৬৭৫।
- **হিন্দুস্থান জিঙ্ক :** বর্তমান মূল্য-৫২১.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৩৩/৪৫৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২২০৩৯২, টার্গেট-৬৬৫।
- **পাওয়ার গ্রিড :** বর্তমান মূল্য-২৬৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৪/২৪২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৪০-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫০১৮৬, টার্গেট-৩২০।
- **আইআরএফসি :** বর্তমান মূল্য-৮৩.৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৭/৭৩, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৭৫-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৯৪৩৫, টার্গেট-১২০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।



ভারতীয় বাজারে পৌষমাস



বোধিসত্ত্ব খান

গোটা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শেয়ার বাজারগুলিতে এখন কার্যত হাহাকার চলছে। ২০২৬-এর প্রথমার্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানিগুলি যেভাবে বিশ্বের মার্কেটকে টেনে তুলেছিল, এখন সেই কোম্পানিগুলিই বড় ধাক্কা খাচ্ছে। বিগত শুক্রবার এশীয় বাজারগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে। নিক্কেই ৫.৩৩ শতাংশ, স্ট্রেট টাইমস ২.১০ শতাংশ, হ্যাংসেং ১.৯২ শতাংশ, তাইওয়ান ওয়েটেড ৬.৬৪ শতাংশ, কসপি ৫.৫০ শতাংশ, সেট কম্পোজিট ১.৩৩ শতাংশ এবং সাংহাই কম্পোজিট ১.২৪ শতাংশ পতন দেখেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ততধিক খারাপ, যেখানে এস অ্যান্ড পি ৫০০ ৩.৭ শতাংশ এবং ন্যাসড্যাক ৫.২৮ শতাংশ পতন দেখেছে।

বৃহস্পতিবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানি অ্যানথ্রপিক আমেরিকার বাজারে লিস্টিং হয়েছে এবং প্রথম ঘণ্টাতেই তা ২ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট ক্যাপিটালে পৌঁছে যায়। একসময় তার লিস্টিং গেইন ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিগত শুক্রবার অবশ্য এই কোম্পানি ৮.৫ শতাংশ পতন দেখে। এদিন ইনটেল ৭.৭৫ শতাংশ, টেসলা ৭.৫২ শতাংশ, স্পেস এক্স ৭.৪৮ শতাংশ, অ্যামাজন ৩.৯ শতাংশ এবং এনভিডিয়া ১৪.০১ শতাংশ পতন দেখেছে। বিগত একমাসে এনভিডিয়ার শেয়ার ৪১.৭৩ শতাংশ কমে গেছে।

এফআইআই'রা লক্ষাধিক কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে বিদেশের বিভিন্ন দেশে এআই, সেমিকনডাক্টর ও চিপস কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করতে ছুটেছিল, তারাই এখন ভারতের বাজারে ফিরে আসছে।

কয়েক মাস ধরে এফআইআই'রা লক্ষাধিক কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে বিদেশের বিভিন্ন দেশে এআই, সেমিকনডাক্টর ও চিপস কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করতে ছুটেছিল, তারাই এখন ভারতের বাজারে ফিরে আসছে। বিগত শুক্রবার ভারতে এফআইআই'রা ক্যাশ মার্কেটে ১০,৩০৮.৪২ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে এবং গোটা নভেম্বর মাসে এখনও অবধি ১,১১,৯৪৯.১৪ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে, অর্থাৎ প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে নভেম্বরের প্রথম ২০ দিনে। বিগত দুই বছরে একমাসে এফআইআইরা কখনও এত টাকা একসঙ্গে বিনিয়োগ করেনি। অন্যদিকে, ডিআইআইরা বিগত ২৪ মাসে এই প্রথম নভেম্বর মাসে নেট বিক্রি করেছে এবং এখনও অবধি ৬১,৭৮৭.০৩ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। মজার কথা হল, একসময় প্রায় ১৬ শতাংশ পতন নিয়ে ট্রেড করা নিফটি এখন মাত্র ১.২৬ শতাংশ নীচে রয়েছে তার সর্বকালীন উচ্চতা থেকে। বিগত একমাসে ১২.৭২ শতাংশ ওপরে উঠেছে নিফটি।

যত দিন যাচ্ছে ডলার টাকার তুলনায় দুর্বল হয়ে চলেছে। বিগত শুক্রবার প্রতি ডলার ৯২.৬৫ টাকায় বন্ধ হয়। অন্যদিকে ডলার ইন্ডেক্স ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে ১০৩.৮৪-এ ট্রেড করছে। মনে রাখতে হবে, ডলার ইন্ডেক্স যত শক্তিশালী হবে ততই দুর্বল হবে সোনা, রুপো ও বিভিন্ন ধাতুর মতো কমোডিটি। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সোনা ও রুপোর দামে ধস নেমেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিগত একমাসে সোনার দাম ১৪.৬৪ শতাংশ এবং রুপো ২৮.৯৩ শতাংশ কমেছে। আমেরিকায় বন্ড ইল্ড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ছে এবং ধাতুগুলির ওপর চাপ বাড়ছে। ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির অবস্থাও বেশ খারাপ। বিগত সাতদিনে বিটকয়েন ১৩.৭ শতাংশ, ইথেরিয়াম ১৬ শতাংশ, বিএনবি ১৪.৬ শতাংশ, সোলানা ১১.৬ শতাংশ এবং জেড ক্যাশ ২০ শতাংশ পতন দেখে ফেলেছে।

অন্যদিকে, ক্রুড অয়েল ৮৩.১২ ডলার প্রতি ব্যারেল এবং ব্রেন্ট ক্রুড ৯২.৫৬ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করছে। বিগত একমাসে ব্রেন্টের দাম ১৪.৯৩ শতাংশ কমেছে, যা ভারতের অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারের জন্য দারুণ খবর। অর্থবছর ২০২৭-এ ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আইএমএফ ও মুডিজ উভয়েই ৭ শতাংশ অনুমান করেছে। অক্টোবরে ভারত ৮৯.৯৯ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড রপ্তানি করেছে। তেলের দাম কমা, রপ্তানি বৃদ্ধি ও বিদেশি বিনিয়োগ ফেরার মতো ইতিবাচক বিষয়গুলি এখন একসঙ্গে কাজ করছে।

শুক্রবার সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক, ওয়েলস্পান লিভিং, অ্যাপোলো হাসপাতাল ও অ্যাক্সিস ব্যাংকের মতো শেয়ার ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে। আর আইনক্স উইন্ড, কেইসি ইন্টারন্যাশনাল, পিআই ইন্ডাস্ট্রিজ ও অতুলের মতো কিছু কোম্পানি ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তরে নেমেছে। তবে এফআইআই বিনিয়োগের অধিকাংশই লার্জ ক্যাপ কোম্পানিতে ঢুকছে। যার ফলে স্মল ক্যাপ ও মিড ক্যাপে এখনও সেই উচ্ছ্বাস নেই। সোনার দাম কমায় জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি শেয়ারগুলিতে সংশোধন চলছে। সোমবার বাজারে কী হবে তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, কারণ বিশ্ববাজারের লাগাতার পতনের বিপরীতে ভারতের এই উত্থান নিয়মিতভাবেই চলবে এমনটি নাও হতে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা :
bodhi.khan@gmail.com



দামের পতনে সোনায় সোহাগা

সোনার দামে পতন যেন বিয়ের মরশুমে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে মধ্যবিত্তকে। সাধ্যের বাইরে থাকা গয়নায় এবার বাড়তি কিছু সোনা জুড়তে চাইছেন কেউ, কেউ আবার সাধের ব্রেসলেট বানানোর সাহস পাচ্ছেন। ক্রেতাদের এই বদলে যাওয়া চাহিদায় আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরাও। বাড়ছে প্রি-বুকিং, কাজের অপেক্ষায় থাকা কারিগরদের মনেও ফিরছে স্বস্তি।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শনিবার বেলার দিকে শিলিগুড়ির ক্ষুদিরামপল্লির গয়নার দোকানে এসেছিলেন আরতি হালদার। কিছুদিন পরেই মেয়ের বিয়ে। অর্ডারমাফিক গয়নার সেট তৈরি হয়েছে কি না, জানতে চাইলেন। উত্তরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী কার্তিক পাল।

এরপরেই সোনার দামের বোর্ডের দিকে চোখ যায় আরতির। উত্তেজিত হয়ে মহিলা বলেন, 'অর্ডার দেওয়ার সময় তো সাধ্যের বাইরে মূল্য ছিল। আজ দেখছি অনেকটা কম। জামাইয়ের জন্য তাড়াতাড়ি একটা সোনার ব্রেসলেট বানিয়ে দেওয়া যাবে দাদা? খুব ইচ্ছে ছিল।'

আরতির প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন কার্তিক।

শিফট টু সেবক রোড। একটি গয়নার শোরুমে মেয়ের হাতের বালা আরও মোটা করার আবদার নিয়ে হাজির বিশ্বজিৎ দাস। শোরুমের কর্মী তাঁকে বলেন, 'অনেকগুলো বিয়ের অর্ডার রয়েছে। আপনার মেয়ের হাতের বালা তো তৈরি হয়েই গিয়েছে।' কথা শেষ হওয়ার আগে বিশ্বজিতের পালটা যুক্তি, 'দ্যাখো, মাসদুয়েক আগে গয়নার অর্ডার দেওয়ার সময় অনেক বেশি দাম ছিল। এখন তাই আরও খানিকটা সোনা দিতে চাইছি।'

এটা এখন কার্যত 'ঘর ঘর কি কাহানি'।

হবে না-ই বা কেন। মাত্র পনেরোদিনের মধ্যে ১০ গ্রাম (২২ ক্যারাট) সোনার দামের ফারাক গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ হাজার টাকায়। শনিবার এ শহরে জিএসটি বাদে বাইশ ক্যারাট সোনার দাম ঘোরাফেরা করেছে ১ লাখ ১৪ হাজার ৬৫০ টাকা থেকে ১ লাখ ১৮ হাজার টাকার মধ্যে (দিনের বিভিন্ন সময় অনুযায়ী এবং স্থানীয় দোকান-শোরুমের মধ্যে মূল্যের হেরফের হয়েছে)। নয়দিন আগে এই দর ছিল ১ লাখ ৩১ হাজার ৬০০ টাকা থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে। পনেরোদিন আগে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৫০ টাকা থেকে ১ লাখ ৩৭ হাজারের মধ্যে দাম ছিল।

সোনার দামে এই পতন নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ক্ষুদিরামপল্লি স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির এক নম্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক হরিপদ দাসের মতে, 'দামের এমন তারতম্যে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। আমি আপাতত সোনার গয়নার বুকিং নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। প্রি-বুকিংগুলি আগে বানিয়ে ডেলিভারি দিচ্ছি।'

অন্যদিকে, একটি বহুল



পরিচিত গয়না প্রস্তুতাকারী সংস্থার মার্কেটিং ম্যানেজার ভাস্কর মণ্ডলকে আশাবাদী শোনাল। বললেন, 'বর্তমান ট্রেন্ড দেখে আশা রাখছি, গতবারের ওয়েডিং সিজনের তুলনায় এবার আমরা আরও ভালো ব্যবসা করতে পারব। ইতিমধ্যে প্রি-বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রায় কুড়ি শতাংশ গ্রোথ হয়েছে। অর্থাৎ, কিছুক্ষেত্রে গয়না আরও ভারী করা হচ্ছে এবং কিছুক্ষেত্রে বাড়তি অর্ডার যোগ হচ্ছে।'

দাম কমায় ক্রেতাদের চাহিদায় কতটা বদল এসেছে, তা জানতে কথা হচ্ছিল হিলকার্ট রোডের একটি বহু পুরোনো গয়নার দোকানের ডিরেক্টর প্রশান্তকুমার দাসের সঙ্গে। প্রশান্তর কথায়, 'আগে হয়তো সোনার আংটি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, এখন সেটা বদলে বালা গড়াতে চাইছেন অনেকে। আমরা প্রয়োজনমতো স্টক রেখে দিচ্ছি।'

কিন্তু কী কারণে হঠাৎ পতন? শনিবার একটি দোকানে মন্তাসার প্রি-বুকিং দেওয়ার ফাঁকে এই প্রশ্ন করেছিলেন শহরের তরুণী অনামিকা রায়। ব্যবসায়ী কার্তিক তাঁকে বোঝালেন, 'যুদ্ধের সময় সোনায় ইনভেস্ট, ডলারের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে দাম কমছে।' একইসঙ্গে তাঁর দাবি, 'আগামী কয়েকদিনে আরও কমতে পারে।'

কার্তিকের মতো আরও অনেকের কাছ থেকে দামে আরও পতনের বার্তা শুনে উচ্ছ্বসিত মধ্যবিত্তরা। বন্ধুর বিয়ের গয়না কিনতে হিলকার্ট রোডের একটি শোরুমে আসা শ্রেয়া রায়ের কথা, 'পরের সপ্তাহে দাম আরও কমলে আমিও আমার বিয়ের জন্য কিছু গয়না বানিয়ে নেব।'

লক্ষ্মীলাভের আশায় হাসি ফুটেছে কারিগরদের মুখেও। তাঁদেরই একজন বিধু রায় বললেন, 'শুনছি, মালিকদের কাছে এখন প্রায়দিন খোঁজখবর নিতে ফোন আসছে। এর থেকে ভালো তো আর কিছু হতে পারে না।'



ইসলামপুরের একটি চালের দোকান।

চাল-তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২১ নভেম্বর : 'এই তো কয়েকদিন আগে ১৭০০ টাকায় বস্তা দিলেন। সেই চালের বস্তা ১৯৫০ টাকা হয়ে গেল কী করে?', পেশায় ব্যবসায়ী দেবু চক্রবর্তী শনিবার ইসলামপুর শহরের এক বড় চাল বিক্রেতার দোকানে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। চাল বিক্রেতা সজল পাল তাঁকে অনেক কষ্টে বোঝানোর চেষ্টা করলেও দেবু এই অগ্নিমূল্যের দায় কার, সেই উত্তর খুঁজে না পেয়ে টোটোতে চালের বস্তা তুলে নিজের গন্তব্যে রওনা দেন।

চাল ছাড়াও সর্ষের তেল, চিনির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হুহু করে বাড়ছে। সজল জানালেন, বাসমতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানের চালের দাম বাড়ছে। বস্তাপ্রতি ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। মিনিকিট চালের দাম ঊর্ধ্বগামী। গত ১৫ দিনে চালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তেলের দাম। ফলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের হেঁশেলে হিমসিম পরিস্থিতি। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, আগামী কয়েকদিনে চাল ও সর্ষের তেলের দাম আরও বাড়বে।

বাসমতি চালের একটি কোম্পানির পদাধিকারী বললেন, 'গত মরশুমে যে বাসমতি ধানের সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল ৩২০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। সেই চালের দাম এবার ৫২০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল হয়েছে।' কিন্তু কেন মূল্যবৃদ্ধি? তাঁর যুক্তি, 'ধানের ফলন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কম হওয়ায় অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে।'

কিছুদিন আগেও সর্ষের তেলের দাম ১৯০-১৯৫ টাকা প্রতি লিটারের মধ্যে ছিল বলে এক বিক্রেতা জানালেন। সেই তেলের এখন বাজারমূল্য ২১৫-২২৫ টাকা প্রতি লিটার হয়েছে। ইসলামপুরের খুচরো মুদিখানা ব্যবসায়ী সুধাংশু আইচ বলেন, 'থোক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সর্ষের তেলের এক লিটারের প্যাকেট ২২০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। ফলে ক্রেতার হাতে পৌঁছাতে তা ২২৫ টাকায় পৌঁছে যাচ্ছে।'

চাল ও সর্ষের তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় হোটেলে খাবারের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।হোটেল ব্যবসায়ী রিপন শীল বলেন, 'চাল ও তেলের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে আমরাও খাবারের প্লেটের দাম বাড়াতে বাধ্য হব।

> **চাল ও সর্ষের তেলের দাম আকাশছোঁয়া। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। চাহিদা অনুসারে উৎপাদন কম হওয়াই এই সমস্যার মূল কারণ। তা ছাড়া আমদানি-রপ্তানি অনুপাত মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।**
>
> **সুদেব নন্দী**
> সম্পাদক, ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

যার প্রভাব সকলের উপর পড়বে।' অগ্নিমূল্যের বাজারে পিছিয়ে নেই চিনি। গৃহবধূ মৌমিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সব জিনিসের দাম বাড়ছে। চিনির দাম একলাফে প্রতি কেজি ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৭০ টাকা হয়েছিল। এখন ৬০-৬৫ টাকা হয়েছে। অথচ উপার্জন তো বাড়েনি। জানি না ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে।' নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদেব নন্দী বললেন, 'চাল ও সর্ষের তেলের দাম আকাশছোঁয়া। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আসলে চাহিদা অনুসারে উৎপাদন কম হওয়াই এই সমস্যার মূল কারণ। চিনির মূল্যবৃদ্ধির পিছনেও একই সমস্যা কাজ করেছে। তা ছাড়া আমদানি-রপ্তানি অনুপাত মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।'



খালপাড়া ফাঁড়ির উলটো পাশের গলিতে একটি পরিত্যক্ত গাড়িতে আগুন। শিলিগুড়িতে শনিবার।

পরিত্যক্ত গাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শনিবার বিকেলে খালপাড়া ফাঁড়ির উলটো পাশের গলিতে একটি পরিত্যক্ত গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে গাড়িটি ওখানে পড়েছিল। এদিন হঠাৎ গাড়িটি থেকে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশের অনুমান, পরিত্যক্ত গাড়িটির পাশে থাকা আবর্জনা থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সেরা নেতাজি হাইস্কুল

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ডিভিশন স্তরের যুব সংসদ কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেল শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। শনিবার মালবাজার পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ে ডিভিশন স্তরের এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।যেখানে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির দুই ছাত্র হরিশ বর্মন এবং রাজু দাস অংশ নিয়েছিল। সেখানে প্রথম হয়ে জানুয়ারিতে কলকাতায় রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এবার প্রস্তুতি নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে হরিশ ও রাজু।

এদিনের প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি স্কুল অংশগ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে ২২৫ পয়েন্ট পেয়ে সেরা হয়েছে নেতাজি হাইস্কুলের ছাত্ররা। ২১৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল এবং ১৭৫ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয়েছে ময়নাগুড়ি হাইস্কুল।

মদ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কানপুর সেন্ট্রাল ট্রেন থেকে প্রায় ২৫০ বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার হয়। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এনজেপি জিআরপি ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর যৌথ অভিযানে ওই মদ উদ্ধার হয়। ওই মদ কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খুচরো নিয়ে বিবাদে ক্রেতাকে মার

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : খুচরো ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা। তা থেকেই হাতাহাতি। এক ক্রেতাকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক ডেলিভারি বয়। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ির



নিবেদিতা রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ধৃতের নাম সঞ্জয় রায়।

তাঁর বাড়ি ফালাকাটায়। কাজের সূত্রে ইসকন মন্দির এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিবেদিতা রোডের বাসিন্দা রমিত পাল সিং একটি নামী ডেলিভারি সংস্থার মাধ্যমে কিছু সামগ্রী অর্ডার করেছিলেন।

শুক্রবার রাতে সেই সামগ্রী পৌঁছে দিতে যান সঞ্জয়। অর্ডারের দাম ছিল ৭০০ টাকা। রমিত হাজার টাকার নোট দিলে ৩০০ টাকা খুচরো ফেরত চাওয়া নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, সঞ্জয় তাঁকে মারধর করে এলাকা থেকে পালিয়ে যান। এরপর রমিত প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে রাতেই সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ডিপিএস শিলিগুড়িতে দু'দিনের শিক্ষামেলা



শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দিল্লি পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির যৌথ উদ্যোগে ২০ এবং ২১ নভেম্বর ডিপিএস শিলিগুড়ি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল দু'দিনের শিক্ষামেলা 'এডু ফিয়েস্তা ৩.০'। উচ্চশিক্ষা ও কেরিয়ারের দিশা দেখাতে এই আসরে যোগ দেয় দেশ-বিদেশের ৫৪টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়। পরিচালনা সমিতি ও প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে মেলার সূচনা হয়।

ভারতের ভিআইটি, ক্রাইস্ট, নিফট কলকাতা, অ্যামিটি, এসআরএম ও ওপি জিন্দালের পাশাপাশি ব্রিটেনের ছয়টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার উসং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ছিল জাপান ও জার্মানির কাউন্সেলিং, ভিসা ও আর্থিক পরামর্শ এবং ভারতীয় সেনার ১৬ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র তরফে বিশেষ অধিবেশন। এক ছাদের নীচে এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন দুই স্কুলের অভিভাবক ও পড়ুয়ারা।

কংক্রিটের ভিড়ে স্বস্তি একলা বারান্দায়



শহরের ব্যস্ততা, কাজের চাপ আর সংসারের দায়িত্বের ভিড়ে নিজের জন্য একটু সময় খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেই অবসরে অনেকের কাছেই বারান্দা হয়ে উঠছে একান্ত আশ্রয়, স্বস্তি ও ভালো থাকার ব্যক্তিগত ঠিকানা।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি,২১ নভেম্বর : বাইরে ছুটছে শহর। ঘরের ভিতরে হাজারো ব্যস্ততা। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে নানা চিন্তা। কাঁধে জমছে দায়িত্বের বোঝা। এই সবকিছুর মাঝেই একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা কোথায়? অনেকের কাছেই সেই উত্তর বাড়ির বারান্দা কিংবা ব্যালকনি। চার দেওয়ালের সংসার আর বাইরের ব্যস্ত পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই ছোট্ট পরিসরটুকুই হয়ে উঠছে একান্ত নিজের। বারান্দার খোলা হাওয়া, দূরের আকাশ কিংবা চোখের সামনে দেখা চেনা রাস্তার দৃশ্য, সব মিলিয়ে যেন মনকে কিছুটা শান্ত করে দেয়। এক কাপ কফি, পছন্দের বই কিংবা প্রিয় গান। কখনও আবার কোনও কিছু না করেই চুপচাপ বসে থাকা। দিনের ব্যস্ততা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার এই ছোট্ট অবসরটুকুই অনেকের কাছে



অমূল্য। তাই বাড়ির বারান্দা বা ব্যালকনি শুধু স্থাপত্যের একটি অংশ নয়, হয়ে উঠছে ব্যক্তিগত স্বস্তির ঠিকানা।

ক্লান্তি ভুলে থাকা

বেসরকারি সংস্থার কর্মী পায়েল সেনগুপ্তর সারাটা দিন কাটে ল্যাপটপ আর ফাইলের সঙ্গে লড়াই করে। কাজের চাপ সামলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কফির কাপ হাতে বারান্দার চেয়ারে বসেন তিনি। তাতেই যেন অনেকটা কমে যায় সারাদিনের ক্লান্তি। স্বামী বাড়িতে থাকলে তাঁকেও ডেকে নেন নিজের কফি-আড্ডায়। চলে সারাদিনের জমে থাকা গল্প। তারপর আবার শুরু হয় পরের দিনের প্রস্তুতি।

পায়েলের কথায়, শুধু সন্ধ্যায় নয়, সময় পেলেই বারান্দায় নিজের মতো করে সময় কাটান তিনি। কখনও গান শোনেন, কখনও আবার কিছু না করেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দেন। ব্যস্ত জীবনের মাঝে এই অবসরটুকুই তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি।

নিজের জন্য

গৃহবধূ রিম্পা চৌধুরীরও মাঝেমধ্যে প্রয়োজন হয় একান্ত নিজের কিছু সময়ের। সারাদিনের সংসারের কাজ সামলেও নিজেকে সময় দেওয়া যে জরুরি, তা ভালোই বোঝেন তিনি। তবে ঘরের ভিতরে পরিবারের সকলের সঙ্গে থাকতে থাকতে সেই ব্যক্তিগত সময়টুকু পাওয়া কঠিন। তাই দুপুর হোক কিংবা বিকেল, নিজের ঘরের বাইরে ব্যালকনিটাই তাঁর কাছে অনেকটা মুক্তির জায়গা। সেখানে দাঁড়ালেই মনের অনেক জট যেন খুলে যায়। রিম্পার কথায়, 'ওই সময়টায় ঘরের ভিতর থেকে ডাকাডাকি করলে খুব রাগ হয়। ওই সময়টুকু আমার ব্যক্তিগত। আমি নিজেই ভাবি, ফ্ল্যাট সংস্কৃতিতে এই ব্যালকনিটা যদি না থাকত, তা হলে হয়তো নিজের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগটাই পেতাম না।'

চাপ কাটাতে

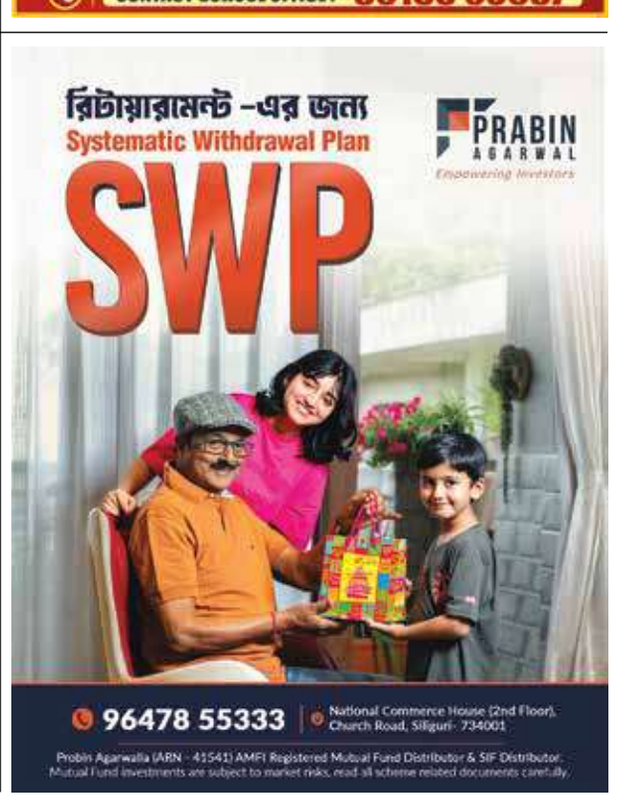
গ্রাফিক্স ডিজাইনার রোহিত ছেত্রী পাহাড়ের বাসিন্দা হলেও গত চার বছর ধরে শিলিগুড়িতে ভাড়া থাকছেন। ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার আগে তাঁর অন্যতম খোঁজ ছিল, সেখানে ব্যালকনি রয়েছে কি না। কারণ, বাড়ি থেকে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে হয় তাঁকে। কাজের চাপ বাড়লে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই যেন কাটে তাঁর ব্রেন ফগ বা মানসিক ক্লান্তি। রোহিতের কথায়, 'আমার বাড়িতেই বড় বারান্দা রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই বারান্দার সঙ্গে সম্পর্কটা গভীর। এখনও যখন কাজের চাপ থেকে একটু স্বস্তি পেতে বা নিজের মতো সময় কাটাতে চাই, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কানে হেডফোন গুঁজে লো-ফাই মিউজিক চালিয়ে গ্রিলের পাশে দাঁড়াই। দেখি আকাশ, রাস্তা আর চলাচল করা মানুষদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন চনমনে হয়ে ওঠে। মনখারাপ থাকলে সেটাও কেটে যায়।'

বই আর, গান

হাকিমপাড়ার সুলেখা দত্তের কাছেও নিজের বাড়ির বারান্দাই সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার অভ্যাস তাঁর। এখনও মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে দিয়ে বইয়ের পাতায় ডুবে থাকেন। বই পড়া হোক কিংবা গান শোনা, সবকিছুর জন্যই তাঁর প্রথম পছন্দ বারান্দা। সুলেখার কথায়, বারান্দায় একটি চেয়ারে তিনি বসেন। অন্য চেয়ারে থাকে পছন্দের বই আর ছোট্ট একটি ডিজিটাল মিউজিক প্লেয়ার। কখনও ইচ্ছে হলে গান শোনেন, কখনও বই পড়েন। আবার কখনও নিজের মনেই গান গেয়ে ওঠেন। নিজের মতো করে সময় কাটানোর এই অভ্যাসই তাঁর বারান্দার সঙ্গে সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে।

জীবন যতই দ্রুতগতির হোক, দিনের শেষে একটু থামতে ইচ্ছে করে সকলেরই। কারও কাছে সেই থামার জায়গা এক কাপ কফি, কারও কাছে বইয়ের পাতা, আবার কারও কাছে হেডফোনে ভেসে আসা সুর। বাড়ির ছোট্ট বারান্দাটুকুতে দাঁড়িয়ে বাইরের পৃথিবীকে দেখতে দেখতে নিজের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো, এই জাদুর বিকল্প যেন আর কোথাও নেই।







রাসমেলা শুরুর আগে টমটম গাড়ি নিয়ে হাজির। শনিবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

তরুণীর রহস্যমৃত্যুতে গ্রেপ্তার মা দীপশিখা

প্রথম পাতার পর

ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।

এদিন দীপশিখার সঙ্গেই তাঁর বান্ধবী পলাশি দাসকে এক গাড়িতে বসিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। দীপশিখা কিছু না বলতে চাইলেও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন পলাশি। তিনি বলেছেন, 'আমার আগেও যে কথা ছিল। এখনও সে কথা রয়েছে। আমি ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ নিজের বাড়িতে ছোট ছেলেকে পড়াতে বসেছিলাম।'

ডাবগ্রামে দীপশিখাদের বেশ কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা মধুর ছিল না। তাঁদের অভিযোগ, স্বামী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন মাঝেমধ্যে। সেই নিয়ে দীপশিখার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই ঝামেলা হত। নিজের দাদার সঙ্গে নানা কারণে খুব বেশি কথা বলতেন না তানিশা।

তরুণীর মৃত্যুতে রহস্য উদ্‌ঘাটনে এই মুহূর্তে বহু প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। তাই দীপশিখা ও পলাশিকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা নিয়েছে পুলিশ। সরকারপক্ষের আইনজীবী মানিক সাহার বক্তব্য, 'তানিশা ঘোষের মৃত্যুর ঘটনায় দুজনকেই তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রয়োজনমাফিক আবারও পুলিশ হেপাজতের জন্য আবেদন জানানো হবে।'

বিদেশি অস্ত্রের জাল

প্রথম পাতার পর

অস্ত্রের বাজারে একসময় থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের পর উদ্বৃত্ত অস্ত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কালোবাজারে ছড়িয়ে পড়ে। থাইল্যান্ডের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে সেই অস্ত্র উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের হাতে পৌঁছাত। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে কম্বোডিয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়ায় সেই বাজারে সরবরাহ কমে যায়। তখন থেকেই তৈরি হওয়া শূন্যস্থান পূরণ করছে চিনে তৈরি অস্ত্র।

২০০৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর কাছে দশটি ট্রাক থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় দু'হাজার স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। তার মধ্যে ছিল ১,২৯০টি চিনা টাইপ-৫৬ ও টাইপ-৫৬-২ রাইফেল, ১৫০টি রকেট লঞ্চার, ২৫ হাজার গ্রেনেড এবং ১৮ লক্ষ রাউন্ড গুলি। অস্ত্রগুলি দুই জঙ্গি সংগঠন আলফা ও এনএসসিএন (আইএম)-এর জন্য আনা হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। গবেষণায় বলা হয়েছে, অস্ত্রগুলি হংকং থেকে এসেছিল। একই কায়দায় এখনও দেদার অস্ত্র পাচার চলছে।

চিনের অস্ত্রের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের জঙ্গি সংগঠনগুলির যোগাযোগ যে শুধু চোরাকারবারিদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল, তা নয়। এনএসসিএন (আইএম)-এর অস্ত্র সংগ্রাহক অ্যান্থনি শিমরে-কে নিয়ে এনআইএ'র তদন্তের উল্লেখ করেছেন পুষ্পিতা। ২০০৭ সালে সংগঠনের ভিতরে ভাঙনের পর প্রায় এক হাজার আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ব্যাংককের এক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে চিনের একটি সংস্থার প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়। এনআইএ'র তদন্তে ওই সংস্থার সঙ্গে চিনের অন্য একটি সংস্থার যোগাযোগ খতিয়ে দেখা হয়েছিল। প্রস্তাবিত অস্ত্র কেনার জন্য একাধিক কিস্তিতে বিপুল অর্থ লেনদেনের তথ্যও তদন্তে উঠে আসে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বলছেন, সেই অস্ত্র কারবারিরা এখনও সক্রিয়। চিন থেকে মায়ানমার হয়ে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান চার দেশেই অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।

গবেষক বলেছেন, এনএসসিএন (আইএম) ও আলফার মতো সংগঠনগুলি শুধু নিজেদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করত না, তাদের আন্তঃদেশীয় যোগাযোগের মাধ্যমে অন্য সংগঠনগুলির কাছেও অস্ত্র পৌঁছে দিত। এনডিএফবি, ত্রিপুরার এনএলএফটি এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সের মতো সংগঠনের সঙ্গে এই সরবরাহ ব্যবস্থার যোগাযোগের কথা অবশ্য বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সির মূল্যায়নেও উঠে এসেছে। এই নেটওয়ার্কে মায়ানমারের কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি, কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মির ভূমিকার কথাও গবেষণায় রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এই ইতিহাসের যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে পুষ্পিতা মিজোরামের লংতলাই জেলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মায়ানমারের অস্থিরতা এবং সীমান্তের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জেলাটি অস্ত্র পাচারের উল্লেখযোগ্য করিডর হয়ে উঠেছে। মণিপুরে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের বৈচিত্র্যও গবেষণায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে। চিনের একে-৫৬, আমেরিকার এম৪, এম১৬ ও এআর-১৫, জার্মানির হেকলার অ্যান্ড কোখ, মায়ানমারের এমএ১ এমকে-৩ এবং ব্রিটেনের এমকে-৫, বিভিন্ন দেশের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি অস্ত্রের সঙ্গে মায়ানমারের সশস্ত্র সংগঠনগুলির ব্যবহৃত অস্ত্রের মিলও পাওয়া গিয়েছে। পুষ্পিতার গবেষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, অস্ত্র পাচারের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে অস্ত্র তৈরির ঘটনাও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। উত্তর-পূর্বে বিদেশি অস্ত্রের এই ছায়া কতটা বিস্তৃত, তা এখন গোয়েন্দাদের বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(চলবে)

২৪ ঘণ্টার 'ডিভোর্স কোর্ট'-এর প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির

সম্পর্ক ভাঙার বিচারও করবে এআই!



জবলপুর, ২১ নভেম্বর : এক ছাদের নীচে থাকার সিদ্ধান্ত পূর্ণতা পেতে লাগে সাতপাক। কিন্তু এক ছাদ ছেড়ে আলাদা হওয়ার আইনি স্বীকৃতি পেতে কখনও কেটে যায় কয়েক বছর। সম্পর্কের ইতি টানতে দুজনেই রাজি, তবু আদালতের তারিখের অপেক্ষা। বদলে যাওয়া সমাজে এই দীর্ঘ অপেক্ষার দিন কি এবার ফুরোতে চলেছে? অন্তত তেমনই এক ভাবনার দরজা খুলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ২৪ ঘণ্টার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পরিচালিত আদালত তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। সপ্তাহের সাতদিন, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা চলবে সেই আদালত। মানুষের বদলে রুটিন আইনি প্রক্রিয়া সামলাবে প্রযুক্তি।

প্রস্তাবটি নিছক বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ভাবনা নয়। এর পিছনে রয়েছে বদলে যাওয়া ভারতের সামাজিক বাস্তবতাও। একটা সময় ছিল, দাম্পত্যে অশান্তি থাকলেও বিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে আনার সাহস পেতেন না বহু দম্পতি। বিশেষ করে মহিলাদের কাছে বিবাহবিচ্ছেদ মানে ছিল সামাজিক চাপ, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া। পরিবারের সম্মান রক্ষার তাগিদে অসুখী দাম্পত্য টেনে নিয়ে যাওয়াই ছিল অনেকের কাছে একমাত্র পথ। কিন্তু শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতনতা সেই ছবিতে পরিবর্তন এনেছে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি সম্মানের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার অধিকারও এখন আলোচনায়।

ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের হার এখনও আন্তর্জাতিক নিরিখে তুলনামূলকভাবে কম। তবে বিচ্ছেদ নিয়ে সামাজিক সংকোচ আগের মতো নেই। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দম্পতিদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, পেশাগত ব্যস্ততা, জীবনযাপনের ধরন এবং প্রত্যাশার সংঘাতও দাম্পত্যের সমীকরণ বদলাচ্ছে। ফলে পারস্পরিক সম্মতিতে বিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে সামনে আসছে।

এই প্রেক্ষাপটেই জবলপুরে ধর্মশাস্ত্র ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির আয়োজিত জাস্ট টেক ন্যাশনাল কনক্লেভে বিচারপতি বাগচীর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কথায়, যে মামলাগুলিতে জটিল বিচারিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, সেগুলির জন্য বিচারকদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। দেশের আদালতগুলিতে পাঁচ কোটিরও বেশি মামলা জমে রয়েছে। বর্তমান পরিকাঠামো ও বিচারকের সংখ্যা দিয়ে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা কঠিন। তাই রুটিন কাজগুলি এআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি।

শুধু বিবাহবিচ্ছেদ নয়, চেক বাউন্স, জমি অধিগ্রহণ এবং বাণিজ্যিক অর্থ পুনরুদ্ধারের মামলাতেও এআইয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রায়ের পূর্বাভাস তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন বিচারপতি। দ্রুত শুনানির আবেদন, হলফনামা জমা এবং শুনানির প্রস্তুতির মতো কাজও প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালনার কথা বলেছেন তিনি।

তবে সব বিচারের ভার যন্ত্রের হাতে দিতে নারাজ বিচারপতি বাগচী। সংবিধান সংক্রান্ত মামলায় মানুষের বিচারবুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকল্প এআই হতে পারে না বলে স্পষ্ট করেছেন তিনি। কেশবানন্দ ভারতী এবং মানেকা গান্ধির মতো ঐতিহাসিক মামলার উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, বিচার প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকা অক্ষুণ্ণ থাকতেই হবে।

অর্থাৎ, সম্পর্কের ইতি টানার প্রশাসনিক পথ হয়তো একদিন খুলে দেবে যন্ত্র। কিন্তু সেই সম্পর্কের ভাঙনের পিছনে থাকা অভিমান, অসম্মতি, নির্যাতন কিংবা সন্তানের ভবিষ্যতের মতো মানবিক প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে মানুষেরই প্রয়োজন হবে। প্রযুক্তি বিচারকে দ্রুত করতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারের মানবিক মুখটি ধরে রাখার দায়িত্ব শেষপর্যন্ত মানুষেরই।

বাসে মায়াপুর, আজ সূচনা

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : বাসে করে শিলিগুড়ি থেকে মায়াপুর যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাস্ট্রীয় পরিবহন নিগম (এনবিএসটিসি)। রবিবার শিলিগুড়ি ইসকন থেকে এই পরিষেবার সূচনা করবেন রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। প্রতিদিন এই বাস পরিষেবা মিলবে বলে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস জানিয়েছেন।

এদিন নামকৃষ্ণ বলেন, 'প্রতিবছর শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর মানুষ মায়াপুর যান। এবার সরাসরি বাসে মায়াপুরে যেতে পেরে তাঁদের অনেক সুবিধা হবে।'

দূষণে জেরবার জীবন

প্রথম পাতার পর

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, কালো মাস্ক পরে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোন ঘাঁটছেন। মাস্ক পরার কারণ জানতে চাইতেই সন্তোষ গন্ধদানবের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন, 'দুর্গন্ধে টেকা যায় না। সেই কারণে মাস্ক পরে থাকতে হয়। গোটা নদী বর্তমানে নালায় পরিণত হয়েছে। গত বছর নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে পরিষ্কার করার পর দুর্গন্ধ আর মশামাছির উৎপাত কিছুটা কমেছিল। কিন্তু এবছর নদী পরিষ্কার না হওয়ায় খুব কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।'

বর্ষার সময় জোড়াপানি নদী দিয়ে প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ভেসে আসে। সেগুলির অনেকটাই নদীর মধ্যে থেকে যায়। তার ওপর বিভিন্ন বাড়ির নর্দমার জল মিশছে নদীর জলে। ফলে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। ঘোগোমালির এক ব্যবসায়ীর দোকান নদী লাগোয়া এলাকায়। তাঁর অভিযোগ, 'দিনেরবেলায় যেটুকু দোকানদারি হয়, সেটাই ভরসা। কেননা, বিকেলের পর থেকে যেভাবে মশার উৎপাত শুরু হয়, তাতে দোকানদারি করা কঠিন হয়ে পড়ে। শুনেছিলাম, প্রত্যেক বছর এই নদী পরিষ্কার করা হবে। কিন্তু এই বছর নদী আর পরিষ্কার হল না।'

নদীর দূষণ এখন বাসিন্দাদের ঘরের ভিতরেও ঢুকে পড়েছে। শুধু দুর্গন্ধ নয়, মশার উপদ্রবে সন্ধ্যার পর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হচ্ছে। দোকানপাট চালানো থেকে শুরু করে বাড়িতে খাওয়াদাওয়া, সব ক্ষেত্রেই ভোগান্তি বাড়ছে। বাসিন্দাদের দাবি, শুধু একবার নদী পরিষ্কার করলেই হবে না। নিয়মিত সংস্কার এবং বর্জ্য ফেলা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্যার বিষয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের আশ্বাস, 'পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।'

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে জোর

পর্যটনে জোট বাঁধছে বাংলা-সিকিম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : পর্যটনের মানচিত্রে এবার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে একসঙ্গে তুলে ধরতে উদ্যোগী পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পর্যটক টানতে আগামী জানুয়ারিতে কলকাতায় 'লুক ইস্ট' সামিটের আয়োজন করছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর। সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, পর্যটনমন্ত্রী ও আমলাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। শনিবার এ কথা জানান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এদিন সিকিমে গিয়ে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পর্যটনমন্ত্রীকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রাথমিক আমন্ত্রণও জানিয়েছেন তিনি।

শংকরের বক্তব্য, 'দেশ বিদেশের পর্যটকরা যাতে আরও বেশি পরিমাণে উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বেড়াতে আসেন সেই জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। উত্তরপূর্বের প্রতিটি রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক রেখে চলা নিয়েও ওই সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

শনিবার গ্যাংটকের রিজ পার্কে শুরু হয়েছে সিকিম ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার। সিকিম সরকারের আমন্ত্রণে পর্যটন দপ্তরের সচিব বরুণ রায়কে সঙ্গে নিয়ে মেলায় যোগ দেন শংকর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে), পর্যটনমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রী ও আমলারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী শংকরকে নিয়ে তাঁর বাসভবনে যান। সেখানে দুপুরের আহার সারেন পর্যটনমন্ত্রী। এই ফাঁকে



- আগামী জানুয়ারিতে কলকাতায় 'লুক ইস্ট' সামিট
- সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ
- কালিম্পংয়ে অর্কিড পার্ক তৈরির পরিকল্পনা

দুই রাজ্যের পর্যটনশিল্পের প্রসার ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুই রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও মতবিনিময় হয়। সূত্রের খবর, বিগত সরকারের আমলে সিকিমকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে সমস্যায় পড়তে হয়েছে, সেই বিষয়টিও তুলে ধরেন গোলে।

এদিন শংকর বলেন, 'আমাদের সরকারের আমলে সিকিমের বেশ কিছু প্রকল্পের সফল রূপায়ণ হয়েছে। এই জন্য সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিনের আলোচনায় দুই রাজ্যের পর্যটকবাহী যানবাহন চলাচল নিয়েও কথা ওঠে। দুই রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী, তিন হাজার করে মোট ছয় হাজার পর্যটকবাহী গাড়ি চলাচল করার কথা রয়েছে।' গোলে আশ্বাস দিয়েছেন, দুই রাজ্যের গাড়িই যাতে বিনা বাধায় সর্বত্র চলাচল করতে পারে, তা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন শংকর।

শংকরের বক্তব্য, 'দুই রাজ্য যাতে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা হবে।' সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ শংকর বলেন, ''আমরা 'লুক ইস্ট' সম্মেলন করছি। এই সম্মেলন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পূর্ব এবং চউত্তরপূর্ব ভারতের সব রাজ্যে পর্যটক টানাই লক্ষ্য।'' এদিন গ্যাংটকের অর্কিড বাগানও ঘুরে দেখেন তিনি। শংকর বলেন, 'ভীষণ সুন্দর অর্কিড বাগান করা হয়েছে। আমরাও কালিম্পংয়ে একটি অর্কিড পার্ক তৈরি করব।'



সদ্যোজাত ছানাদের নিয়ে বাসায় রঙিন সারস। শনিবার কানপুর জুলজিকাল পার্কে।

মোদির তোপ বাম ও কংগ্রেসকে

প্রথম পাতার পর

পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন তিনি। কিন্তু জরুরি অবস্থার ঘোষণায় ইন্দিরার সেই কর্মসূচির সাফল্য অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায়। জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে বিজেপি এখনও সেই জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ ব্যবহার করে। এদিন নাম না করে ইন্দিরার 'গরিবি হটাও' কর্মসূচিকেই নিশানা করেন মোদি। তাঁর বক্তব্য, পাঁচ দশক আগে দারিদ্র্যকেই দেশের প্রধান সমস্যা বলে মনে করা হত। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বদলানোর সাহসও কেউ দেখাননি।

এরপর নিজের সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। শৌচালয় নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর লালকেল্লা থেকে শৌচালয় নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তখন অনেক হেসেছিলেন এই বলে যে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী শৌচালয়ের কথা ঘোষণা করছেন। আসলে তাঁরা বোঝেননি যে গরিব মানুষের জন্য শৌচালয় কতটা জরুরি।' তাঁর দাবি, ১২ বছরে দেশের ৫০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনতে পেরেছে তাঁর সরকার। এই সাফল্য শুধু দারিদ্র্য দূরীকরণ নয়, দরিদ্রদের শক্তিশালী করার পদক্ষেপ বলেও দাবি করেন তিনি।

তবে বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী মোদি জমানার শুরুতে দেশের চরমতম গরিব মানুষের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও পৃথিবীর ১০৯টি গরিব দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৬ নম্বরে। বিশ্বব্যাংকের এই তথ্যের সঙ্গে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সংগতিপূর্ণ নয় বলে সমালোচনা করেছেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন থেকে শুরু করে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে কলাইকুণ্ডা থেকে হেলিকপ্টারে আসতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। শেষপর্যন্ত সড়কপথে খড়্গপুরে পৌঁছান তিনি। ফলে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান মোদি। ভাষণের শুরুতেই দেরির জন্য ক্ষমা চান তিনি। এবার খড়্গপুর আইআইটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি চিকিৎসাশিক্ষার পঠনপাঠনও চালু হয়েছে। ভাষণের আগে সেই পাঠক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন। কথা বলেন আইআইটির ৭৫ জন পড়ুয়ার সঙ্গে। পরে পড়ুয়াদের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা তৈরির পরামর্শ দেন তিনি। নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'আমার মন্ত্র হল ব্রেক দ্য রুল, ব্রেক দ্য লিমিট। চ্যালেঞ্জকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারলে আমার শান্তি নেই।'

পশ্চিমবঙ্গের অতীত ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লড়াইয়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মাটি এমন মাটি যা চিরকাল নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সর্বদা নিজের দেশকে বিশ্বের দরবারে উঁচুতে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা আজকের আত্মনির্ভরতা। এই দীর্ঘ সফরই বিকশিত ভারতের আসল শক্তি।' ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'আইআইটি খড়্গপুর বহু পরিবর্তনের সাক্ষী। ৭৫ বছরে গোরুর গাড়ি থেকে বুলেট ট্রেনে পৌঁছে গিয়েছে ভারত।' প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইআইটি পড়ুয়ারা আধুনিক দেশ গড়ার কাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন।' আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, 'আগামীদিনেও এই প্রতিষ্ঠান আত্মনির্ভর ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সমস্ত সীমা অতিক্রম করবে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি খড়্গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী, রাজ্যপাল আরএন রবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। আইআইটি'র প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে ৭৫ টাকার একটি বিশেষ স্মারক মুদ্রার আনুষ্ঠানিক উন্মোচনও করেন প্রধানমন্ত্রী।

ঢাকায় নামল বিজিবি

প্রথম পাতার পর

দমকল আধিকারিক হুমায়ুন কবীর জানান, রাস্তা অবরোধের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে তাঁদের দেরি হয়। রাত ৮টায় গ্রামে পৌঁছে তাঁরা ২০ থেকে ৩০টি বাড়িতে আগুন দেখতে পান। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসী মুক্তা খানমের অভিযোগ, 'প্রায় ৪০০ লোক এসে ভাঙচুর করে সব গাড়ি ভরে নিয়ে গিয়েছে।' আতঙ্কে বহু পরিবার এলাকা ছেড়েছে।

এই ঘটনার পর এক্স হ্যান্ডেলে হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় দাবি করেন, কালিয়ায় প্রায় ২০০টি বাড়ি লুটপাট ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর নেপথ্যে বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভির উসকানিমূলক মন্তব্য রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। যদিও কালিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক স ম ওয়াহিদুজ্জামান অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, নড়াইল জেলা পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেন্দারচরে কোনও হিন্দু বসতি নেই। সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলার প্রচার মিথ্যা এবং এআই-নির্মিত ভিডিও ছড়িয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

শুক্রবার যশোরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি অশান্তির দায় শেখ হাসিনার ওপর চাপিয়ে বলেন, 'দেশের বাইরে থেকে এই অশান্তিতে মদত দেওয়া হচ্ছে। কারণ, শেখ হাসিনার লাশ দরকার, তিনি একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চান।' প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'একটি গোষ্ঠী দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এই সন্ত্রাসী ও অগ্নিসংযোগকারীদের পরিষ্কার বার্তা দিতে চাই।'

রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত সাভার ও আশুলিয়া। শনিবার সেখানে অন্তত ৫০টি কারখানা বন্ধ ছিল। আশুলিয়ার কাঠগড়ায় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। গত কয়েকদিনে চট্টগ্রাম ও গোপালগঞ্জ সহ ৩২টি জেলায় হিংসার খবর সামনে এসেছে। চট্টগ্রামে প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের পৈতৃক বাড়ির অব্যবহৃত অংশে আগুন লাগে। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানাতেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যেই নিবাসিত হাসিনা দেশে ফেরার জন্য পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করলেও সরকার তা খারিজ করেছে এবং আইনি পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে।

চার দশক পর বিশ্বমঞ্চে মালদার রূপা

প্রথম পাতার পর

ভিডিও গেমের সংগীততালিকায় জায়গা করে নেবে, তা কল্পনাও করিনি। আর সবথেকে বড় কথা, এ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাও গানটা পছন্দ করছে। এ নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি।'

রূপার আসল নাম শুক্লা সেন বিশ্বাস। ১৯৫৫ সালে মালদা শহরে জন্ম। সংগীতের প্রতি টান তৈরি হয়েছিল একেবারে ছোটবেলায়। মায়ের গুনগুন করে গান গাওয়ার সঙ্গে সুর মেলাতে মেলাতেই শুরু হয়েছিল তাঁর সংগীতযাত্রা। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে মালদা ছেড়ে বহরমপুরে আসা। সেখানে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন শচীন চাকির কাছে। পরে কলকাতায় গিয়ে শুরু হয় সংগীতের আরও বিস্তৃত পাঠ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি তালিম নিয়েছেন প্রবাদপ্রতিম সুরকার সুধীন দাশগুপ্তের কাছেও। ছোটবেলা থেকেই রেডিও ছিল তাঁর অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। আকাশবাণীতে গান গাওয়ার স্বপ্নও ছিল। প্রথমদিকে অডিশনে সাফল্য না এলেও হাল ছাড়েননি শুক্লা। এক বন্ধুর পরামর্শে 'রূপা' নাম নিয়ে ফের অডিশনে বসেন। সেই নামেই পরবর্তী সময়ে পরিচিতি পান। তাঁর কথায়, 'আমি তো এখন ভুলেই গেছি যে আমার নাম শুক্লা। কেউ ওই নামে ডাকলে বোধহয় ফিরেও তাকাব না।'

তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ১৯৮১ সাল। পরিবারের সঙ্গে কানাডার ক্যালগারিতে দাদা তিলককুমার বিশ্বাসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন রূপা। সেখানে প্রথমে ঘরোয়া আসরে গান গ

শতবর্ষে সুকান্ত

অনবদ্য কিশোর কবি এবং...

উত্তম চৌধুরী

শতবর্ষে এক ক্ষণজন্মা কিশোর বিদ্রোহী কবি। কবি জীবনের স্বল্পায়ু জন কিটস-এর সঙ্গে তুলনীয়। শেলিও বেশি দিন বাঁচেননি। কোথাও যেন এক মিল রয়েছে এই তিনজনের। কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অপরিসীম, যদিও কোনও অর্থেই কবি সুকান্ত রোমান্টিক ছিলেন না।

সুকান্তের সৃজনকর্ম শুরু হয় নয় বছর বয়স থেকেই। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ ছিল। বাবার বইয়ের ব্যবসার সুবাদে অল্প বয়সেই বাড়িতে অনেক বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিশোর বয়স থেকেই কবি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। পড়াশোনার গণ্ডি তেমনভাবে পেরোতে না পারলেও সাহিত্য সৃষ্টি অব্যাহত থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে বামপন্থী আন্দোলনে শামিল করেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনও শুরু হয়। নিজেকে কিশোর বাহিনীর অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঝাঁপিয়ে পড়েন মন্বন্তর, মহামারি, দাঙ্গায় অসহায়, শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জন্য। আপামর জনতার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন তিনি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে সে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখেনি। যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল।'

সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের ভিড়ে হারিয়ে যাননি তিনি।

নিজের লেখনীকে রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে এসে সোচ্চার হলেন একের পর এক। সাম্যবাদী কবি। অসাম্য, বৈষম্যের বিপরীতে কবিতাকে হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। অসির চেয়ে মসিকে প্রাধান্য দিলেন। রাজনীতির অনুষঙ্গে প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, শপথ, প্রতীক্ষা শব্দগুলো তাঁর কবিতায় যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতীব্র চিৎকারে বলে ওঠেন, 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে/তার মুখে খবর পেলুম/ সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,/নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার/জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।/... এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি —/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।/... তারপর হব ইতিহাস।'(ছাড়পত্র)

সেই সময়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি তাঁর মনকে নাড়িয়ে দেয়। ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধে উন্মাদ মানসিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, ধনী, মহাজন, শ্রেণিশত্রু, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তারুণ্যে টগবগ করে ফুটে ওঠা কিশোর কবি নিজেকে অঙ্কুরিত বীজ বলে ঘোষণা করেন। আগামীর প্রতিশ্রুতি তাঁর কবিতায়, 'জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,/আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ।' (আগামী)

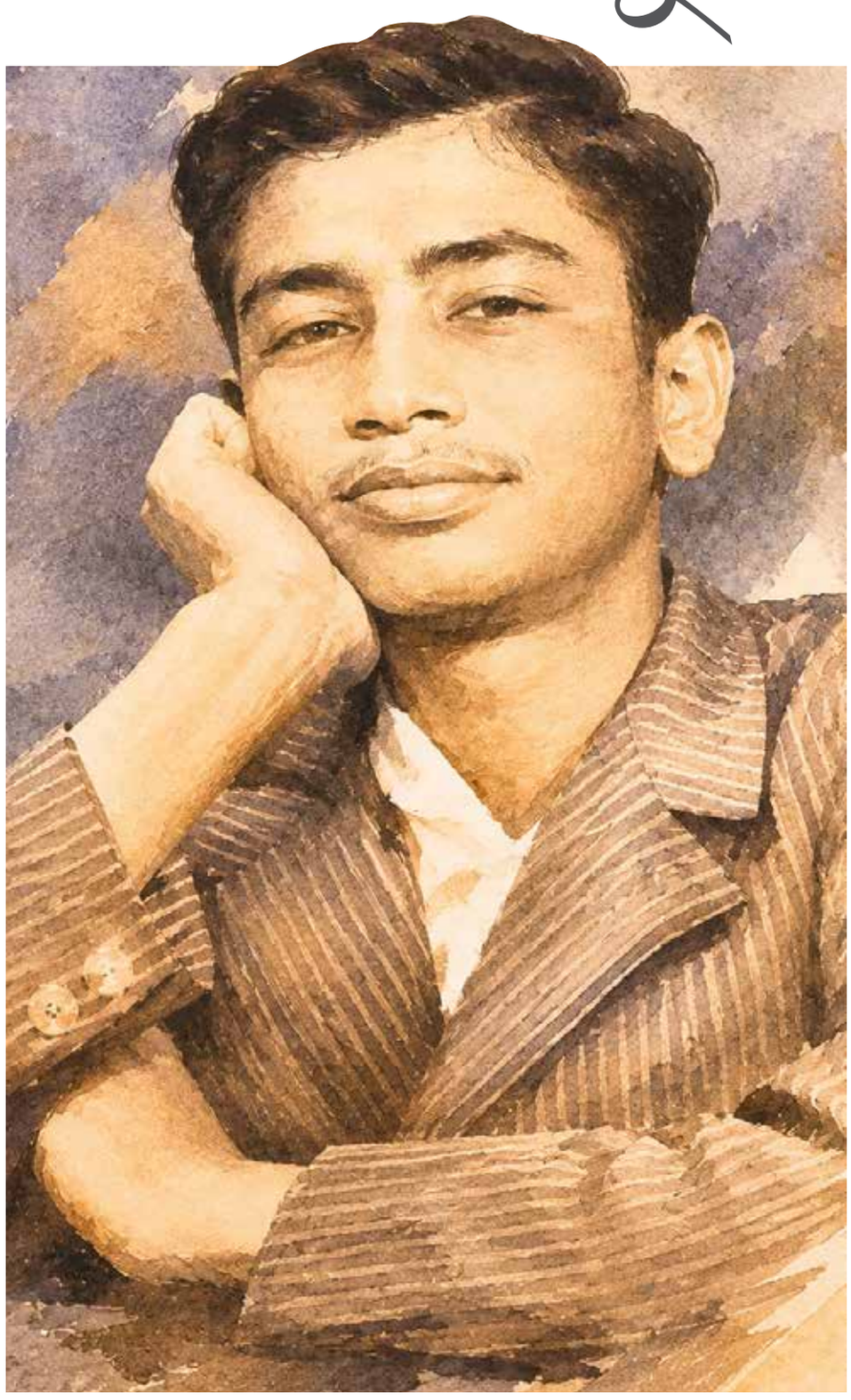
এই বীজ কালক্রমে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যে। প্রতিভাধর, লড়াকু কবি রাজনীতির আঁচে শানিত করেছেন লেখনীকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বেঞ্জামিন মোলায়েজ। তিনি ছিলেন আফ্রিকার প্রখ্যাত কবি ও রাজনৈতিক কর্মী। কবি উইলফ্রেড আওয়েন যুদ্ধেও গেছেন। নজরুলের পল্টন বাহিনীতে যোগদান সবার জানা। প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কবি সুকান্ত কখনও নিজেকে ভিসুভিয়াস বা ফুজিয়ামার সমগোত্র ভেবেছেন। বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়েছেন কবিতায় কবিতায়, 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,/আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে' (অনুভব)।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের ভিড়ে হারিয়ে যাননি তিনি। নিজস্ব প্রতিভা, মেধা, মনন তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। মাত্র কয়েক বছরের সাহিত্যচর্চায় সাহিত্যে ও রাজনীতিতে বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এক তরুণ তাঁর লেখায় উদ্দীপ্ত করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে। তারুণ্যের দীপ্ত ঘোষণা, 'এ বয়স যেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়/ পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,/ এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—/এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' (আঠারো বছর বয়স)

তখনকার প্রখ্যাত মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা তাঁকে উজ্জীবিত করেছে। দুর্ভিক্ষের কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতায় তিনি লিখলেন, 'এখনও আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,/ প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,/ এখনও তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,/ নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।' বা 'যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে/ এখনও প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।'

ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও গান্ধিজিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এটি তাঁর অসম্ভব সংবেদনশীল ও মানবিকতার লক্ষণ। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়



মাত্র একুশ বছরের জীবন, অথচ কবিতার আয়ু আরও দীর্ঘ। সময়ের সীমানা পেরিয়ে আজও নানাভাবে ফিরে আসেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কখনও মিছিলের মুখে উচ্চারিত হয় তাঁর কবিতার পংক্তি, কখনও মৃত্যুর পর পরিবার, সহযাত্রী, সম্পাদক ও প্রকাশকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার। আবার বাংলা ভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁর কবিতা পৌঁছে যায় নানা ভাষার পাঠকের কাছে। সময়, সমাজ ও মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতা। প্রতিবাদী কবির শতবর্ষে ফিরে দেখার চেষ্টা সেই বিস্তৃত যাত্রা, যা আজও থামেনি, নতুন পাঠে নতুন অর্থে এগিয়ে চলেছে।

মৃত্যুর পরেও পরিচয় নির্মাণের এক ইতিবৃত্ত

দেবায়ন চৌধুরী

মানুষের মৃত্যু হলেও যেভাবে মানব থেকে যায়, তেমনি কবিও চিরজীবী। কেউ কেউ মনে করেন, কবি হিসেবে আসল পরীক্ষা শুরু হয় মরণের পরে। জীবদ্দশায় যিনি পেলেন না সামান্যতম মনোযোগ, তিনিই অসামান্য হয়ে ধরা পড়লেন আগামীর চোখে। আমাদের জীবন যেমন অপার রহস্য ও বিস্ময়ে ভরা, কবিখ্যাতিও বুঝি তাই। জন কীটস কিংবা জীবনানন্দ- নিয়তির লাঞ্ছনা পেরিয়ে যে অমরত্বের অর্জন, তার মূলে কি নেই ইহলোকের কিছু আশ্চর্য সংযোগ ও সম্পর্কের ইতিবৃত্ত? সুকান্তের সমস্ত গ্রন্থই মৃত্যুর পরে প্রকাশিত; তাই তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় নির্মাণের বিষয়টিও গভীর অভিনিবেশের দাবি রাখে।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই বন্ধুর খুব প্রয়োজন। দেশবন্ধু হাইস্কুলে পড়াকালীন সুকান্ত বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি অরুণাচল বসুকে। তাঁর মা সরলা বসু, নিজেও ছিলেন সুলেখক, মাতৃহারা সুকান্তকে দিয়েছিলেন স্নেহচ্ছায়া। অন্তর্মুখী সুকান্তের সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে ওঠার পর্বে এই পরিবারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। যেমন স্কুলের মাস্টারমশাই নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ সারাজীবন পাশে থেকেছেন।

সুকান্তের জেঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য ছিলেন আধুনিক কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক। একদিন স্কটিশ চার্চ কলেজে তাঁর সহপাঠী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন একটি কবিতার খাতা। সেই খাতা যখন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুর হাতে পৌঁছাল, তাঁরাও বিস্মিত হলেন। যে কথা বিশেষভাবে বলার- সুকান্তকে কবিমহলে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার মূলে সুভাষের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪২ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একসূত্রে' কাব্যসংকলনে স্থান পেল সুকান্তের কবিতা- 'মধ্যবিত্ত ৪২'। সুকান্তের বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন 'পদাতিক' কবি। 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'অভিযান', 'গীতিগুচ্ছ' সর্বোপরি 'সুকান্ত-সমগ্র'-র চমৎকার ভূমিকার মধ্য দিয়ে আমরা পাই কবির চোখে কবিকে।

কবিতা নিয়েই মিছিলে এসেছিলেন সুকান্ত। কিশোর বাহিনীর কাজে প্রথমে তাঁকে যুক্ত করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'-য় 'কিশোর সভা' বিভাগের দায়িত্ব নিলেন সুকান্ত। তার আগে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় গিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। ছাপাও হয়েছিল সেইসব প্রতিবেদন।

ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'আকাল' কাব্যসংকলন। অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দীনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন প্রমুখের লেখা নিয়ে বইটি সম্পাদনা করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। প্রগতি আন্দোলনের সূত্র ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে যাঁরা অংশ নিতেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা সুকান্তকে সুকান্ত হিসেবে গড়ে তুলেছে। সলিল চৌধুরীর সুরে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'রানার', 'অবাক পৃথিবী', 'ঠিকানা' হয়ে উঠেছিল কালজয়ী গান। জনপ্রিয় সংস্কৃতির নিরিখে এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক সন্তানের নাম রেখেছিলেন 'সুকান্ত'। যে আপসহীন পথের পথিক সুকান্ত, সেই পথেরই তো পথিক মানিক। ফলে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অসহায়তাকে।

'কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।'- 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতায় লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'ছন্দপতন' উপন্যাসের নায়কের চরিত্রে সুকান্তের ছাপ স্পষ্ট। 'মাটির কাছে কিশোর কবি' উপন্যাসের সৃজনেও একই প্রেরণা কাজ করেছে। সুকান্তের মৃত্যুর পর 'কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ' লেখায় পাই অমোঘ বার্তা- 'সে বুঝি টের পেয়েছিল চলতি অবস্থা অব্যবস্থা উলটে দিতে কবিরও শহীদ হবার প্রয়োজন আছে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক সন্তানের নাম রেখেছিলেন 'সুকান্ত'। যে আপসহীন পথের পথিক সুকান্ত, সেই পথেরই তো পথিক মানিক। ফলে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অসহায়তাকে।

একজন সাহিত্যিকের স্বীকৃতির মূলে সমালোচকের ভূমিকা কতখানি সে নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না, সার্থক সমালোচনার মধ্য দিয়ে শিল্পের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। যে সময় 'পার্টির বাইরের' কোনও লেখক উৎসাহিত করেননি সুকান্তকে, সেই সময় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য আন্তরিক উৎসাহ ও সস্নেহ পরামর্শ দান করেছেন। 'কবিকিশোর' (পরিচয় শারদীয়, ১৩৫৪) প্রবন্ধ লিখেছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দ্যুতিময় মহাজীবন, অনুবাদের আলোকে

শ্যামলী সেনগুপ্ত

'আজ রাত জিস বচ্চে নে জনম্ লিয়া/উসী সে খবর মিলি/কী উসে মিলা হ্যায় এক পারপত্র,/ঔর ইসিলিয়ে উও নয়ে সংসার কে দ্বার পর্/জনম্ তে হি তীব্র চিৎকার মেঁ/অপনা অধিকার জতাতা হ্যায়।' (পারপত্র/ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।)

(কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা 'ছাড়পত্র'–র হিন্দি অনুবাদ।)

একটি প্রাণ স্পন্দিত হয়েছিল আজ থেকে শতবর্ষ আগে। তিনি ক্ষণজন্মা। তবু দেশের মাটি ছাড়িয়ে কবি সুকান্তের লেখা পৌঁছে যায় দেশে ও দেশের বাইরে, বিদেশের মাটিতে। বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর দেশের ও বিদেশের বহু অনুবাদক তাঁর কবিতা নিজ নিজ ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। তবে তাঁর বেশ কিছু কবিতা তাঁর জীবদ্দশাতেই অনূদিত হয়েছিল ফরাসি ও রুশ ভাষায়।

ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বঙ্গদেশ রত্নগর্ভা। তার মধ্যে সাহিত্যের জগৎটি তো সোনায় মোড়া। স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিকদের সকলের সাহিত্যসম্ভার অথবা সকল কৃতকর্ম যে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে, তেমন তো নয়। রূপান্তরকরণের ক্ষেত্রে নানা কারণ কাজ করে। বিশেষ করে মৃত্যুর পর কোনও কবি-সাহিত্যিকের কাজগুলি যখন চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন সংশ্লিষ্ট কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের গুরুত্বের দিকটি বিচার্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হল, সাহিত্যকে শুধু নন্দনতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে চলে না, সমাজের এবং মানুষের কল্যাণের জন্য তার দায়বদ্ধতা কতখানি সেটিও বিচার্য। আর সুকান্ত ভট্টাচার্য এই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি মূলত ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে লেখা। এসব কবিতায় রয়েছে সংগ্রামের কথা, ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে, মজুতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনার কবি এবং মার্কসবাদী। এই আদর্শগত কারণে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল এবং তাঁর বহু কবিতা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'আজকের রাশিয়ার গ্রাম ও নগরে হাজার লেনিন যুদ্ধ করে, মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।'— এই কবিতাটি রুশ ভাষায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অনূদিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মুক্তির সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার চেতনার এই কবিতাটি রাশিয়ার জনগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে/লেনিনের সূর্য দীপ্তি রক্তের তরঙ্গের ভেসে আসে।'

ইতালি, জার্মান, জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চিন, যেখানেই মুক্তির যুদ্ধ, সেখানেই কমরেড লেনিন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশন এবং রাদুগা পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার পাশাপাশি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভারত-তত্ত্ববাদ ও বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা বাংলা প্রগতিশীল সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভেরা নেভিকোভা, আলেকজান্ডার গ্লাত্যুকদানিলচুক প্রমুখ।

নবজাতকের বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার তাঁর 'ছাড়পত্র' কবিতায়। শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতীক হিসেবে লেখা 'রানার' কবিতা এবং বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা এবং শোষিত মানুষের সুপ্ত শক্তির প্রতীক হিসেবে লেখা কবিতাগুলি শুধুই যে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তা নয় ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। বিশেষ করে 'দেশলাই কাঠি', 'হে মহাজীবন', 'ছাড়পত্র' এই কবিতাগুলি অনূদিত হয়েছে জার্মান ভাষায়। সুকান্তের জীবদ্দশাতেই তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছিল ফরাসি ভাষায়। ১৯৪৭ সালে এপ্রিল মাসে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি জানতে পারেন তাঁর কিছু কবিতা ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে তাঁর 'রানার', 'ছাড়পত্র', 'হে মহাজীবন', 'দেশলাই কাঠি' প্রভৃতি কবিতা ফরাসি ভাষায় অনূদিত এবং সংরক্ষিত।

সুকান্তের জীবদ্দশাতেই তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছিল ফরাসি ভাষায়। ১৯৪৭ সালে এপ্রিল মাসে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি জানতে পারেন তাঁর কিছু কবিতা ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

যদি বিদেশি ভাষার কথা বলতে হয়, তবে রুশ, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি ভাষা ছাড়া সুকান্তের কবিতা ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ইংরেজির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৯৭৮ সালে, 'সুকান্ত ভট্টাচার্য : এ সিলেকশন অফ হিজ পোয়েমস' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ রায়। সংকলনটি প্রকাশিত হয় সারস্বত লাইব্রেরি থেকে। এই সংকলনে অনূদিত হয়েছে কবির 'হে মহাজীবন', 'সিঁড়ি', 'দেশলাই কাঠি', 'ছাড়পত্র', 'দুর্মর'-এর মতো কবিতাগুলি। অমলেন্দু ভট্টাচার্য, রিনি ভট্টাচার্য মেহতাব, রাহাদ আবিরের মতো অনুবাদকরা এই সব কবিতার অনুবাদ করেছেন। এই তো কিছুদিন আগেই পিটসবার্গ থেকে প্রকাশিত দ্বিভাষিক 'সেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' কবিতা, 'টু মাই লেডিলাভ' শিরোনামে। লোপা বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত এই অনুবাদটি খুব সুন্দর ও সরস।

এবার আসা যাক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আসবে সাহিত্য আকাদেমির কথা। আমরা সকলেই জানি সাহিত্য আকাদেমি অনুবাদের কাজটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। একটি ভারতীয় ভাষা থেকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও এই দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কবিতা সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে হিন্দি ভাষায়। এরপর রয়েছে অসমিয়া, ওড়িয়া ও মালয়ালম। এমনকি কিছু হলেও অনূদিত হয়েছে উর্দু, তামিল, কন্নড়, গুজরাটি, পাঞ্জাবি এবং নেপালি ভাষাতেও। এই অনুবাদগুলি কতখানি সুচারু, শ্রুতিমাধুর্যে পরিপূর্ণ অথবা মূল কবিতার সঙ্গে এর সাযুজ্য কতখানি এসব বিচার করবেন পাঠক। আমাদের কাছে আনন্দের বিষয় এটাই যে, অনুবাদের মাধ্যমে কবি সুকান্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে গেছেন।

শুরু করেছিলাম হিন্দি ভাষায় অনূদিত 'ছাড়পত্র' কবিতার প্রথম কয়েকটি পংক্তি দিয়ে। ভারতীয় অন্যান্য ভাষার থেকেও বেশি অনুবাদ হয়েছে হিন্দিতে। উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় সুকান্তের অনেকগুলি কবিতা অনুবাদ করেছেন। নীলাভ, নীলকমল, মিতা দাস, যাদবেন্দ্র পান্ডে এঁদের দ্বারাও অনূদিত হয়েছে আগামী, ছাড়পত্র, রানার, ঠিকানা, সিগারেট, একটি দেশলাই কাঠি, সিঁড়ি, আঠারো বছর বয়স, হে মহাজীবনের মতো কবিতাগুলি। তবে 'পারপত্র' নামে অনূদিত 'ছাড়পত্র' কবিতাটি অধিক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং উত্তরপ্রদেশ বোর্ড সিলেবাসেও 'পারপত্র' স্থান করে নিয়েছে।

অসমিয়া ভাষায় জয় চক্রবর্তীর অনুবাদে 'কনভয়', দিলাল আহমেদের অনুবাদে 'অসহ্য দিন' অনূদিত। অসমে বাংলা এবং অসমিয়া এই উভয় সাহিত্য মহলে সুকান্ত ভট্টাচার্য সমাদৃত।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জয় বাবা ইনস্টলমেন্টেশ্বর

দেবব্রত রায়



কোথায়, কবে, কে যেন একটা গল্প বলেছিল। গল্পটা ছিল অনেকটা এই রকম, নিজের বিবাহিত জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ এক বৃদ্ধ তার বিবাহযোগ্য সন্তানটিকে নাকি সস্নেহে কাছে ডেকে বলেছিলেন, বাপু হে, জীবনে যদি সুখ পেতে চাও তাহলে অন্তত, বিবাহ নামক বৃষোৎসর্গ যজ্ঞে নিজের আহুতি দিও না!

বৃদ্ধ বাপের এহেন কথা শুনে সেই সুপুত্তুরটিও নাকি গোঁফের ডগা ছাঁটতে ছাঁটতে অত্যন্ত মোলায়েম গলাতেই উত্তর দিয়েছিল, ঠিক আছে বাবা, আমিও আমার ছেলেমেয়েদের এই কথাই বলে যাব! এটা নেহাতই একটা গল্প। কিন্তু গল্প হলেও সত্য। কারণ এহেন কথা আমরা আকছারই বলি। অন্তত আমি বলি। আমার ছেলে নেই, মেয়েদেরকেই বলি! নিজের তাগিদেই বলি! তবে ওই গল্পটা শোনার পর থেকে কথাটা আর ওভাবে বলি না! বলি, ইয়ে দিল্লিকা লাড্ডু, যো খাতা ও ভি পস্তাতা, যো নেহি খাতা ও ভি পস্তাতা!

ইঙ্গিতটা আমার মেয়েরা বোঝে। না-বোঝার ভান দেখালে আমিও ঠারেঠোরে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি। আর মনে মনে বলি, তোমাদের এই অকাল কুষ্মাণ্ড বাপজানটি যে কোনওমতেই তোমাদের হাতে ওই দ্রাক্ষাফল তুলে দিতে সক্ষম নয়, এ কথাটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই তোমাদের মঙ্গল! কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা যদি বাপের উপর নির্ভর করে থাকো আর ভেবে থাকো যে তোমাদের এই বুড়োবাপ তোমাদের হাতে সুমিষ্ট দ্রাক্ষাফল তুলে দিলে তবেই তোমরা তা ভক্ষণ করবে, তাহলে তোমাদের সে আশা বিশ বাঁও জলের তলায় পচতেই থাকবে!

সুখের কথা, আমাদের, মানে পৃথিবীর আপামর কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেদের কোনও ইউনিয়ন নেই! সুতরাং চাঁদা নেই, মিটিং নেই, মিছিল নেই, তবুও আমরা হরিহর আত্মা! দিচ্ছি না, দেব না! ঘরামি থেকে শুরু করে কেরানি, মায় ছোট-বড় অফিসার সবার মুখেই ওই এক কথা! তা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যেই আমাদের নিজেদের ভিতরে ক্লাস গড়ে উঠছে! হুটহাট করে বাপগুলো ছেলেমেয়েদের ছলাকলায় ভুলে আঁকশি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। তারপর জুতোর সোল আর চেহারার ভোল খুইয়ে কোনও কোনও সময় হবু জামাইদের গেঁথেও ফেলছে কিংবা নিজেরাই গেঁথে যাচ্ছে! মিটার অনুযায়ী বিলও চড়ে। অর্থাৎ, পাত্র ডাক্তার, মোক্তার, প্রফেসর হলে বিলটা চরচর করে পারদকাঠির মাথা ছুঁতে থাকে, আবার ছাপোষা কেরানি হলে মিটারের কাঁটাটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরতে থাকে! তবে দিনকে দিন তাদের চাহিদাও ক্রমশ আকাশছোঁয়া হচ্ছে! এসবই হচ্ছে বটে, কিন্তু তার মধ্যেই আবার খবরও আসছে, অমুকের মেয়ের বে হচ্ছে, তমুকের ঘরে জামাই আসছে! বাতাসে কান পাতলেই খালি খবর আর খবর! কিন্তু নিজেরাই শুধু খবর হতে পারি না!

এখন একটা কথা সবার মুখেই শুনতে পাই। স্যাটেলাইট! এটা নাকি স্যাটেলাইটের যুগ! তা আমাদের সময় এসব স্যাটেলাইট-ফ্যাটেলাইট ছিল না! ছিল না টিভি, টেপ, রেডিও, খবরের কাগজ! আর ছিল না বলেই একটা ছেলের আশায়-আশায় চার-চারটে মেয়ের বাপ হওয়ার ভুলভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার লোকও ছিল না! আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে, ধর্মক্ষেত্রে নারী পরিত্যাজ্য! তা সন্তানসন্ততি উৎপাদনও আমাদের কাছে এক পরম ধর্ম! সে ক্ষেত্রে পরিবারের কোনও মতামত থাকতেই পারে না! তবুও কখনো-সখনো যদি তারা অনধিকার চর্চা করতেন তখন আমাদের করণীয় কর্তব্য হিসেবে আমরা কানে তুলো আর পিঠে কুলো সেঁটে বলতাম, সবই ভগবানের ইচ্ছে! তাঁর ইচ্ছেতেই সব হবে! ঘর হবে, খুকিদের রাজপুত্তুর বর হবে, গিন্নির গয়না হবে, আমার প্রমোশন হবে! কিন্তু এখন দেখি সব ভাঁওতা! আগে ঘরে সপ্তাহে-সপ্তাহে শনিমহারাজের পুজো হত, বছর বছর মায়ের মন্দিরে জোড়া পাঁঠার মানত হত। এখন আর হয় না। মাকে বলি, মা, ফড়িং ধরে খাও! এখন আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, আমার উপরে-নীচে, সামনে-পিছনে চতুর্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে শুধুই ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে! আমার চোখের সামনেই আমার মেয়েরা সব ফড়িং হয়ে যাচ্ছে! ফোঁ-ফোঁ করে ডালে-ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে, বসতে পারছে না!

কিন্তু এখন আর আমার কিস্যু করার নেই। আমার অবস্থা এখন সে-ই বোধিসত্ত্ব পাওয়া পাখিটির মতো! এ ডালে-ও ডালে বসি আর তিক্ততা লাভ করি! ঘরদোর, বৌ, ছেলে, মেয়ে, গীতা, বেদ, বাইবেল, মদ, মাংস সবকিছুই এখন আমার কাছে তেতো লাগে! এত দিন পর্যন্ত মেয়ের বাপেদের যত দায় উদ্ধারের খবরই পেয়েছি সবই দূরদূরান্তের খবর। আর সেসব খবর টালা থেকে টালিগঞ্জে পৌঁছাতে-পৌঁছাতেই গুজব বলে বাড়িতে বেশ চালিয়ে দিই। কিন্তু এবার তরি উলটেছে! এবার আর গুজব বলেও চালানো যাবে না! আবার ঘুষখোর বলারও জো নেই। কারণ বাতাসে কান পাততেই এবার শুনলাম, আমার পাশের বাড়ি মায় আমার অফিস-কলিগ হরিহর মুখুজ্জের ডাক্তার জামাই ধরার খবর! ব্যস, আর যায় কোথা! এহেন সংবাদ শ্রবণে বাড়িতে এত দিন যেটুকু শান্তি নমো-নমো করে টিকেছিল সেটুকুও পত্রপাঠ বিদায় নিল! গিন্নির বাকল আর চার কন্যের চোখের জল বাড়িতে একদণ্ড তিষ্ঠোতে দেয় না! অবশেষে ধুস শালা বলে ধুতিতে মালকোঁচা মেরে উঠে দাঁড়ালুম! পৃথিবীতে এত বাপ মেয়েদের বর জোগাড় করতে পারে আর আমি পারি না! এই ভেবে মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিলুম, যদ্দিন না নিজের মেয়েদের পানিপ্রার্থী হাজির করতে পারছি, তদ্দিন আর অন্যের মেয়ের বিয়েতে পানি গ্রহণ করব না! বিয়ের কথা মনে হতেই আবার হরিহরের ডাক্তার জামাই আমার বুকের কাছটায় ঘাই মারতে লাগল। কেরানি নয়, দোকানি নয়, একেবারে ডাক্তার! মাসান্তে একই অর্থপ্রাপ্তি, তবুও এত ফারাক! বুঝলুম, আসল খবরটা না পেলে রাত্রে ঘুম আসবে না, নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে মন বসাতে পারব না! অতএব হরিহরের ডাক্তার জামাই ধরার গোপন বৃত্তান্তটা আমাকে জানতেই হবে এবং এহেন পরিস্থিতিতে আর সকলের ক্ষেত্রে যা হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাই হল! অর্থাৎ এক লহমায় কিছুক্ষণ আগে করা সমস্ত প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পায়ে-পায়ে হাজির হলুম হরিহরের বাড়ির সামনে!

দেখলুম বাড়িতে কলি ফেরানো হচ্ছে! অতএব খবরটা সত্যি। মধু, মানে হরির মেয়ের বে-টা তাহলে সত্যি-সত্যিই লেগেছে! ভেতরে ঢুকব কি ঢুকব না ভাবছি এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে হরিহর একেবারে রইরই করে বেরিয়ে এসে আমার হাতখানা জাপটে ধরল। ভাগ্যবান পিতা, একটু হইচই তো করবেই! আমার কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখে হরিহর আমাকে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম ভাই। ভালোই হল, তোমার দেখা পেয়ে গেলাম। অবশ্য, আমি নিজে গিয়েই তোমার বাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করে আসব। তবে তুমি এসেছ ভালোই হল! বোকার মতো মাথা নাড়ছি, নাড়তেই হবে। হাসছি, হাসতেই হবে। নইলে হরিহর আমার হৃদ্যতায় সন্দিগ্ধ হবে। ভাববে আমি ওর সুখ দেখে হিংসে করছি। অতএব আমাকেও গদগদ হয়ে হরিহরের প্রত্যেকটি কথায় বাহবা দিতেই হচ্ছে। বাহবা পাওয়ার যোগ্যও সে বটে!

আমাদের কথার মাঝেই হরিহরের বৌ চায়ের সঙ্গে প্লেটভর্তি করে খাবার নিয়ে আসে। আমি এর আগেও হরিহরের বাড়িতে চা খেয়েছি, লেডি বিস্কুট সহ, কিন্তু আজকের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা! হরিহরের যে বৌ এক কাপ চা খাওয়াতে কথায় কথায় আগে বন্ধু-পীরিত বলে খোঁটা মারত, সেই হরির বৌ-ই কিনা, আজ এত খেতে পারব না বলতেই রইরই করে উঠল! সময়, পরিবেশ, মানুষকে কেমন পালটে দেয় তাই অবাক হয়ে দেখি! হরির একমাত্র ছেলে পল্টু আমাদের কথার মাঝেই ডেকোরেশনের লিস্টটা বাপকে দেখিয়ে নিয়ে যায়। কল্পতরু হরিহর বিনা ওজরে ছেলেকে গ্রিন সিগন্যাল দেয়। আবার আমাদের কথা শুরু হয়। হরিহর থামে তো হরির বৌ শুরু করে। বৌ থামে তো হরি শুরু করে। কথায় কথায় সময় কেটে যায়, কিন্তু আসল কথাটা আর ওঠে না! অবশেষে আমি উঠব-উঠব করছি, ঠিক এমন সময় উঠল সেই বহু প্রতীক্ষিত আসল কথাটা! বলতে গেলে কথাটা আমিই তুললাম। ঘরের মধ্যে শুধু হরিহর আর আমি। হরির বৌ কিছুক্ষণ আগে এঁটো কাপ-প্লেট নিয়ে চলে গেছে। অতএব এই সুযোগ! হরিহর আমাকে উশখুশ করতে দেখে বলল, কিছু বলবে?

এ যেন সেই খ্যাপা, পান্তা খাবি? না, হাত ধোব কোথায় গোছের ব্যাপার! আমি তো বলতেই চাই আর তার জন্যই তো এতক্ষণ বসে আছি। অতএব আর দেরি নয়। আমি সরাসরিই হরিহরকে জিজ্ঞেস করলুম, শুনলুম, জামাই বাবাজীবন নাকি ডাক্তার?

ভেবেছিলুম, আমার প্রশ্নটা শুনে হরিহর ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু তা হল না! বরং হরিহর আমার চোখে চোখ রেখেই বলল, ঠিকই শুনেছ ভাই, ছেলেটি একেবারে হিরের টুকরো! ওদের আদি বাড়ি সোনারপুরে, বর্তমানে বেহালায়...

কিন্তু আমার অত শোনার ধৈর্যও নেই, সাধও নেই। আমি শুধু ভেতরকার ব্যাপারটুকু জানতে চাই! তাই আর থাকতে না পেরে মুখ ফসকে বলেই ফেললুম, কিন্তু এহেন হিরের টুকরোটি জোগাড় করলে কী করে হরিহর? ডাক্তার ছেলে মানে তো একেবারে আকাশছোঁয়া দর হে!

হরিহর দাঁতের ফাঁক থেকে সুপুরির কুচি বের করতে করতে নির্লিপ্তভাবে বলল, পঁয়ত্রিশ লাখ!

পঁয়ত্রিশ লাখ! হরিহরের এই নির্লিপ্তভাবে বলা কথাটুকু শুনেই মনে হল, আমার রগ ঘেঁষে কেউ যেন আশি মন ওজনের একখানা ঘুষি চালাল! সেটা কোনওরকমে সামলে নিয়ে আমি খাবি খেতে খেতে বললুম, একসঙ্গে? হার্ড ক্যাশ!

হরিহর এবার একটু হাসল। বলল, মাথা খারাপ! অত পাব কোনখান থেকে? ছেলের বাপের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি, বাহাত্তরটা ইনস্টলমেন্টে কড়ায়-গণ্ডায় মেটাব। তাড়াহুড়ো করলে, নৈব-নৈব চ!

এবার আমার হাঁ হওয়ার পালা। বললুম, ইনস্টলমেন্ট মানে, সে তো শুনেছি টিভি, ফ্রিজ, স্টিল-আলমারি, এসবের ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু বিয়ের বাজারে...

হরিহর আমার মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে বলল, তুমি দেখছি বিয়ের বাজার সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখো না। আজকালকার ছেলেগুলোও তোমার ওই টিভি, ফ্রিজ, আলমারি হয়ে গিয়েছে হে! তাদের বাপেরা বড় করে ছেলেদের কোয়ালিটি জাহির করে অ্যাডভার্টাইজ করছে, তারপর চড়া দামে মাল বিকোচ্ছে, বুঝেছ!

সারাজীবন সবকিছুই আমি একটু দেরিতেই বুঝি, এবারও তাই বুঝলাম!

হরিহরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে গড়ের মাঠে এক চক্কর লাগিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে গলাটা দু-চারবার ঝেড়ে-ঝুড়ে চিৎকার করে বলে উঠলুম, জয় বাবা ইনস্টলমেন্টেশ্বর!

কেউ তাকাল না। শুধু একটা মাতাল পাশ দিয়ে যেতে-যেতে খেঁকিয়ে উঠল, মাতলামি করার আর জায়গা পাওনি!

রসরঙ্গ

ঠাকুমার পাকঘর

পঞ্চমুখী কচু সেদ্ধ মাখা



সোমা রায় চৌধুরী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি

মা, দিদা, ঠাকুমাদের হাত ধরে একসময় যেসব রান্না ঘরে ঘরে তৈরি হত, পঞ্চমুখী কচু সেদ্ধ মাখা তেমনই একটি হারিয়ে যেতে বসা পদ। শহরের বাজারে আজকাল এই কচু সহজে পাওয়াও যায় না। অথচ এর স্বাদ একেবারেই আলাদা। অল্প কয়েকটি পরিচিত উপকরণে তৈরি এই রান্না পুরোনো দিনের ঘরোয়া খাবারের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে পারে।

এই পদের বিশেষত্ব হল এর সহজ প্রস্তুতি পদ্ধতি। ভালো করে সেদ্ধ করা পঞ্চমুখী কচুর সঙ্গে সর্ষের তেল, কাঁচালংকা, ভাজা শুকনো লংকা এবং মুচমুচে ভাজা পেঁয়াজ মিশিয়ে তৈরি হয় এই মাখা। গরম ভাতের সঙ্গে এই পদ পরিবেশন করলে পাওয়া যায় হারিয়ে যেতে বসা ঘরোয়া রান্নার স্বাদ।



উপকরণ : পঞ্চমুখী কচু, পেঁয়াজ, সর্ষের তেল, নুন, কাঁচালংকা ও শুকনো লংকা।

প্রণালী : প্রথমে পঞ্চমুখী কচুর খোসা ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে নিতে হবে। এবার ভাতের সঙ্গে অথবা প্রেসার কুকারে কচুগুলি ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। অন্যদিকে পেঁয়াজ ঝিরিঝিরি করে কেটে সর্ষের তেলে লালচে করে ভেজে তুলে রাখতে হবে। একটি শুকনো লংকাও ভেজে নিতে হবে। কচু সেদ্ধ হয়ে গেলে একটি পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে ভাজা পেঁয়াজ বা বেরেস্তা, সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল, কাঁচালংকা, ভাজা শুকনো লংকা ও নুন মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। তৈরি হয়ে যাবে পঞ্চমুখী কচু সেদ্ধ মাখা। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। যিনি খাবেন তিনি যে বারেবারেই এই খাবারের প্রেমে পড়বেন সে বিষয়ে গ্যারান্টি রইল।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

অনবদ্য কিশোর

তেরোর পাতার পর

মহাত্মাজির প্রতি কবিতায় তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, 'এখানে আমরা লড়েছি, মরেছি, করেছি অঙ্গীকার,/এ মৃতদেহের বাধা ঠেলে হব অজেয় রাজ্যে পার।'/ কিংবা 'দিকদিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,/ তাই তো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ।' সংগ্রামী নেতা মার্শাল তিতোর জন্য লিখলেন, 'আমরা নই তো মৃত্যুভীত,/তৈরি আমরা : যুগোস্লাভের প্রতিটি ঘরে/ তুমি আছ জানি বন্ধু তিতো।' (মার্শাল তিতোর প্রতি)

মেহনতি মানুষের সমর্থন না পেলে রাজনীতি দাঁড়ায় না। সুকান্তের কবিতায় সে বার্তা ছিল বলেই এখনও রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে, সভাসমিতি থেকে, ছাত্র আন্দোলন থেকে বা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেকেই তাঁর কবিতা আওড়ায়, 'প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা —/কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি/ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :/ পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' (হে মহাজীবন) অথবা, 'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই/ স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের/ চিতা আমি তুলবই।' (বোধন)

আর্ত মানুষ, নিরন্ন মানুষের সাহারা হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। রাজনৈতিক আবহে কলকারখানায়, হাটে-বাজারে, ট্রেনে, বাসে, মাঠে-ময়দানে সর্বত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সহায় হয়েছে তাঁর কবিতা। আক্ষেপ ঝরেছে প্রতিনিয়ত, 'মজুর দেখনি তুমি? হে কলম, দেখনি বেকার?/বিদ্রোহ দেখনি তুমি? রক্তে কিছু পাওনি শেখার?' (কলম)

শিল্পের জন্য শিল্প নয়, মানুষের জন্য শিল্প এবং এই রাস্তায় চলতে গিয়ে অনেক সময় তাঁর কবিতা স্লোগানধর্মী হয়েছে। সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন। কাচের ঘরে বসে কবিতা লেখেননি। রূপক, প্রতীকের পাশাপাশি তীব্র শ্লেষ, বিদ্রুপ, তির্যক ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে সিঁড়ি, সিগারেট, দেশলাই কাঠি, একটি মোরগের কাহিনী প্রভৃতি।

সেই কতদিন আগে সমাজের অমোঘ সত্য উদঘাটন করে বলেছেন, 'স্বার্থের প্রাচীরতলে মানুষের সমাধি রচনা,/ অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা/পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,/ মিথ্যা ছলনাতে—/আজিকার মানুষের জয় : প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়।' (প্রথম বার্ষিকী)

চিরায়ত কবিতার ধ্যানধারণাকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। সমাজতান্ত্রিক মানসিকতায় সর্বহারার কবি হয়ে ওঠেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। একসময় রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত এই শিরোনামে অনেক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরী, কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গণসংগীতে পরিণত হয়েছিল কিছু কবিতা। রানার, অবাক পৃথিবী উল্লেখযোগ্য। প্রচুর কবিতা অনূদিত হয়েছে রাশিয়ায়, ফ্রান্সে আরও অনেক দেশে। ছাড়পত্র ইংরেজিতে অনুবাদ করেন রিনি ভট্টাচার্য মেহতা, চিল অমিতেন্দু ভট্টাচার্য, দুর্মর রাহাদ আবির। বাংলার জলমাটিতে এই নাম অবিচ্ছেদ্য, যেমন—সুকান্তপল্লি, সুকান্তনগর, সুকান্ত পাঠাগার, সুকান্ত বিদ্যালয়, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, সুকান্ত মঞ্চ, সুকান্ত ভবন এরকম আরও।

পার্টির জন্য কাজ করতে করতে তাঁর নাওয়া-খাওয়া সঠিক সময়ে ছিল না। হয়তো কারও চিলেকোঠায় কিশোর বাহিনী নিয়ে মিটিং করছেন, পোস্টার লিখছেন, দেওয়াল লিখনে হাত লাগাচ্ছেন। তীব্র খাটুনির ফলে শরীরে যক্ষ্মার মতো মারণরোগ জন্ম নিল। কিটসও যক্ষ্মায় মৃত্যুবরণ করেন। সুকান্তের মৃত্যুর পর জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'যে কবির বাণী শোনবার জন্যে কবিগুরু কান পেতেছিলেন সুকান্ত সেই কবি। শৌখিন মজদুরি নয়, কৃষাণের জীবনের সে ছিল সত্যকার শরিক, কর্মে ও কথায় তাদেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল তার, মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তার দেহমন। মাটির বুক থেকে সে উঠে এসেছিল।

...ব্যক্তিজীবনে সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে ('আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,/ নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,/ অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,/আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন :' ঐতিহাসিক, ছাড়পত্র) কবি সুকান্ত যে আদর্শের কথা বলে গেছেন তা পৃথিবীর সমস্ত মতবাদের চেয়েও প্রাচীন, সমস্ত আদর্শের চেয়েও বড়।'

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'সমসাময়িকদের মধ্যে যে কাজ আর কেউ করতে পারেনি, সুকান্ত একা তা করেছে— আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বার বহুজনের জন্য সে খুলে দিয়ে গেছে। কবিতাবিমুখ পাঠকদের কবিতার রাজ্যে জয় করে আনার কৃতিত্ব সুকান্তর। তারই সুফল আজ আমরা ভোগ করছি।'

মৃত্যুর পরেও পরিচয়

তেরোর পাতার পর

'আমার কালের কয়েকজন কবি' গ্রন্থের সুকান্ত বিষয়ক আলোচনাটিও অসামান্য। লেখকের মতে- 'সুকান্ত কমিউনিস্টদলভুক্ত কবি হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে পরিচিহ্নিত' হলেও 'এই পরিচয়ে সুকান্ত-প্রতিভার সম্পূর্ণ সুবিচার করা হয় না।' সুকান্তের প্রথম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন- 'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তিনি একাশী বছর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি বহু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন আমাদের জন্য। কিন্তু সুকান্ত, কিশোর কবি সুকান্ত মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই একুশ বছরে কি ছিলেন? একুশ বছর বয়সের মধ্যে কতটুকু সাহিত্য তিনি উপহার দিয়েছিলেন দেশবাসীকে? সুকান্তও যদি রবীন্দ্রনাথের মতো একাশী বছর বাঁচতে পারত, তাহলে কি সে রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক, অনেক বড় কবি হতে পারত না?' কেজি বসুর স্মৃতিকথা শেষ হয়েছে জগদীশবাবুর একার প্রশ্নটিকে 'আমাদের সকলের' বলে চিহ্নিত করে। সুকান্তের মূল্যায়নে যে প্রশ্ন ফিরে ফিরে এসেছে।

একজন লেখককে জানার জন্য দরকার প্রামাণ্য জীবনীর। কবিভ্রাতা অশোক ভট্টাচার্যের 'কবি সুকান্ত' প্রকাশিত হয়েছিল সারস্বত লাইব্রেরি থেকে। যে প্রকাশনীর কর্ণধার ছিলেন সুকান্তের জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যচক্রের কান্ডারি হিসেবে বাড়িতে যে সাহিত্যসভা বসাতেন, তার হিসেবের খাতা লেখা হত পদ্যে! এই সারস্বত লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'সুকান্ত-সমগ্র'। ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'অন্তরঙ্গ সুকান্ত', অরুণাচল বসুর 'সুকান্ত : জীবন ও কাব্য', মিহির আচার্যের 'সুকান্তনামা' কিংবা ক্ষিতীশ রায় অনূদিত 'Sukanta Bhattacharya : A selection of His Poems' বইগুলি মুদ্রিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান থেকেই। কবির লেখা, তার অনুবাদ, জীবনী ও আলোচনাগ্রন্থ- সমস্ত কিছু প্রকাশ পাচ্ছে পারিবারিক উদ্যোগে। এটাও মনে রাখবার মতো।

১৯৭৬ সালে সুকান্তের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সরোজমোহন মিত্রের লেখা 'সুকান্তের জীবন ও কাব্য।' মোট দশটি অধ্যায়ে লেখক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে গ্রন্থ-পরিচিতি। ১৯৭৯ সালে অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবন শিল্পী সুকান্ত' মুদ্রিত হয়েছিল পপুলার লাইব্রেরি থেকে। আধুনিক কবিতাবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে সুকান্তের উজ্জ্বল উপস্থিতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অখিল মজুমদারের 'জনচেতনার দুই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের কথা আমরা জানি। ২০০৬ সালে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তপোধীর ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করেছেন দেবাংশু শেখর দাস। বিষয়- 'সুকান্ত ভট্টাচার্য : কবিসত্তা ও প্রগতি দর্শনের দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিত'।



ছেলেবেলায় সুকান্ত। (ছবিতে একদম বাঁদিকে)

বিদ্যায়তনিক পরিসরে একজন সাহিত্যিকের অন্তর্ভুক্তি জনমানসেও তাঁর প্রভাবকে সুদৃঢ় করে। এরই সূত্র ধরে বলা চলে, স্কুল-কলেজে দীর্ঘদিন ধরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'বোধন' প্রভৃতি কবিতা পাঠ্য। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে সারা রাজ্যব্যাপী যে সমস্ত অনুষ্ঠান হত, সেখানেও সুকান্তের উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। পুস্তক থেকে পারফরমেন্স- বিস্তৃত পরিসর জুড়ে কবিসত্তার যে নির্মাণ- তাকে স্বীকার না করলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। জনগণের কবি হিসেবে সুকান্তের প্রতিষ্ঠার মূলে কমিউনিস্ট রাজনীতির সচেতন প্রয়াস অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। পরিবেশ-পরিস্থিতির নিরিখে তা অনিবার্যই বলা চলে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সংশয়ের জবাবে সুকান্তের বক্তব্য স্মরণীয়- 'আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি- কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।'

কবির অভিপ্রায় ব্যতিরেকেও তাঁর পাঠ সম্ভব। কবিজীবনীকার অশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন- 'অবসর সময় কাশীরাম আর কৃত্তিবাস ছিল তাঁর সঙ্গী।...সেই রামায়ণ-মহাভারত কবি সুকান্তরও কাব্যপ্রতিভার উৎস হওয়া অসম্ভব নয়।'

প্রতিভার অকালমৃত্যু, সচেতন স্মরণ-প্রয়াস, স্মরণযোগ্যতা ও সংযোগের বিবিধ প্রসঙ্গ ছাপিয়ে বরং গুনগুন করতে ইচ্ছে করে কবির 'প্রথম কবিতা'র পংক্তিগুলি- 'রমা রানি দুই বোন, পরীর মতন/সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।/দুই বোন রমা রানি--/সবে করে কানাকানি,/দুই বোন হবে ভালো,/করিবে যে ঘর আলো,/সীতার মতন।'

দ্যুতিময় মহাজীবন

তেরোর পাতার পর

আসাম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠ্যক্রমে তাঁর লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নির্দিষ্ট কোনও কবিতার পূর্ণাঙ্গ মালয়ালম অনুবাদ-তালিকা সম্পর্কে জ্ঞাত না হলেও দেখা যাচ্ছে, প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর বেশ কিছু জনপ্রিয় কবিতা যেমন— 'ছাড়পত্র', 'রানার', 'হে মহাজীবন', 'আঠারো বছর বয়স', 'দেশলাই কাঠি' এবং 'একটি মোরগের কাহিনী' মালয়ালম ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি ও কেরলের বিভিন্ন বামপন্থী সাহিত্যপত্রিকার মাধ্যমে তাঁর এই কবিতাগুলি দক্ষিণ ভারতের পাঠকদের কাছে পৌঁছেছে।

ওড়িয়া ভাষায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন কোন কবিতা অনূদিত হয়েছে, এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির জন্য প্রশ্ন রেখেছিলাম কবি, সম্পাদক ক্ষীরোদ পরিডার কাছে। ভারতীয় তেইশটি ভাষায় প্রাজ্ঞ বর্ষীয়ান কবি বললেন, প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যখন ওডিশায় বামপন্থার প্রভাব ছিল তখন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য খুব চর্চিত ছিলেন। এখন ততটা নেই। হতেই পারে। তবে তিনি নিজে খুব পছন্দ করেন কবি ও তাঁর কবিতাকে। একইসঙ্গে দেখতে পাই, গত অক্টোবর মাসের চার তারিখে ওডিশার প্রবাদপ্রতিম কবি ডঃ ফণী মহান্তির হাতে ভুবনেশ্বরের বুদ্ধ মন্দির অডিটোরিয়ামে উন্মোচিত হল, 'একশটি নিবাচিত বাংলা কবিতা' নামে একটি অনূদিত কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখের পাঁচটি করে কবিতার পাশাপাশি এই সংকলনে রয়েছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের পাঁচটি কবিতার অনুবাদ। এই মহান কাজটি করেছেন কবি ও অনুবাদক ডঃ হরিশ্চন্দ্র বেহেরা। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-কব

সেই লোকটা

জয়দীপ বিশ্বাস

ছোটগল্প

একটা লোক পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথার নীচে অফিসের পোর্টফোলিও ব্যাগ। লোকটাকে ওভাবে ঘুমোতে দেখে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এতক্ষণ ধরে আমি একটা বসার জায়গা খুঁজে মরছি, আর উনি কি না আরাম করে ঘুমোচ্ছেন!

ভাদ্র মাসের গুমোট গরমে সারা শরীর জ্বলছে। ক্লান্ত দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কোলে ঢলে পড়েছে। ভিড়ে ঠাসা বাসটা শিশু উদ্যানের সামনে আসতেই নেমে পড়লাম। ভেতরে ঢুকতেই প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। জায়গাটা অত্যন্ত মনোরম। চারপাশে গাছগাছালি, ছায়াময়, ঠান্ডা পরিবেশ। ভেতরে, ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল জলাধার। চোখ দুটো একটা বসার জায়গা খুঁজছে। পার্কের বেঞ্চগুলো যুগলমূর্তি হংস-হংসীদের ভিড়ে ঠাসা। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে একটা বড় গাছের নীচে, জলাধার থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা বেঞ্চ নজরে এল। সেটাও দখল হয়ে আছে। একটা লোক পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথার নীচে অফিসের পোর্টফোলিও ব্যাগ। লোকটাকে ওভাবে ঘুমোতে দেখে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। এতক্ষণ ধরে আমি একটা বসার জায়গা খুঁজে মরছি, আর উনি কি না আরাম করে ঘুমোচ্ছেন!

বেঞ্চটার কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'ও দাদা, উঠে পড়ুন। বসতে দিন।'

লোকটার কোনও হেলদোল নেই। ডাকটা কানে ঢুকল কি ঢুকল না বুঝতে পারলাম না। একে গুমোট গরম, তার ওপর বাসে দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় আর কোমর টনটন করছে। মাথায় রাগ চড়ে গেল।

লোকটাকে মোক্ষম একটা ধাক্কা দিয়ে গলা চড়িয়ে বললাম, 'এটা শোবার জায়গা নয়। উঠুন, উঠে পড়ুন!'

চমকে উঠে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, ধড়মড় করে উঠতেই পোর্টফোলিও ব্যাগটা ধপ করে পড়ে গেল। কাঁচাঘুম ভেঙে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'কী হয়েছে? ভূমিকম্প?'

আমি বললাম, 'এতক্ষণ হয়নি, এবার হবে! বসবার জায়গা দিন। পা সরিয়ে ঠিক হয়ে বসুন!'

একটু ধাতস্থ হয়ে লোকটা বলল, 'ও আচ্ছা! বসবেন? বসুন!'

এই বলে বড়সড়ো একটা হাই তুলল লোকটা। তারপর আড়মোড়া ভেঙে, চোখ দুটো কচলে বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে বসল।

আমিও আরাম করে বসে জামার দুটো বোতাম খুলে দিলাম। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। শরীর, মন জুড়িয়ে গেল। সামনের দিকে তাকাতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হল। লোকটা আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আর মিটিমিটি হাসছে। একটু অপ্রস্তুত লাগল। মনে মনে ভাবলাম, অতটা কর্কশভাবে লোকটাকে না তুলে দিলেই হত!

মনের দুর্বলতা ঢেকে আমি হালকা কঠিনভাবে বললাম, 'কী হল, কিছু বলবেন! শুনুন, এটা একটা পার্ক। এখানে আপনার মতো কেউ শুয়ে ঘুমোয় না।'

লোকটা এবারেও কিছু বলল না। শুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

লোকটার হাসিটা আমার কাছে বিরক্তিকর ঠেকল। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে যাব, লোকটা বলল, 'দাদা, অফিস থেকে ফিরছেন বুঝি?'

মনে মনে বললাম, লোকটা একটা মশা। মশার মতো গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চাইছে! দিনকালও ভালো নয়। কার মনে কী আছে কে জানে! আমি লোকটার প্রশ্নের কোনও উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না।

লোকটা আবার বলল, 'দাদা, কীসে আছেন?'

নামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ক্যাম্পাসিংয়ে দামি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছি। পাঁচ অঙ্কের মাসিক বেতন। চাকরি এবং বেতনের মর্যাদার অহংকারে গলার ওজন বাড়িয়ে বললাম, 'সফটওয়্যার কোম্পানিতে।'

লোকটা খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠে বলল, 'ওহ! চাকরিটা তাহলে যায়নি এখনও?'

লোকটার নির্লজ্জের মতো কথাটা শুনে মাথার ভেতরে গরম লাভার স্রোত বইতে শুরু করল। আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, 'কেন, চাকরিটা যায়নি বলে আপনার খুব হাসি পাচ্ছে?'

লোকটা একটা হাই তুলে বলল, 'না, তা নয়। বরং একজন দোসর পাওয়া যেত! একা একা কাঁহাতক আর ভালো লাগে, বলুন!'

এই বলে লোকটা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এবার উঠে পড়ি। সুমনার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল। এতক্ষণে মিতুন হয়তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছে।'



লোকটার 'দোসর' কথাটা আমার কানে ধাক্কা মারল। আমি বললাম, 'কী বললেন দাদা?'

লোকটা উঠে পড়বার তোড়জোড় করছে। আমার কথা শুনে বলল, 'বেশ ঝরঝরে লাগছে, বুঝলেন। টানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। রাতে ঘুম হয়নি তো!'

এবার ভালো করে লোকটাকে দেখলাম। এলোমেলো চুল, গালের দাড়ি নিখুঁত কাটা, কেতাদুরস্ত জামাপ্যান্ট, চকচকে কালো জুতো। গলায় টাইয়ের নটটা অনেকটা নামানো। পাগল বলে মনে হল না!

লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বলল, 'এখনও পাগল হইনি। তবে গ্যারান্টি নেই! ওয়ারেন্টি পিরিয়ড পেরিয়ে গেলে কী হবে বলা মুশকিল!'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি কোথায় আছেন?'

একগাল হেসে বলল, 'কেন, এই যে আপনার সামনে!'

উত্তরটা শুনে মাথার ভেতরের গলিত লাভা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আমি অন্ধ নই!'

হাসি থামিয়ে লোকটা বলল, 'দাদা, চটে গেলেন বলে মনে হচ্ছে! সফটওয়্যার কোম্পানিতে আছেন, সফট থাকবেন, চটকদারি দেখাবেন। চটবেন কেন!'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। লোকটা উঠে পড়ার তোড়জোড় ছেড়ে আবার বসে পড়ল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখুনি বাড়ি ফেরা যাবে না, বুঝলেন! চোখে-মুখে অফিস-ফেরত ক্লান্তির কোনও ছাপই নেই। ঘুমের ছাপ স্পষ্ট। বাড়িতে যে শার্লক হোমস আছেন, তাঁর কাছে ধরা পড়ে যাব!'

লোকটার বলার ধরন দেখে হেসে ফেললাম।

লোকটা চোখেমুখে একটা আলগা ভয়ের ভাব এনে বলল, 'না না, হাসবেন না! কীভাবে যে নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সে শুধু আমিই জানি!'

আমি আলগা হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'লুকোচুরি খেলছেন কেন?'

লোকটা একগাল হেসে বলল, 'আরে দাদা, খেলছি কি আর সাধে! পরিস্থিতি বাধ্য করেছে খেলতে!'

ব্যাপারটা আমার কাছে বোধগম্য হল না। আমি আলগোছে বললাম, 'বুঝলাম না!'

হাসতে হাসতে লোকটি বলল, 'মহিলাদের যেমন সৌন্দর্য, তেমনই আমার মতো পুরুষ মানুষের জীবনে চাকরিটাই একমাত্র ট্রাম্প কার্ড। ওদেশে ট্রাম্প জিতে আমার মতো মানুষের জীবনে ট্রাম্পেট বাজিয়ে দিয়েছে! তাঁর নিত্যনতুন হুকুমদারিতে, আমার চটকদারি উবে গেছে! চাকরিটাতে টাকা ছিল। টাকায় মোড়া ছিল সুখের গন্ধ! কিন্তু অ্যান্টিভাইরাস প্রোটেকশন ছিল না। ফলে, ভাইরাসের আক্রমণ! কম্পিউটার হ্যাং! চাকরি গন্!'

এক ঝটকায় আমার মুখের হাসি উবে গেল! বলে কী লোকটা! চাকরিটা গেছে! অথচ এভাবে হাসছে, পার্কের বেঞ্চে ঘুমোচ্ছে!



মাথাটা নির্ঘাত গেছে!

কোনও কথা না বলে অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, ''ভাবুন একবার, পাঁচ-পাঁচটা বছর পরিবারকে শিকেয় তুলে যে কোম্পানির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলাম, মাস দুয়েক আগের একদিন সকালে সেই কোম্পানি আমাকে গোলাপি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে জানাল, 'ইওর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড!' হোয়াট আ পিটি!''

ছোটবেলায় দেখা মাদারির খেলাটা মনে পড়ল। মাটিতে বসে একজন ঢোল বাজাচ্ছে। আর মাটি থেকে সাত-আট ফুট ওপরে একটা বাচ্চা মেয়ে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে। অপূর্ব ব্যালেন্স! মেয়েটি পড়ছে না। সেই ব্যালেন্স কি আমার আছে? আমিও তো মাদারির ওই মেয়েটার মতো দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছি। এই লোকটাও তো তেমনই হাঁটছিল! ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেছে! কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে দেশজুড়ে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে ছাঁটাই চলছে। মানুষের সৃজনপ্রতিভা, মানুষকেই গিলে খাচ্ছে! বিদেশি সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো আর এ দেশ থেকে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করাতে আগ্রহী নয়। লোকটার মতো আমার ওপরেও যে কোনও সময়ে কোপ নেমে আসতে পারে!

আমি বললাম, 'আপনি কি রোজ এখানে আসেন?'

-আর কোথায় যাব! প্রতিদিন বাড়ি থেকে ন'টার মধ্যে স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে ফিটফাট সাহেব সেজে বেরিয়ে পড়ি। মিসেস জানেন, অফিসে যাচ্ছি! তারপর এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে কাজ খুঁজি। একটা সময় যখন আর পেরে উঠি না, তখন এই পার্কের বেঞ্চে বসে রেস্ট নিই। এতদিন এসিতে বসে কাজ করেছি, এসি গাড়িতে যাতায়াত করেছি। রোদের মধ্যে ঘোরাঘুরি কতক্ষণ আর সহ্য হয়, বলুন!

হঠাৎ আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। গুমগুম করে মেঘ ডেকে উঠল। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। গুমোট ভাবটা কাটতে শুরু করেছে।

হাসতে হাসতে লোকটা বলল, 'দেখেছেন, ফোটোগ্রাফার কেমন ফ্ল্যাশ মেরে আমার ফোটো তুলছে। ঠিকমতো পোজ নিয়ে দাঁড়াইনি বলে কেমন গুমগুম আওয়াজ করছে!'

আর থাকতে না পেরে বললাম, 'এমন অবস্থার মধ্যে আপনার রসিকতা আসছে কীভাবে?'

লোকটার মুখের হাসিটা ধরে রেখে বলল, 'এটুকু আছে বলেই এখনও লড়ে যাচ্ছি!'

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। মুখের হাসিটা ছোট হয়ে এল। বলল, 'জানেন, রাতে বিছানায় আমার স্ত্রী, মেয়ের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনি! অথচ আমার ঘুম আসে না! কখনো-কখনো ব্যালকনিতে বসে মাঝরাতের নিস্তব্ধ রূপটাকে দেখি! ভাবি, কেন এমন হল! জানেন, সকালে ঘুম ভাঙতেই যখন মনে পড়ে চাকরিটা নেই, তখন ইচ্ছে করে পাঁচতলা ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরে পাখির মতো নিজেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিই! মিতুন, আমার পাঁচ বছরের মেয়ে, ওর কাছে আমার চাকরি থাকা না থাকাটা কোনও ব্যাপারই নয়! কিন্তু ও সামনে এলে আমি কেমন যেন গুটিয়ে যাই! সুমনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের প্রোগ্রামার ছিল চাকরিটা। আর এখন...! জানি না কতদিন এভাবে চোর-পুলিশের খেলা চালিয়ে যেতে পারব। ধরা তো পড়তেই হবে একদিন! সব কিছুরই একটা শেষ আছে! এই খেলাটার শেষটা যে কীভাবে হবে, কে জানে! তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা কাজ দরকার!'

লোকটা থামল। তারপর আমার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল, 'আপনার সন্ধানে কোনও কাজ আছে? আমার ফোন নম্বরটা আপনি রাখবেন?'

কী উত্তর দেব আমি!

লোকটা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে, পোর্টফোলিও ব্যাগটা তুলে নিয়ে হেসে বলল, 'আসছি দাদা। পারলে নিজেকে অ্যান্টিভাইরাসের জ্যাকেটে মুড়ে রাখবেন!'

হাঁটতে হাঁটতে লোকটা পার্কের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার আকাশের বুক চিরে একটা বিদ্যুৎচমক ঝলসে উঠল। আমার মনে একটা ভয় বুদবুদের মতো ভেসে উঠল, এটা কি কোনও অশনিসংকেত!

উত্তরের সাহিত্যিক

পরিমল দে

পরিমল দে। জন্ম ১৯৪৮ সালে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে। কর্মজীবনে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের আপ্তসহায়ক (১৯৭১), শরণার্থী পুনর্বাসন, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক (১৯৭২) এবং নিমতিঝোরা হাইস্কুলে বাংলা সাহিত্যে শিক্ষকতা করেছেন, দশ বছর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। হাজার চারাগাছ রোপণ করে একসময় নজির সৃষ্টি করেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে গদ্যকার হিসেবেই অধিক পরিচিতি। আঠারো বছর বয়সে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় 'জনসেবক' পত্রিকায়। সেটা ছিল 'উত্তরবাংলার পথে' শীর্ষক একটি ভ্রমণকাহিনী। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত, যার মধ্যে পাঁচটি গান্ধিজি-কে নিয়ে। তাঁর এই বইগুলো : 'আত্মজীবনীর গান্ধী', 'হিমালয় ও গান্ধীজী', 'বাপু ১৫০' এবং দুটো অনুবাদ গ্রন্থ : 'লন্ডন ডায়েরি' এবং 'দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কারাজীবন' গান্ধি গবেষক হিসেবে বৃহৎ পরিসরে তাঁকে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। প্রকাশিত অন্যান্য বই হল 'ইন্দিরা গান্ধী : প্রয়াগ থেকে শান্তিবন', 'নিকোলাস এক্কা ও অন্যান্য'।

বাংলার প্রায় সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাঁর লেখা। সম্পাদিত পত্রিকা 'যন্ত্রণা' এবং 'লড়াইয়ের কল্লোল'। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তার মধ্যে ব্যারাকপুর গান্ধি মেমোরিয়াল মিউজিয়াম থেকে মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড (২০১৫), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিআর আম্বেদকর পুরস্কার (২০১৫), প্রসার ভারতী আকাশবাণী দূরদর্শন সম্মান (২০১৬) উল্লেখযোগ্য। ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বঙ্গরত্ন সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে। তাঁর অষ্টম গ্রন্থ 'বন্দেমাতরম ও ভারতবর্ষ' প্রকাশিতব্য।



কবিতা

একলব্যের আঙুল

সুমন মল্লিক

মধ্যরাতে রোজ একলব্যের কাছে শিখি
শ্রম ও নিষ্ঠায় ডুবে থাকার অনুশীলন,
শিখে নিই লক্ষ্যস্পর্শের নিগূঢ় কৌশল

রাজপুত্র নই, নেহাতই এক শব্দশ্রমিক–
তির ও কলমের ঝংকারে
পূর্ব ও উত্তরপুরুষেরা মোড়া পেতে বসে,
নারীরা উলুধ্বনি দেয়... যেন জয়োৎসব

কী অবিসংবাদিত এক ব্রহ্মদৃশ্য!

একলব্যের রক্ত আমার খাতা ভেজায়
আর আমার অশ্রু
একলব্যের ক্ষত ধুয়ে দেয়...
না, একটিও শব্দ উচ্চারিত হয় না

একলব্য ও আমার কোনও দ্রোণাচার্য নেই...
আমাদের আছে শুধু একলব্যের আঙুল

স্তব্ধতা

তপন বসাক

বিশ্বাসহীন মেঝে।
চৌকাঠে স্তব্ধ দারোয়ান।
নেমে আসে কুয়াশার নিরেট চাদর।
পায়রার ঠোঁটে নেই কোনো বার্তা,
ঝুলে আছে অনন্ত মৌনতার ইশতেহার।
সময় এখানে থমকে দাঁড়ায়।
বন্ধ দরজার ওপাশে চলে
বেঁচে থাকার আদিম যুদ্ধ।
নগরের সমস্ত ক্ষত বুকে নিয়ে
ক্ষয় হতে থাকে দীর্ঘ রাত।
স্তব্ধতার দেয়াল চিরে তবুও জেগে রয়,
এক অবিনশ্বর প্রতীক্ষা।

আর্তি

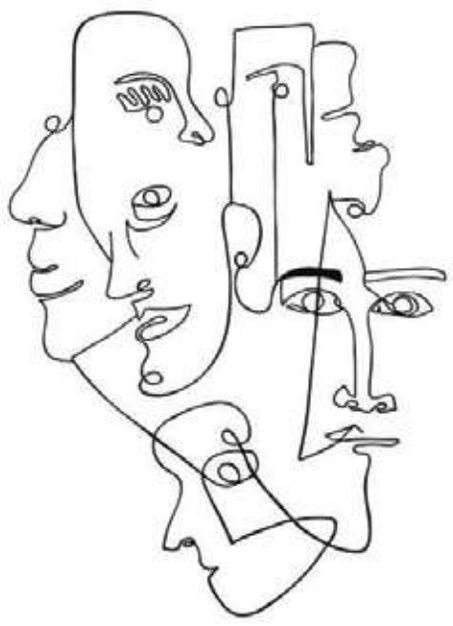
পরাগ মিত্র

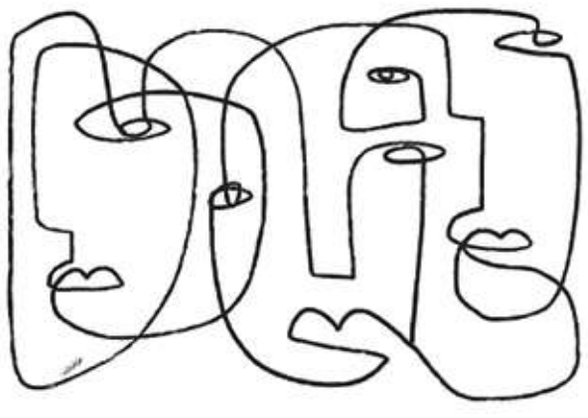
ভালোবাসলে এমনভাবে বাসো
পাশেও যেন মনে হয় কত যুগ দেখিনি এমন করে
দূরে গেলে চেয়ে থাকে অনন্ত কাঙাল
নিকানো আঙিনায় কার্তিকের শিশিরের মতো

বৃষ্টি শেষে ঝুঁকে আসে শ্রান্ত সাঁঝবেলা
আলপথে মাঝি ফেরে দিগন্তের গাঁয়ে
লেপটে থাকে ঘেঁটুফুল অবিন্যস্ত কোঁচড়ে
রূপকথার কলাপ হও তুমি বাউদিয়া অক্ষরে

জাফরিকাটা নক্ষত্রের ছায়া শুনসান সড়ক
বাতাসের নিটোল ভাঁজে আমনের ঘ্রাণ
ডাকবাক্স না ফেলা চিঠির আত্মগত দহন
ছিটিয়ে দাও মন্ত্রপূত জল আটপৌরে মমতায়

সূর্যের চোখে চোখ পাপড়ি মেলে শাপলা
সেই স্পর্ধা বিছিয়ে দাও চাতক আত্মায়
বাতাসিয়া লুপ জুড়ে কুয়াশা ঘনঘোর
হাতছানির স্তব জাগুক আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষায়।





চিঠি

রবীন্দ্রনাথ রায়

আলোয় ঝলমলে পুবের আকাশ
সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ঘাসে,
ডানার ঝাপটায় ভাসে শব্দের নূপুর
হেমন্তের চোখে অঘ্রাণের সোনালি রোদ,
দিগন্ত জুড়ে স্বপ্নের বুনন,
জেগে ওঠে ঘুমন্ত শিশির-
গন্ধ মাখা আঁটি, ভারে ভরা উঠোন,
পাখিদের মিলনমেলা,
কাদা মাখা মুখের চওড়া হাসি
একঝাঁক পায়রার ঠোঁটে নবান্নের চিঠি...

হেমন্ত আসে

সংকলিতা সান্যাল

আবার তুমি আঁচল ভরে নিও
তোমার প্রিয় পর্ণমোচী জীবন,
শীর্ণ নদী হারিয়ে যাবার আগেও
শূন্য তরী বাইবে কিছুক্ষণ।

ভোরের সাথে হয়নি তো আর দেখা
রাতগুলো সব অন্ধ হয়েই কাটে-
কুয়াশার এই গোলোকধাঁধায় আজও
পতঙ্গরা আগুন পথে হাঁটে...

হিমেল বাতাস কাঁপিয়ে দিল ঠোঁট
তবু শিশির মেখে দাঁড়িয়ে আছে কে?
হেমন্তের এই ব্যর্থ প্রেমিক শুধু
অপেক্ষাকেই আগলে রেখেছে...



অণুগল্প

মরীচিকার সৈকত

সঞ্জয় সাহা

আন্দামানের নির্জন সৈকতের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনীক। মাথার ওপর পাহাড়ের রিসর্টগুলোতে তখন আলোর মিটমিটে জোনাকি, আর পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা। সেই গোধূলিবেলায় অনীকের মনে হল, অসীম সাগরের বুক চিরে এক ক্ষীণ নদী যেন বালুচরের দিকে ধেয়ে আসছে। পরক্ষণেই ঘোর কাটল- ওটা জলধারা নয়, কেবলই দৃষ্টিভ্রম, এক মায়াবী মরীচিকা।

বিগত তিনটি বছর ধরে অনীক এই তটভূমিতে আসে এক অলীক ঠিকানার সন্ধানে। তিন বছর আগে ঠিক এই দিনেই তার প্রেমিকা 'নদী' উত্তাল সমুদ্রের অতলে বিলীন হয়েছিল। সেদিনের সেই আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় নদী বলেছিল, 'যদি কোনওদিন হারিয়ে যাই, তবে সমুদ্রের ঢেউ হয়ে তোমার তীরে ফিরে আসব।'

আজকের সন্ধ্যাটা বড়ই ভারাক্রান্ত। হঠাৎ অনীকের কানে বাতাসের ফিশফিশানি ভেসে এল- যেন পড়ন্ত বেলার মায়াজালে কেউ তাকে হাতছানি দিচ্ছে। পাহাড়ের আলোগুলোকে সাক্ষী রেখে অনীক পা বাড়াল জলরাশির দিকে।

সহসা অলৌকিকভাবে সাগরের গর্জন থেমে চরাচরে নামল গভীর নিস্তব্ধতা। অদূরে জলের বুকে ভেসে উঠল অসংখ্য ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ, যেন নিঝুম রাতকে তারা কোনও পুরোনো প্রেমের উপাখ্যান শোনাচ্ছে। সেই মায়াবী আলোয় ভেসে উঠল একটি পরিচিত অবয়ব।

নদী! সিক্ত কেশরাশি আর শুভ্র বসনে সে জলের ওপর দণ্ডায়মান, দৃষ্টিতে অসীম শূন্যতা। অনীক ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল, 'নদী!' সে কোনও উত্তর দিল না, কেবল হিমশীতল হাতখানি বাড়িয়ে দিল। মরীচিকার মোহে অন্ধ হয়ে অনীক ছুটে গেল ঢেউয়ের বুকে। কিন্তু হাত স্পর্শ করার ঠিক আগেই এক করুণ হাসি হেসে নদী কুয়াশার মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ের আলোগুলো তখনও নির্মম সত্যের সাক্ষী হয়ে জ্বলছে। অনীক বুঝল, নদী আজ এক অতৃপ্ত আত্মা, যে এই নির্জন দ্বীপের মায়ায় বন্দি। সে কাছে টানে ঠিকই, কিন্তু সমুদ্রের নিষ্ঠুর ঢেউ তাদের মিলন হতে দেয় না। বুকভরা শূন্যতা নিয়ে অনীক দাঁড়িয়ে রইল, আর তার চরণ স্পর্শ করে আছড়ে পড়তে লাগল শীতল, প্রাণহীন জল।



জন্মদিন

শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁয়তাল্লিশে পা এ বছর ঝিনুকের। এই বয়সে পৌঁছে নাকি চোখে পাওয়ারওয়ালা চশমা উঠলেও জগৎকে রঙিন দেখানোর মোহচশমাটা খসে পড়ে। অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে বিচার করার বদলে নিজেই নিজের প্রেমিক হয়ে ওঠে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছানো নারীরা। প্রতিবারের মতো এ বছরও ওর জন্মদিনের দুটো বেলা- সকাল, দুপুর পার হয়ে গিয়েছে। কারও মনে নেই আজকের দিন। বিকেলের দিকে ঝিনুক গেল ওর বাবার বাড়ি। জন্মদাতা বাবা পৃথিবী ছাড়ার পর থেকে লোকনাথ বাবার মন্দিরই ওর বাবার বাড়ি। বাবার শ্বেতপাথরের মূর্তিটিকে ওর জীবন্ত স্নেহশীল বাবা বলেই মনে হয়। বাবাকে প্রণাম করে আজ ঝিনুক ঢুকল একটা কেকের দোকানে। নিজেকে কিনে দিল প্রিয় একটি ম্যাঙ্গো পেস্ট্রি। আজ যার জন্মদিন, সে না থাকলে তো সবই মিথ্যে, ওর সংসার, সন্তান, চাকরি, টাকাপয়সা- সব। ফেরার পথে এক প্যাকেট চিপস কেনার ইচ্ছে হল ওর। দশ, কুড়ি না থাক পাঁচ, এই ভাবতে ভাবতে কুড়ি টাকার একটা চিপসের প্যাকেট কিনে টোটোয় ওঠে। বিধাতার ষড়যন্ত্রে ড্রাইভার ছাড়া আজ সকল যাত্রীই মহিলা। একজন ওর ছাত্রীর মা। হাসিমুখে প্যাকেটটা খুলে বাড়িয়ে দেয় সকলের দিকে। সংকোচ আর আনন্দের একটা হাসি খেলে যায় চেনা-অচেনা একদিনের বন্ধুদের মধ্যে। নিজের জন্য চিপস কিনে খাওয়াটা ভাগ করে নিয়ে যেন বিশ্বজয়ের অনুভূতি হয়। এভাবেই একটা বিকেল উপহার দেয় ঝিনুক ঝিনুককে।



মুখোমুখি ডোম্মারাজু গুকেশ ও জাভোখির সিন্দারভ

জেনেভার খেতাবযুদ্ধে গুকেশ-সিন্দারভ


২০২৪ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি হাতে ডোম্মারাজু গুকেশ



প্রবুদ্ধ ঘোষ

২৪ নভেম্বর জেনেভার কলোনিতে শুরু হচ্ছে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। মুখোমুখি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ বনাম চ্যালেঞ্জার জাভোখির সিন্দারভ। ১৪টি ক্লাসিক্যাল খেলা, আগে ৭.৫ পয়েন্ট পেলেই খেতাব। আর, ৭-৭ হলে ১২ ডিসেম্বর র‍্যাপিড-ব্লিৎজ টাইব্রেক। দু'জনেরই বয়স কুড়ি, ইতিহাসের কনিষ্ঠতম খেতাবি দ্বৈরথ দেখতে চলেছে ক্রীড়াবিশ্ব।

নভেম্বরের ফিডে তালিকায় সিন্দারভ ২৭৮২ (বিশ্বে চতুর্থ), গুকেশ ২৭১০ (২৬তম)। ৭২ পয়েন্টের ব্যবধান নজিরবিহীন নয়- ২০১৩-য় কার্লসেন আনন্দের চেয়ে ৯৫ পয়েন্ট এগিয়ে ছিলেন। নজিরবিহীন হল ২২ ধাপের র‍্যাংকিং-ফারাক, ২০০৬-এর পর কোনো খেতাবি ম্যাচে যা দেখা যায়নি। ইতিহাসের পরিহাস, ২০২৪-এ ডিং লিরেনের মতো এবার চ্যাম্পিয়ন গুকেশই ক্রমতালিকায় নিচে। ক্লাসিক্যালে এযাবৎ মুখোমুখি লড়াইয়ে সিন্দারভ ২-০ এগিয়ে, একটি ড্র।

২০০৫-এর ৮ ডিসেম্বর তাসখন্দে জন্ম সিন্দারভের। সাড়ে চার বছর বয়সে দাবা শেখান দাদু কোমিল সিন্দারভ, উজবেক দাবা ফেডারেশনের সহ-সভাপতি। ২০১৮-য় ১২ বছর ১০ মাস বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার, তখনকার দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম। ২০২২ চেন্নাই অলিম্পিয়াডে সোনাজয়ী দলের সদস্য। ২০২৫-এ গোয়ায় ১৬তম বাছাই হয়ে ওয়েই ই-কে টাইব্রেকে হারিয়ে কনিষ্ঠতম বিশ্বকাপজয়ী। তারপর সাইপ্রাসের ক্যান্ডিডেটসে অপরাজিত ১০/১৪, ডাবল রাউন্ড-রবিন যুগের রেকর্ড। পিটার স্বিডলারের ভাষায় সিন্দারভের জিত 'one for the ages'।

নিজের দর্শন সমন্ধে সিন্দারভের বক্তব্য, 'If I get a dynamic position with any colour, I will be very happy.' কোচ রোমান ভিদোনিয়াকের চোখে তিনি 'universal talent'। ফর্মে অবশ্য সাময়িক চিড় ধরেছিল। মে মাসে প্রজ্ঞানন্দের কাছে হেরে তাঁর ৫৩ ম্যাচের অশ্বমেধের ঘোড়া থামে। তবে অক্টোবরে সেন্ট লুইসে ক্লাচ চেস চ্যাম্পিয়ন্স শোডাউন জিতে র‍্যাপিড তালিকায় উঠেছেন দ্বিতীয় স্থানে, টাইব্রেকে যা তাঁর বড় অস্ত্র হতে পারে।

অন্যদিকে, ২০০৬-এর ২৯ মে চেন্নাইয়ে জন্ম গুকেশের। বাবা রজনীকান্ত ইএনটি সার্জন, মা পদ্মকুমারী অণুজীববিজ্ঞানী। সাত বছর বয়সে দাবা শেখা। ছোটবেলার কোচ বিষ্ণু প্রসন্ন ২৫০০ রেটিং পেরোনো পর্যন্ত তাঁকে ইঞ্জিন থেকে দূরে রেখেছিলেন যাতে নিজের মাথায় গভীর দানপর্যায় হিসাবের অভ্যাস তৈরি হয়। ২০১৯-এর জানুয়ারিতে ১২ বছর ৭ মাস বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে সিন্দারভের কয়েক মাস আগের কৃতিত্ব পেরিয়ে তিনি হন তখনকার দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম। দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরু সেখানেই। তারপর ২০২৪-এ টরন্টো ক্যান্ডিডেটস, বুদাপেস্ট অলিম্পিয়াডে ৯/১০ (পারফরম্যান্স রেটিং ৩০৫৬!), আর সিঙ্গাপুরে ডিংকে ৭.৫-৬.৫ ব্যবধানে হারিয়ে কনিষ্ঠতম অবিসংবাদী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

কার্লসেন তাঁর শৈলীকে বলেছেন 'pure counter', আনন্দ প্রশংসা করেছেন তাঁর 'incredible calculating abilities'-এর। কিন্তু খেতাবের পর পতনটাও নাটকীয়। অক্টোবর ২০২৪-এ ২৭৯৪ রেটিং ছিল। ২০২৬-এ টাটা স্টিলে দশম, নরওয়ে চেসে শেষ (কার্লসেনের কাছে দুবার হার), চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার্সেও শেষ স্থান, রেটিং নামে ২৭০৩-এ। এরপর মূল গ্র্যান্ড চেস ট্যুর থেকে সরে দাঁড়ান।

২৪ নভেম্বর জেনেভার কলোনিতে শুরু হচ্ছে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। মুখোমুখি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ বনাম চ্যালেঞ্জার জাভোখির সিন্দারভ। দুজনেরই বয়স কুড়ি, ইতিহাসের কনিষ্ঠতম খেতাবি দ্বৈরথ দেখতে চলেছে ক্রীড়াবিশ্ব।

সেপ্টেম্বরের সমরকন্দ অলিম্পিয়াড গুকেশ আর সিন্দারভ দু'জনেরই শেষ বড় ক্লাসিক্যাল পরীক্ষা ছিল, আর সেখানে মিলল দু'টি ভিন্ন ছবি। বিশ্বে চতুর্থ ও ক্যান্ডিডেটসজয়ী সিন্দারভ নেমেছিলেন ফেভারিটের শক্তি তাঁর ধারাবাহিকতা।


জাভোখির সিন্দারভ

অন্যদিকে, গুকেশকে অধিনায়ক শ্রীনাথ নারায়ণন রেটিং মেনে বসিয়েছিলেন চতুর্থ বোর্ডে, বিশ্বচ্যাম্পিয়নের ক্ষেত্রে যা বিরল সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় রাউন্ডে ইন্দোনেশিয়ার সাত্রিয়া দুতার সঙ্গে ড্রয়ের পর তাঁর রেটিং নামে ২৭০০-র নীচে; তারপর টানা দাপটে শেষ রাউন্ডের আগে ৯ খেলায় ৮.৫। শেষ খেলায় গ্লেব দুদিনের কাছে হার অবশ্য কেড়ে নিল টানা তৃতীয় অলিম্পিয়াড-সোনা; ৮.৫/১০ নিয়ে পেলেন বোর্ড-রুপো, ভারতও রুপো জিতল। নীচের বোর্ডে প্রতিপক্ষ তুলনায় দুর্বল, তাই সমরকন্দ গুকেশের আত্মবিশ্বাস ফেরাল ঠিকই, কিন্তু সিন্দারভের মাপের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফর্মের আসল পরীক্ষা এখনও বাকি।

আধুনিক খেতাবি ম্যাচের প্রথম লড়াই হয় ঘরে, প্রস্তুতিতে, ইঞ্জিনের সামনে। নিউরাল-নেটওয়ার্ক ইঞ্জিন শিখিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা-উদ্যোগ আর রাজার দুর্বলতার বিনিময়ে পিস-পন বলি দেওয়া যায়। সিন্দারভের এক্সচেঞ্জ বলি এই ইঞ্জিন-যুগেরই ভাষা। কার্লসেন যখন বলেন সিন্দারভ 'more objective in his evaluations', তিনি এই ইঞ্জিনসুলভ বস্তুনিষ্ঠতার কথাই বলছেন। গুকেশের দর্শন আলাদা। সিঙ্গাপুরের চতুর্দশ খেলায় অবস্থান ছিল প্রায়-ড্র, রুক-এন্ডগেম, ইঞ্জিনের হিসাবে সমান। গুকেশ তবু খেলা টেনে নিয়ে গেলেন, আর ডিং 55.Rf2?? খেলে হারলেন। ইঞ্জিনের ০.০০ মানে নিখুঁত খেলায় ড্র, তবে মানুষের পক্ষে নিখুঁত খেলা বেশ কঠিন, আর সেটাই গুকেশের পুঁজি। দাবায় আসল প্রশ্ন তাই মূল্যায়ন নয়, অবস্থানটি 'খেলা' কতটা কঠিন, প্রতিপক্ষের সামনে সঠিক দানের পথ কতটা সংকীর্ণ, সেইটা।

দাবাঘড়িও এই হিসাবের অংশ। ক্যান্ডিডেটসে কারুয়ানার বিরুদ্ধে সিন্দারভ জিতেছিলেন এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের সুবিধা নিয়ে, আর প্রস্তুতি এত গভীর ছিল যে একাধিকবার এন্ডগেম পর্যন্ত বোর্ডের অবস্থান-বদল সম্পর্কে আগেই সচেতন ছিলেন। তুখোড় পূর্বপ্রস্তুতি এবং ইঞ্জিনের সাহচর্য তাঁকে দাবাঘড়িতে সুবিধেজনক অবস্থানে রাখে। সেই অবস্থান থেকে তিনি প্রতিপক্ষের ঘড়িতে চাপ বাড়ান। সেখানে গুকেশের বিরুদ্ধে একটি পরিচিত সমালোচনা, তিনি নিজের অবস্থান নিয়ে 'often dangerously optimistic'- ইঞ্জিনের নিরপেক্ষ চোখের ঠিক উলটো অভ্যাস এটি, আর এই অভ্যেস তিনি ছোট থেকে গড়ে তুলেছেন।

অত্যাধুনিক ক্রীড়াবিজ্ঞান অনুযায়ী বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপকে রেটিংয়ের অঙ্কেও দেখা যাক। এলো-রেটিংয়ে ৭২ পয়েন্টের ব্যবধানে প্রতি খেলায় সিন্দারভের প্রত্যাশিত স্কোর প্রায় ০.৬০। ড্রয়ের হার


ডোম্মারাজু গুকেশ

৬৫ শতাংশ ধরলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গাণিতিক মডেলে সিন্দারভ ১৪ খেলাতেই জিতবেন প্রায় ৮৭ শতাংশ ক্ষেত্রে, গুকেশ মাত্র ৫ শতাংশ। কিন্তু এই গাণিতিক তর্ক নিছকই অঙ্ক, বিভ্রান্তিকর। কেন? ২০২৪-এ ৫৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা ডিং লিরেন গুকেশকে শেষ খেলা পর্যন্ত টেনেছিলেন, জিততে দেননি সহজে। ২০০০-এ লন্ডনে রেটিংয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা ক্রামনিক কাসপারভকে হারান। রেটিং টুর্নামেন্টের গড় ফর্ম মাপতে পারে, ম্যাচের প্রস্তুতি বা স্নায়বিক শক্তি বা নির্দিষ্ট পজিশনের সক্ষমতা মাপতে পারে না। আর, পারে না বলেই, দাবা সুন্দর, নান্দনিক, হতাশা-প্রত্যাশার উত্তেজনায় ভরা।

বিশ্বখেতাব নিয়ে মতামত প্রায় একমুখী। ম্যাগনাস কার্লসেন বলেছেন, 'I would say at the moment Sindarov is probably a pretty significant favorite.' তবে, এপ্রিলে আরও কঠোর অবস্থান ছিল কার্লসেনের, 'Gukesh has very, very obvious weaknesses when it comes to his understanding, and Sindarov does not in the same way.' হিকারু নাকামুরার হিসাব 'like 75-25 in favour of Sindarov', তবে গুকেশের জয় তাঁর মতে অসম্ভব নয়। গ্যারি কাসপারভ বলেছেন 'Sindarov looks like the clear favourite', সঙ্গে অবশ্য তাঁর সতর্কবাণী, 'A match is a match, and Gukesh is very resilient.' ফাবিয়ানো কারুয়ানা অবশ্য অন্য মেরুতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'maybe 55-45',

২০১৮-য় কার্লসেনের বিরুদ্ধে ১২টি ক্লাসিক্যাল খেলাই ড্র করা কারুয়ানা জানেন, খেতাবি ম্যাচে ব্যবধান কত সূক্ষ্ম! আর প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন, 'I think it's just 50-50.' আনন্দ অবশ্য কোনও পক্ষ নেননি, 'What he has to do is try to be the best Gukesh he can in the match and same for Sindarov.'

যুক্তির ভারে এমনকি বাজি-ধরার হিসেবেও সিন্দারভ একটু হলেও এগিয়ে- রেটিং, মুখোমুখি রেকর্ড, ক্যান্ডিডেটসের দাপট, র‍্যাপিডে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। কার্লসেনের সতর্কবার্তাও তাৎপর্যপূর্ণ, 'If Sindarov is ahead early on, it's probably very, very bad news for Gukesh.' তবু মনে রাখা দরকার, সিঙ্গাপুরের বিশ্বখেতাবি যুদ্ধে প্রথম খেলাতে হেরেও ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন গুকেশ। প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সূত্র সরল, সাদা নিয়ে অনাবশ্যক ঝুঁকিহীন দৃঢ়তা, কালো নিয়ে সিন্দারভকে তাঁর প্রিয় 'ডায়নামিক' অবস্থান না দেওয়া, আর, পজিশন পিষতে পিষতে দাবাঘড়ির শেষ সময় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া, যেখানে ইঞ্জিনের ০.০০ মানুষীহিসেবে আর শূন্য থাকে না। দাবাড়ুর ভুলে বা সঠিক মুহূর্তে সঠিক দানপর্যায় আবিষ্কারে একদিকে ঝুঁকে পড়ে। শেষ দান অবধি স্নায়ু ধরে রেখে ম্যাচ ঘোরানোর উদাহরণ কিন্তু গুকেশের রয়েছে। সিন্দারভ অঙ্কের বিচারে এগিয়ে, কিন্তু যুদ্ধ পুরো ১৪ ম্যাচ গড়ালে ফলাফল নিজের পক্ষে ঘোরানোর সামর্থ্য গুকেশের আছে। আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের ভরসা গুকেশের সেই টেনাসিটি, হার না-মানা জেদ এবং জটিল পজিশনে নিখুঁত দানপর্যায় আবিষ্কারের দক্ষতা।

(লেখক আসাম রয়্যাল গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক)


২০২৬ ফিডে ক্যান্ডিডেট জেতার পরে ট্রফি হাতে জাভোখির সিন্দারভ



লোকেশ-শুভমানের দাপটে জয়ের গন্ধ

সংগত ঋষভ-দেবদত্তর

ওয়েলিংটন, ২১ নভেম্বর : দিনের শেষ ওভার। বাকি আর তিন বল।

নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির জন্য প্রয়োজন ২ রান। তিন অঙ্কের স্কোরে পৌঁছে সাজঘরে ফেরার তাগিদ। আর সেই ছটফটানিতেই ইতি শুভমান গিলের দর্শনীয় ইনিংসে। ফ্রন্টফুটে ড্রাইভ করতে গিয়ে ভুলচুক। প্যাডে লেগে স্টাম্প ছিটকে দেয় জ্যাকব ডাফির বল।

মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া। এই নিয়ে চতুর্থবার 'নার্ভাস নাইন্টিসের' শিকার। শুভমানের চোখেমুখেও হতাশা। ঋষভ পন্থ, সাজঘরে গৌতম গম্ভীর সহ বাকিদের শরীরী ভাষায়ও আক্ষেপ পরিষ্কার। তবে শেষবেলায় শুভমানকে নিয়ে আফসোস সরিয়ে রাখলে ওয়েলিংটন টেস্টের তৃতীয় দিন পুরোপুরি ভারতের। নিউজিল্যান্ডের ৩৬৮ রানের জবাবে ভারত ৪৮৬/৪। লিড ১১৮। হাতে আরও ৬ উইকেট। জয়ের গন্ধ নিয়ে ফেরা টিম ইন্ডিয়ার।

সকালের সেশন গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য উইকেট বাঁচিয়ে রেখে কঠিন সময় কাটিয়ে দেওয়া। ১৫৯/১ থেকে শুরু করে সেই দাবিটাই মেটালেন গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার লোকেশ রাহুল ও দেবদত্ত পাডিক্কাল। বাড়তি সতর্কতার পাশে খারাপ বলের ফায়দা তোলা। দুই কর্ণাটক ব্যাটারের যে মুনশিয়ানা জল ঢেলে দেয় কিউয়িদের প্রচেষ্টায়।

কোনও উইকেট না হারিয়ে প্রথম সেশনে আরও ৮০ রান যোগ হয়। লাঞ্চে ২৩৯/১ স্বস্তির স্কোরে ভারত। টেকনিক লোকেশের প্লাস পয়েন্ট। তার সঙ্গে ধৈর্যের মিশেল। দেবদত্তের ইউএসপি সেখানে ব্যাকফুটে শট খেলা।



নিউজিল্যান্ডের বাউন্সি পিচে এদিন যার সুবিধা তুললেন। 'এ' দলের সিরিজে রান পেয়েছেন। অভ্যাস বজায় রাখলেন টেস্টেও। দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৫ রানের জুটি ভারতের লিড কার্যত নিশ্চিত করে দেয়। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙে কাইল জেমিসনের দুরন্ত ডেলিভারিতে, অফস্টাম্প ছিটকে যায় দেবদত্তের (৮০)।

ওপেনিং জুটিতে ১৩০। দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৫। ভারত ২৯৫/২। বিদেশের মাটিতে প্রথম দুই উইকেটে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে নয়া নজির লোকেশের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উইকেট পেলেও ম্যাচে ফেরার রসদ পায়নি নিউজিল্যান্ড। উলটে লোকেশ-শুভমান ৯১ রানের জুটি আরও ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় টম ল্যাথামদের। কিছুটা খেলার বিপরীতেই আউট লোকেশ (১৩৬)। প্রথমবার নিউজিল্যান্ডে খেলতে নেমে টেস্ট শতরান। বলে ঠেলে সেঞ্চুরি দৌড়ের মাঝে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশও করলেন। ছিল পরিবারের খুদে সদস্যের উদ্দেশ্যে মুখে আঙুল দিয়ে চেনা সেলিব্রেশন।

গতকাল শুরুতে কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছিলেন। সুযোগের সদ্ব্যবহারে রাজত্ব চালান ২৯০ বলের ইনিংসে। জোড়া ছক্কা মেরে বোঝালেন, দলের প্রয়োজনে হাত খুলতেও প্রস্তুত। শেষপর্যন্ত ব্যাটের কানায় লেগে ঢুকে আসা বলে ইতি পড়ে লোকেশ স্পেশালে। আফসোসের মাঝে ফিরলেন ত্রয়োদশ সেঞ্চুরি, চার সেনা দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) শতরানে দলের দেওয়া দায়িত্ব পালন করে।

প্রথম সেশনে ৮০। দ্বিতীয় সেশনে ১০৫। চা পানের পর শুভমান-ঋষভ শো। টপ থ্রি-র তৈরি মঞ্চে আগ্রাসী ক্রিকেটে দলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন। ঋষভ শুরুতে কিছুটা গুটিয়ে। শুভমানের ক্রিকেটীয় শটের মূর্ছনায় বেসিন রিজার্ভে তখন ব্যাটিং শিল্পের পর্যায়ে। কভার ড্রাইভ হোক বা পুল-ডাফি, হেনরি, জেমিসনদের প্রয়াস ঠোক্কর খাচ্ছিল। শুভমান-দাপটের মাঝে ফের প্রশ্নের মুখে স্নিকোমিটার প্রযুক্তি। হাফ সেঞ্চুরির পর এলবিডব্লিউয়ের আবেদন ওঠে শুভমানের বিরুদ্ধে। রিভিউতে ব্যাট-বলের মধ্যে ব্যবধান দেখা গেলেও স্নিকোতে স্পাইক ধরা পড়ে! বেঁচে যান শুভমান। নিউজিল্যান্ড ইনিংসেও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

পড়ন্ত বিকেলে ঝিমিয়ে পড়া কিউয়ি পেসারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা ঋষভের। আনঅর্থোডক্স ক্রিকেটীয় শটে একেবারে ঋষভ-স্পেশাল। ডাফির বাউন্সার অনায়াসে মাঠের বাইরে ছিটকে দিলেন। অফের বলকে ফ্লিক করে মিড অনের ওপর দিয়ে চালানো! সুনীল গাভাসকারের কথায়, ক্রিকেট ম্যানুয়েলে ঋষভের যে শট খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

৬২ বলে অপরাজিত ৫৫। তুরীয় যে ব্যাটিংয়ে ভাঙলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্টের বিদেশের মাটিতে উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে সর্বাধিক ২৫১২ রানের বিশ্বরেকর্ড। রেকর্ড ছাপিয়ে ঋষভ-ধামাকায় ডুব দেওয়া। নজির টিম এফোর্টেও। টেস্ট ইতিহাসে প্রথমবার বিদেশের মাটিতে একই ইনিংসে ভারতের প্রথম পাঁচ ব্যাটারের হাফ সেঞ্চুরি!

অন্তিম সেশনে ১৪২ রান ওঠে। যার সুবাদে লিড একশো পার (১১৮)। নৈশপ্রহরী অংশুল কম্বোজকে (০) নিয়ে রবিবার চতুর্থ দিনে ফের নামবেন ঋষভ। প্রাথমিক লক্ষ্য আড়াইশো প্লাস লিড। তারপর জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে বোলিং ব্রিগেডের ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা। হিসেব কতটা মেলে বাকি দুইদিনে সেটাই এখন দেখার।

দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ডের উপর চাপ বাড়ালেন অধিনায়ক শুভমান গিল। ওয়েলিংটনে।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস)
(১৫৯/১ স্কোরের পর থেকে)

লোকেশ বো স্মিথ	১৩৬
পাডিক্কাল বো জেমিসন	৮০
শুভমান বো ডাফি	৯৮
ঋষভ অপরাজিত	৫৫
অংশুল অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৩২
মোট (৪ উইকেট, ১২৫ ওভার)	৪৮৬

উইকেট পতন : ২৯৫/২, ৩৮৬/৩, ৪৮৬/৪।
বোলিং : হেনরি ২৯-৭-৮৬-১, জেমিসন ২৭-৬-৫৭-১, ডাফি ২৯-১-১৮০-১, স্মিথ ২৪-৪-৬৫-১, ফিলিপস ১৪-০-৭৬-০, রাচিন ২-০-৬-০।
(তৃতীয় দিনের শেষে)

নজরে পরিসংখ্যান

১ প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে চারটি সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশেই শতরান করলেন লোকেশ রাহুল।

২৫৪৪ অ্যাওয়ে টেস্টে উইকেটকিপার হিসেবে সর্বাধিক রানের নজির গড়লেন ঋষভ পন্থ। ৩৬ টেস্টের ৬৩ ইনিংসে তিনি করেছেন ২৫৪৪ রান। পেছনে ফেলে দিলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ৩৮ টেস্টের ৫৮ ইনিংসে করা ২৫১২ রানের নজিরকে।

২ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ভারতীয় হিসেবে শুভমান গিল (৩০১৫ রান) ৩ হাজার রানের গণ্ডি পেরোলেন। এদিনই তাঁর সঙ্গী হলেন ঋষভ পন্থ (৩০০৩ রান)।

৫ প্রথমবার বিদেশের মাটিতে ভারতের টপ অর্ডারের ৫ ব্যাটারই পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোলেন।

৪ চতুর্থবার শুভমান গিল টেস্টে নব্বইয়ের ঘরে আউট হলেন।



শতরানের পর ছোট্ট মেয়ের কথা মনে করে সেলিব্রেশনে লোকেশ রাহুল। শনিবার।

'টেকনিক কখনও সমস্যা ছিল না'

গ্লেনকে পানীয় উপহার দিতে চান রাহুল!

> দুর্দান্ত প্রাপ্তি। আলাদা অনুভূতি। টেস্ট সিরিজের আগে সপ্তাহ তিনেক কাটিয়েছি এখানে। 'এ' দলের হয়ে খুব বেশি রান না পেলেও নেটে লম্বা সময় কাটিয়েছি। রান পেতে কী করতে হবে, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। -লোকেশ রাহুল

ওয়েলিংটন, ২১ নভেম্বর : 'সেনা' দেশে আর এক রাজকীয় ইনিংস।

দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর এবার নিউজিল্যান্ডের মাটিতেও সেঞ্চুরির স্বাদ। সুনীল গাভাসকারের (২৪৬৪) পর ভারতীয় ওপেনার হিসেবে এই চার দেশে সর্বাধিক রানের নজিরও লোকেশ রাহুলের (১৯৪০) দখলে। ১৩৬ রানের স্পেশাল ইনিংসের জন্য অবশ্য দলের কাউকে নন, প্রতিপক্ষ গ্লেন ফিলিপসকে 'উপহার' দিতে চান ভারতীয় ওপেনার!

লোকেশের দাবি, শুরুতে আউট হওয়া থেকে তাঁকে নাকি বাঁচিয়েছেন কিউয়ি অলরাউন্ডার! তাই ড্রিংকস উপহার হিসেবে দিতে চান ফিলিপসকে! ইনিংসের সপ্তম ওভারে ম্যাট হেনরির বলে নিশ্চিত লেগবিফোর আউট ছিলেন। বোলার চাইলেও ফিলিপসের পরামর্শেই মূলত ডিআরএস নেননি অধিনায়ক টম ল্যাথাম। রিপ্লেতে দেখা যায় রিভিউ নিলে আউট ছিলেন লোকেশ।

তৃতীয় দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে মজার সুরে প্রতিপক্ষকে 'কৃতজ্ঞতা' জানালেন। লোকেশ বলেছেন, 'ফিলিপসের জন্য কিছু ড্রিংকস কিনতে চাই। বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে মন্থর ১৫ সেকেন্ড ছিল ওটা। গ্লেন ডিআরএসের পক্ষে ছিল না। শুধু চাইছিলাম, বাকিরাও যেন গ্লেনের কথাতেই সায় দেয়। শেষপর্যন্ত সেটাই হয়েছে।'

গতকাল ৫২ রানে অপরাজিত। আজ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট ইনিংসেই তিন অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ভুলচুক করেননি। যার সুবাদে একঝাঁক সাফল্যের পালক লোকেশের মুকুটে। ২০২১-এর পর ওপেনার হিসেবে সর্বাধিক ৭টি শতরানের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছেন। ভারতীয় ওপেনারদের শতরানের তালিকায় উঠে এসেছেন চতুর্থ স্থানে (১২টি, সবমিলিয়ে ১৩টি সেঞ্চুরি)। যে রেকর্ড ইনিংস প্রশংসা কুড়িয়েছে সুনীল গাভাসকারেরও। টেকনিক ও টেম্পারামেন্টের কথা পূর্বসূরির মুখে।



সাহসী শটে বল বাউন্ডারি পাঠাচ্ছেন ঋষভ পন্থ।

নিজের টেকনিক নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর লোকেশের গলায়ও। বলেও দিলেন, কেরিয়ারে ওঠা-পড়া থাকলেও টেকনিক কখনও সমস্যা হয়নি। প্রায় মাস পনেরো মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে টেকনিক বা ব্যাটিং মানসিকতা নিয়ে সমস্যার বদলে লাভবানই হয়েছেন। নিজের ব্যাটিং নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। পাশাপাশি, পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে বল ছাড়াটাও গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও বুঝে গিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথমবার খেলতে নেমে সেটাই করেছেন।

প্রতিটি সেনা দেশে শতরানের খুশি আড়াল করলেন না। লোকেশ বলেছেন, ''দুর্দান্ত প্রাপ্তি। আলাদা অনুভূতি। টেস্ট সিরিজের আগে সপ্তাহ তিনেক কাটিয়েছি এখানে। 'এ' দলের হয়ে খুব বেশি রান না পেলেও নেটে লম্বা সময় কাটিয়েছি। রান পেতে কী করতে হবে, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে যে সব ব্যাটার রান করেছে, তাদের বেশ কিছু ইনিংস দেখেছি। সবমিলিয়ে পরিষ্কার একটা ধারণা, পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছিলাম। বাইশ গজে যার বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরে ভালো লাগছে।''

নিউজিল্যান্ডের ৩৬৮ রানের জবাবে ভারত ৪৮৬/৪। ১১৮ রানের লিড। লোকেশের দাবি, কিছু কিছু বল নীচু হচ্ছে। পিচে ক্ষতও তৈরি হয়েছে। যা ক্রমশও বাড়বে। ফলে ম্যাচ যত গড়াবে পিচ আরও ভাঙবে, স্পিনাররা সুবিধা পাবে। সেক্ষেত্রে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করা সহজ হবে না কিউয়িদের। বোলারদেরও কৃতিত্ব দিলেন। বলেছেন, 'ম্যাচের প্রথম সেশনে দুর্দান্ত বোলিং করেছি আমরা। যা নিশ্চিত করে দেয় নিউজিল্যান্ড কোনওভাবে ৫৫০-৬০০ করতে পারবে না। ৩৬৮ রানে ওদের আটকে রাখার ফলে আমরা যথেষ্ট সময়ও পেয়েছি।'



৯৮৬তম গোল করে চেনা সিউ সেলিব্রেশনে আল নাসেরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

রোনাল্ডোর গোলেও হার আল নাসেরের

রিয়াধ, ২১ নভেম্বর : ১০০০ গোল থেকে মাত্র ১৪ ধাপ পিছিয়ে। রেকর্ডের লক্ষ্যে ছুটছেন সিআর সেভেন।

শুক্রবার আল নাসেরের জার্সিতে কেরিয়ায়ের ৯৮৬তম গোল পেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর পর এটাই তাঁর প্রথম গোল। কিন্তু রোনাল্ডোর দল অবশ্য জিততে পারেনি। সৌদি প্রো লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে আল আহলির কাছে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত আল নাসের।

ম্যাচের ১৪ মিনিটে রোনাল্ডোর গোলে লিড নিয়েছিল আল নাসের। চার মিনিট পরে অবশ্য পেনাল্টি মিস করেন সিআর সেভেন। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে অবশ্য গোল শোধ করেন গালেনো। দ্বিতীয়ার্ধে আল আহলির হয়ে বাকি দুইটি গোল ইভান টনি ও রজার ইবিনেজের।

পাশে ছিলেন গম্ভীর, দাবি সরফরাজের

মর্নির সঙ্গে মতানৈক্যেই ছাঁটাই সিরাজ!

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : চলতি ওয়েলিংটন টেস্টে চালকের আসনে ভারত।

ভুলত্রুটি শুধরে দ্বিতীয় দিনে বোলারদের প্রত্যাঘাতের পর ব্যাটিং দাপটে নিউজিল্যান্ড বধের লক্ষ্যটা উসকে দিচ্ছে। তবে সাফল্যের দিনেও পিছু ছাড়ছে না মহম্মদ সিরাজ বিতর্ক। এবার নতুন দাবি। অভিযোগ, বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের সঙ্গে মত পার্থক্যের জেরেই ধীরে ধীরে সিরাজকে নাকি ছেঁটে ফেলার ভাবনা থিংকট্যাংকের। ওয়েলিংটন টেস্টে তারই প্রতিফলন।

ভারতীয় দলের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের মতে, ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪-'২৫ ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। সিরাজকে 'হিট দ্য ডেক' বোলিংয়ে জোর দিতে বলেছিলেন মরকেল। চাইছিলেন, সিরাজ নিজের বর্তমান বোলিং স্ট্র্যাটেজি বদলে ফেলুক। যা পছন্দ হয়নি হায়দরাবাদ এক্সপ্রেসের। নিজের বোলিং স্ট্র্যাটেজি বদলাননি। বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও ঘটনার জেরে শুরু সিরাজকে ক্রমশ সরিয়ে নতুনদের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রক্রিয়া।

এদিকে, সিরাজ বিতর্কে নাম জড়িয়েছে সরফরাজ খানেরও। কারও কারও দাবি, মুসলমান ক্রিকেটারদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করছেন গৌতম গম্ভীর। পিছন থেকে মদত দিচ্ছে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কেউ কেউ। যা নিয়ে ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক তুঙ্গে। সিরাজের আগে মহম্মদ সামি, সরফরাজ খান গম্ভীরের যে মানসিকতার শিকার বলাও হচ্ছে।

> কঠিন সময় ছিল। মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ২০-২৫ দিন পার। আমি এনসিএ-তে রিহ্যাব করছি। সেই সময় এইসব রটানো হয়। বুঝতে পারছিলাম না এই নিয়ে কার সঙ্গে কথা বলব। আর তথ্য যদি ফাঁসই করতাম, তাহলে পরবর্তী সময় 'এ' দল বা শ্রীলঙ্কা সফরে ডাকা হত না। -সরফরাজ খান

যদিও এদিন উলটো কথাই শোনালেন সরফরাজ। জানান, কঠিন সময়ে গম্ভীরই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ফোন করে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ভরসা জোগান। সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সাজঘরের তথ্য বাইরে জানিয়ে দিচ্ছেন। যা নিয়ে নাকি গম্ভীরের রোষেও পড়েন। জল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছোয়।

সরফরাজ যে প্রসঙ্গ টেনে এদিন বলেছেন, 'কঠিন সময় ছিল। মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ২০-২৫ দিন পার। আমি এনসিএ-তে রিহ্যাব করছি। সেই সময় এইসব রটানো হয়। বুঝতে পারছিলাম না এই নিয়ে কার সঙ্গে কথা বলব। আর তথ্য যদি ফাঁসই করতাম, তাহলে পরবর্তী সময় 'এ' দল বা শ্রীলঙ্কা সফরে ডাকা হত না।'

কঠিন সময়ে গম্ভীর সাহস জুগিয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সরফরাজ আরও বলেছেন, 'আমার এবং পরিবারের জন্য অত্যন্ত খারাপ সময়। কেউ আমার ফোন পর্যন্ত তুলতে চাইছিল না। বাবা ও মুশিরের (ভাই) জন্য খারাপ লাগত। ফোন বন্ধ করে রাখতাম। গম্ভীর স্যর তখন বার দুয়েক ফোন করে। বলেছিলেন, এই সব ভীত্তিহীন কথাবার্তা, ক্রিকেটে যেন ফোকাস রাখি। বাবার সঙ্গেও কথা বলেন। পাশাপাশি যে কোনও সমস্যায় আমাকে ফোন করতেও বলেন।'

জয়ের ধারা বজায় রাখতে চায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : মিজোরামকে শুক্রবার হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক। সাফল্যের যে ধারাটা রবিবার বরোদা ম্যাচেও বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর লক্ষ্মীরতন শুক্লার বাংলা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির শুরুটা কর্ণাটকের বিরুদ্ধে হার দিয়ে শুরু হলেও ধাক্কা কাটিয়ে ছন্দে অভিষেক পোড়েল, করণ লালরা। ক্রুণাল পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন বরোদার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ তুলনায় কঠিন হলেও আত্মবিশ্বাসী বাংলা শিবির।

গ্রুপ 'এ'-তে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট রয়েছে বাংলার। সমসংখ্যক ম্যাচে ১২ পয়েন্ট বরোদারও। চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হারের পর মিজোরাম, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানকে হারিয়েছে তারা। আগামীকাল সেই অগ্রগতি বজায় রেখে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করে নেওয়ায় লক্ষ্য।

হেড কোচ লক্ষ্মীকে ভরসা জোগাচ্ছে পোড়খাওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলের রানে থাকা। সুদীপকুমার ঘরামিও রয়েছেন। পেস ব্যাটারি মূল শক্তি। যার পাশে করণ লাল ও ঋষভ চৌধুরীর ব্যাটে-বলে দাপট।

আজ টক্কর বরোদার বিরুদ্ধে

মিজোরাম ম্যাচে বড় জয় এলেও মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কালকের বরোদা ম্যাচে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। ব্যাটিংয়ে শিবালিক শর্মা, শাশ্বত রাওয়াতরা ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। তবে দলটার 'নিউক্রিয়াস' জাতীয় দলে খেলা ক্রুণাল পান্ডিয়া, দীপক হুডা ও জিতেশ শর্মা। পেস বোলিংয়ে রাজ লিম্বানি, অতীত শেঠরাও বাংলার ব্যাটারদের রাস্তায় কাঁটা ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত।

অতীত রেকর্ড বলছে শেষ ৫ টি২০ ম্যাচে বরোদার পাল্লা ভারী (৩-২)। তবে শেষ সাক্ষাৎকারে জিতেছিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলই। আর বাংলার হেড কোচ অতীত নয়, বর্তমানে জোর দিচ্ছেন। মূল লক্ষ্য, জয়ের অভ্যাস বজায় রাখা। আর একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চান। যেখানে ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে বরোদা-গাঁট পেরোতে টিমগেমেই জোর দিচ্ছেন।

ওয়াংখেড়ের পিচ মূলত ব্যাটিং সহায়ক হলেও পিচ থেকে পেসাররা সুইং-বাউন্স পাবেন। মুকেশ কুমার, মহম্মদ সামি, সায়ন ঘোষরা আগামীকাল সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে আজ

ভারত বনাম পাকিস্তান

সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : দোহা
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

পিসিবি-র কেন্দ্রীয় চুক্তিতে নেই রিজওয়ান

লাহোর, ২১ নভেম্বর : ২০২৬-'২৭ মরশুমে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় বড় রদবদল। নতুন তালিকায় জায়গা হয়নি মহম্মদ রিজওয়ান, প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদ এবং তরুণ ব্যাটার সাইম আয়ুবের মতো তারকাদের। বাদ পড়েছেন আরও একাধিক পরিচিত মুখ। শনিবার পিসিবি মোট ৩৮ জন ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করেছে। তালিকায় ২১ জন নতুন মুখ। এবার প্রথাগত ক্যাটিগোরির বদলে ফর্ম্যাট ভিত্তিক পাঁচটি বিভাগে চুক্তি ভাগ করা হয়েছে। সেখানেও একাধিক চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত চোখে পড়ছে। এই বছর টি২০ বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়া সলমান আলি আঘাকে শুধুমাত্র টেস্ট ও ওয়ান ডে-র চুক্তিতে রাখা হয়েছে। টি২০ বিশ্বকাপের পর কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে না খেললেও শাহিন শা আফ্রিদিকে ওয়ান ডে-র পাশাপাশি টি২০ বিভাগেও রাখা হয়েছে।

ধোনির অবসর অপ্রত্যাশিত : জাহির

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতেও আর খেলবেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের পর তাঁকে দলের 'মেন্টর' হিসেবে নিযুক্ত করেছে সিএসকে ম্যানেজমেন্ট। ধোনির এই অবসরের সিদ্ধান্তে কিছুটা বিস্মিত সিএসকে-র নতুন কোচ জাহির খান।

চেন্নাই সুপার কিংসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার জানান, ধোনির এই সিদ্ধান্ত তিনি একেবারেই আঁচ করতে পারেননি। জাহিরের কথায়, 'কখন কী সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তা ধোনির চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। ব্যক্তিগতভাবে ওর এই সিদ্ধান্ত আমার কাছে অপ্রত্যাশিত।' দীর্ঘদিনের সতীর্থ ধোনি এবার ভিন্ন ভূমিকায়। সেই প্রসঙ্গে জাহির বলেছেন, 'প্রতি বছরই আমরা আশা করি ধোনি মাঠে নেমে খেলবে। এবারও ও থাকবে, তবে নতুন ভূমিকায়। একদিকে ওর না খেলা নিয়ে আক্ষেপ, আবার অন্যদিকে দলকে সঠিক দিশা দেখানোর জন্য ওকে পাশে পাওয়ার উত্তেজনা, সবটা মিলিয়ে মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে।'



কোচ ও মেন্টর হিসেবে দুইজনের কাজের পরিধি কীভাবে ভাগ হবে, সেই বিষয়ে জাহিরের স্পষ্ট বক্তব্য, 'পদগুলি কেবল কাজের সুবিধার্থে তৈরি। মূল লক্ষ্য, একই মানসিকতা নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

নিখিলের দাপটে জয় অস্ট্রেলিয়ার

মেলবোর্ন, ২১ নভেম্বর : নিখিল চৌধুরীর জন্ম দিল্লিতে। কিন্তু ৩০ বছর বয়সি স্পিন অলরাউন্ডার ক্রিকেট খেলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছেলের খেলা দেখতে ভারত থেকে মেলবোর্নে হাজির হয়েছিলেন নিখিলের বাবা-মা। তাঁদের সামনে ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে টি২০ সিরিজের প্রথম অজিদের জয় এনে দিলেন নিখিল। প্রথম ব্যাট করে ইংল্যান্ড ৯ উইকেটে ১৮৭ রান করে। শুরুতেই ফিল সল্ট (০) ও অ্যানেউরিন ডোনাল্ড (১০) ফিরে যাওয়ার পর দুরন্ত ছন্দে ব্যাট করছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (২৮ বলে ৬৫)। টম ব্যান্টনের (২২ বলে ৩৯) সঙ্গে তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৪৭ বলে ব্রুক তুলে দিয়েছিলেন ৯৭ রান। তাঁকে আউট করে অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচে ফেরত আনেন নিখিল (২১/২)। এরপর অজিরা রান তাড়ায় নামার পর নিখিল ৩৮ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন মিচেল মার্শ (৩৭) ও স্যাম হার্পার (৩২)। অস্ট্রেলিয়া ১৯.৫ ওভারে ১৯১/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়।



বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়ারন নিখিল চৌধুরী। মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচে।

হ্যাটট্রিক হল না লক্ষ্যের

কোওলুন, ২১ নভেম্বর : হাইলো ওপেন ও কুমামোতো ওপেনে জয়ের পর হংকং ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টনেও সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন। কিন্তু সেখানেই তাঁকে থামিয়ে দিলেন

বিদায় সাতচিরও

ডেনমার্কের অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেন। শেষ চারের লড়াইয়ে স্ট্রেট গেমে লক্ষ্য হেরে যান ১৩-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে। শনিবার প্রতিযোগিতার ডাবলসে সেমিফাইনালে বিদায় নেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। মালয়েশিয়ার মান ওয়েই চং ও টি কাই উনের বিরুদ্ধে সাতচি ১৮-২১, ১৯-২১ পয়েন্টে হেরে যান।

প্রথম একাদশে ফিরছেন ম্যাকা



গোয়া পৌঁছে গেলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেন। শনিবার।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : আইএসএলে টানা চার ম্যাচে জয়। আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি নেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

আন্তর্জাতিক বিরতি কাটিয়ে রবিবার মাঠে নামছে প্যানোস ব্রিগেড। প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স। গোয়ার এই দলটির সঙ্গে কলকাতার ক্লাবগুলির বৈরিতা বহু পুরোনো। একাধিকবার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়ার মতো মোহন-ইস্টের হাত থেকে ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছে তারা।

প্রথম ম্যাচে হার। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বাগান কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস। পরের চার ম্যাচে দেজান ড্রাজিচরা কিন্তু পুরো পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন। কিন্তু দলের খেলায় মন ভরেনি বাগান জনতার। চার্চিল ম্যাচে কি সমর্থকদের মন জিততে পারবেন জেমি ম্যাকলারেনরা? অবশ্য প্রায় পূর্ণশক্তির দল নিয়েই গোয়ায় গিয়েছে মোহনবাগান। ডার্বির কথা ভেবেই মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে দলে রাখা হয়নি। তাঁকে ছাড়াই চার্চিল বধের নীল নকশা তৈরি করেছেন প্যানোস।

আইএসএল অভিষেকে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে চমক দিয়েছিল চার্চিল। পরের তিন ম্যাচে অবশ্য হারতে হয়েছে তাদের। তারপরেও প্রতিপক্ষকে নিয়ে সতর্ক প্যানোস। তাঁর কথায়, 'চার্চিল কিন্তু নিয়মিত প্রাকমরশুম প্রস্তুতির সুযোগ পায়নি। প্রথম দুই ম্যাচে তাঁর প্রভাব দেখা গিয়েছে। পরের দুইটি ম্যাচে অবশ্য ওরা উন্নতি করেছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে চার্চিলের হার দুর্ভাগ্যজনক। ওই ম্যাচটা আমাদের জন্য একটা সতর্কবার্তা। চার্চিলকে হালকাভাবে নিলে হবে না।'

আইএসএলে আজ

চার্চিল ব্রাদার্স বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, সোনি লিভ অ্যাপ ও ইউটিউব

শনিবার দুপুরেই গোয়া পৌঁছে গিয়েছে মোহনবাগান। বিকেলে অবশ্য অনুশীলন করেনি তারা। হোটেলেই হালকা গা ঘামিয়েছেন ম্যাকলারেনরা। চার্চিল ম্যাচের আগে মাত্র দুইটি অনুশীলনে গোটা দলকে পেয়েছিলেন প্যানোস। তার মধ্যেই নিজের পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়েছে। প্রথম একাদশ সাজাতেও বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাঁকে। পরের ম্যাচই ডার্বি। যা মাথায় রয়েছে বাগান কোচের। চার্চিলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন তিনি। চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ম্যাকলারেন। প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেছেন। চার্চিল ম্যাচ থেকেই বাগান জনতার আদরের ম্যাকাকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে। প্রথম একাদশে ফিরছেন মিডফিল্ড জেনারেল আপুইয়া রালতেও।

চার্চিলের বিরুদ্ধে গোলে বিশাল কেইথ নিশ্চিত। কিন্তু চার ডিফেন্ডার কারা হবেন? দলের সঙ্গে গোয়া গিয়েছেন আলবার্তো রডরিগেজ। কিন্তু তার তিনটি হলুদ কার্ড দেখা হয়ে গিয়েছে। আর একটি কার্ড দেখলে ডার্বিতে সাসপেন্ড থাকবেন বাগানের মনস্টার। সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। হাতে অবশ্য বিকল্পের অভাব নেই। তাই আলবার্তোকে না খেলানোর বিলাসিতা দেখাতেই পারেন প্যানোস। সেক্ষেত্রে হয়তো রাহুল ভেকের সঙ্গে মেহতাব সিং জুটি বাঁধবেন। দুই সাইডব্যাকে অভিষেক সিং টেকচাম ও শুভাশিস বসু নিশ্চিত। মাঝমাঠে আপুইয়ার সঙ্গী কে হবেন তা নিয়েও দ্বিধায় বাগান কোচ। অনিরুদ্ধ থাপা ও সামির জেলকোভিচ দুজনেই অবশ্য খেলতে তৈরি। বাঁদিকে লিস্টন কোলাসোকে খেলানো হতে পারে। ডানদিকে মনবীর সিং বা লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের মধ্যে একজন খেলবেন। নম্বর টেনের ভূমিকায় ড্রাজিচকে খেলানোর সম্ভাবনা বেশি। আপফ্রন্টে ম্যাকলারেন। পরিবর্ত হিসেবে লি এরউইনকে নামানো হতে পারে।

চার্চিল দলে বেশকিছু পরিচিত নাম। গৌরব বোরা, ওয়াহেংবাম আঙ্গুসানারা ছাড়াও প্রভাত লাকড়া, পাসাং দোরজি তামাংরাও রয়েছেন। দলটির মূল চালিকাশক্তি অবশ্য কলম্বিয়ান প্লে-মেকার সেবাস্টিয়ান গুতিয়েরেস। তিনি কিন্তু মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারেন সবুজ-মেরুন শিবিরের। রবিবার সন্ধ্যায় মান্ডবীর তীরে পালতোলা নৌকা ছুটবে নাকি চার্চিল কাঁটায় বিদ্ধ হবে সেটাই দেখার।

কামিন্সের পাশে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি হ্যাজেলউডের

ধারাভাষ্য থেকে ছুটি ওয়ার্নার-খোয়াজাকে

ক্যানবেরা, ২১ নভেম্বর : গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রিকেটমহলে নতুন করে আলোচনার শীর্ষে 'স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্ক। যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে উঠেছে ঝড়। ফলস্বরূপ আপাতত ধারাভাষ্যের দায়িত্ব থেকে সরানো হল ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খোয়াজাকে।

ফক্স স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করছিলেন ওয়ার্নার ও খোয়াজা। কিন্তু ফের 'স্যান্ড পেপারগেট' বিতর্ক ওঠায় এই দুজনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফক্স স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্টিভ ক্রলি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী কয়েক সপ্তাহ উসমান ও ডেভিডকে ধারাভাষ্য থেকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। কারণ পরিস্থিতি যত জটিল হচ্ছে, কাজে মনঃসংযোগ ধরে রাখা এই দুইজনের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ওরা যে চাপের মধ্যে রয়েছে, সেটা বুঝতে পারছি।' তবে কবে থেকে আবার ওয়ার্নাররা ধারাভাষ্য দেওয়া শুরু করবেন, সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

আট বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে 'স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্কে জেরবার হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট। সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন স্টিভেন স্মিথ, ওয়ার্নার ও ক্যামেরন ব্যানক্রফট। সেই বিতর্ক আবার উসকে দিয়েছেন প্রাক্তন অজি ওপেনার খোয়াজা। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, 'স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্কে বল বিকৃতির বিষয়টি গোটা অস্ট্রেলিয়া দল জানত। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। যদিও সেই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এরপর ব্যানক্রফট বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে অভিযোগ করেন, বোলাররা পুরো বিষয়টা জানত।

'স্যান্ডপেপারগেট' বিতর্কের জেরে অনেকেই মনে করছেন, অধিনায়কত্ব হারাতে পারেন কামিন্স। এই পরিস্থিতিতে দলের অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়েছেন পেসার জোশ হ্যাজেলউড। তাঁর কথায়, 'গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মহল থেকে একতরফা আক্রমণ চালানো হচ্ছে। গত সপ্তাহে প্যাট যা বলেছে এবং অধিনায়ক হিসেবে বিগত পাঁচ-ছয় বছর যা করেছে, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ও একজন দারুণ নেতা। দলের বাকি সবাইও একই কথা বলবে।' কামিন্সকে অধিনায়কত্ব থেকে সরানো হলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে, এমনটাই দাবি হ্যাজেলউডের। তিনি বলেছেন, 'এমন পরিস্থিতি হলে আমাকেও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।'

তবে আপাতত অধিনায়কত্ব ছাড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই কামিন্সের। এমনকি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও এক বিবৃতি দিয়ে কামিন্সকে সমর্থন জানাতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।



সাময়িকভাবে ফক্স স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল উসমান খোয়াজা ও ডেভিড ওয়ার্নারকে।



ট্রফি নিয়ে কৃতিকা শৈব।

জলন্ধরে টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন কৃতিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : জলন্ধরে জাতীয় র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির কৃতিকা শৈব। ফাইনালে কৃতিকা ৩-১ গেমে হারিয়েছে হরিয়ানার ফাল্গুন গুপ্তাকে। সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্রের এরিনার বিরুদ্ধেও একই ব্যবধানে তার জয় এসেছিল। চলতি মরশুমে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় দুর্দান্তভাবে সফল হওয়ার এবার জাতীয় পর্যায়েও আধিপত্য বিস্তার করছে কৃতিকা।

হাত বাড়ালেই
Suvida গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

Amul Milk. Always Fresh.
Amul GOLD
180 days shelf life
No need to boil
Anytime, anywhere

উত্তরের খেলা

বড় ম্যাচের আগেই চাপ বাড়ছে হাবাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ভারতীয় ফুটবলে নিঃসন্দেহে অন্যতম সফল বিদেশি কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। আইএসএল পরবর্তী সময় সফলতম বললেও বোধহয় ভুল হবে না। ইস্টবেঙ্গলেও ইনিংসের শুরুটা করেছিলেন চেনা মেজাজে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারফরমেন্সের গ্রাফও নিম্নগামী। যদিও কিছুটা পরিস্থিতির শিকার অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচ।



হাতে প্লাস্টার করা হল এডমুন্ড লালরিনডিকার। শুক্রবার এসসি দিল্লি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি।

মরশুমের শুরুতেই ডুরান্ড কাপ জয় লাল-হলুদ সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর প্রথম ম্যাচেও প্রশংসিত হয়েছিল মহম্মদ বসিম রশিদ, ড্যানি র‍্যামিরেজদের লড়াকু ফুটবল। আইএসএলেও হাবাসের ইস্টবেঙ্গল শুরুটা করেছিল রাজকীয় মেজাজে। তারপরই ছন্দপতন। আইএসএলে শেষ দুই ম্যাচে জয় অধরা। আনোয়ার আলির অনুপস্থিতিতে লাল-হলুদ রক্ষণের চেহারা কঙ্কালসার। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচে এডমুন্ড লালরিনডিকার হাতের চোট চিন্তা আরও বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলে। এই মুহূর্তে দুই ফুটবলারের ঘাটতি পূরণ করা কার্যত অসম্ভব। সামনেই আবার মহারণ। এরই মাঝে মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু হাবাসের হাতে বিকল্প কোথায়?

হার্দিক ভাট গত মরশুমে আই লিগের সেরা ডিফেন্ডার। তবে এখনও পরিণত নন। ইস্টবেঙ্গলে বেশ কয়েকটা মরশুম খেলা হয়ে গেল লালচুংনুঙ্গার। তিনিই বা আর কবে পরিণত হবেন! মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যাচে সন্দীপ মান্ডি ফিরবেন। সমর্থকদের জন্য এটা কিছুটা স্বস্তির। নারিন্দার গেহলট, বরিস সিংরা দলের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করলেও এখনও তাদের খেলানোর সাহস দেখাতে পারছেন না হাবাস। ডার্বির মতো উত্তেজক ম্যাচে নামিয়ে দিলে বরিস, গেহলটরা চাপে পড়তে পারেন। এই মরশুমে কলকাতা লিগের পর রিজার্ভ দল থেকেও সেই অর্থে কোনও ফুটবলার সিনিয়ার দলে নেওয়া হয়নি। ফলে আনোয়ার না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণভাগে ইঞ্জিন ড্যানি র‍্যামিরেজ। তিনি অচল হয়ে পড়লে দলটাও দাঁড়িয়ে যায়। দিল্লি ম্যাচে আকে আনউদ লোবা আসার পর যদিও আক্রমণভাগ বেশ সচল ছিল। তাঁকে কেন আরও আগে মাঠে আনলেন না? হাবাসের জবাব, 'বাইরে থেকে দেখে মন্তব্য করা সহজ। আমি যা সিদ্ধান্ত নিই তা পরিস্থিতি বিবেচনা করেই। কোন সময় কাকে খেলানো প্রয়োজন তা আমার থেকে ভালো কেউ জানে বলে মনে হয় না।' তাঁর ব্যাখ্যা, 'লোবার তুলনায় এরিয়াল বলে লুকাস জোলিনস্কি বেশি দক্ষ।' স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ম্যাচের পর পরিসংখ্যান তুলে ধরেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন হাবাস। বলেছেন, 'গোটা ম্যাচে ১৯টা গোলের সুযোগ তৈরি করেছি আমরা। পরিকল্পনায় ঘাটতি থাকলে তা সম্ভব হত না।'

এদিকে, সম্প্রচার সংক্রান্ত সমস্যার জন্য ২৯ নভেম্বর বড় ম্যাচের সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে এগিয়ে পাঁচটায় পরিবর্তন করা হবে বলে আয়োজক ইস্টবেঙ্গলকে জানানো হয়েছিল। যদিও সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে পরে আবার জানানো হয়। পুনর্নির্ধারিত সময়, অর্থাৎ সাড়ে সাতটাতেই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ শুরু হবে।

দুনের প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : দুন হেরিটেজ স্কুলের দুন প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শুরু হবে সোমবার। ২৪টি দলকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল, বাণীমন্দির, কদমতলার বিএসএফ স্কুল, হেব্রন ইংলিশ স্কুল, শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী বিদ্যানিকেতন এবং বিহারের তারাচাঁদ ধানুকা অ্যাকাডেমি। গ্রুপ 'বি'-তে রাখা হয়েছে ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল, নারায়ণা স্কুল, নির্মাণ বিদ্যা জ্যোতি স্কুল, হিন্দি বালিকা বিদ্যাপীঠ, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল (শিলিগুড়ি) এবং এলএমইটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে। গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে লিটল অ্যাঞ্জেলস, সেক্রেড হার্ট স্কুল, শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমি, বিড়লা দিব্যা জ্যোতি স্কুল, জার্মেলস অ্যাকাডেমি এবং এসআইসিএ সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। গ্রুপ 'ডি'-তে স্থান পেয়েছে নেপালের বিদুর ইংলিশ বোর্ডিং হাইস্কুল, দুন হেরিটেজ, অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুল, ডিএভি স্কুল, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং জলপাইগুড়ির দেবীঝোরা হাইস্কুল। উদ্বোধনী ম্যাচে বাণীমন্দির মুখোমুখি হবে কদমতলার বিএসএফ স্কুলের। ফাইনাল হবে ৭ ডিসেম্বর।

জিতল নর্থ বেঙ্গল

বাগডোগরা, ২১ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি, গীতারানি সাহা ও সন্ধ্যা দাস ট্রফি ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে শনিবার নর্থ বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৩-০ গোলে হারিয়েছে মাটিগাড়ার পরিমল নগর স্পোর্টিং ক্লাবকে। গোল করেন ইন্দ্রজিৎ সিংহ, দীপঙ্কর লোহার এবং বিকাশ ওরাওঁ। রবিবার খেলবে নকশালবাড়ির ফ্যাশন এফসি এবং বাগডোগরার ডারাগাঁও।

বিবেকানন্দ ও বাঘা যতীনের ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শনিবার বিবেকানন্দ ক্লাব এবং বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছে। ৪৩ মিনিটে বাঘা যতীনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সাদিশ রাই। প্রথমার্ধেরই সংযোজিত সময়ে সমতা ফেরান বিবেকানন্দের আকিব নওয়াব। ৪৮ ও ৬৭ মিনিটে বাঘা যতীনের পক্ষে স্কোর ৩-১ করেন পূজন সুব্বা ও সাদিশ। ৮৫ মিনিটে বিবেকানন্দের ওয়াংদেন তামাং এবং ৮৬ মিনিটে দিলীপ মঙ্গর স্কোরলাইন ৩-৩ করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে পূজন পেয়েছেন নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি।



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন পূজন সুব্বা।

লিগে টানা ৪ ম্যাচে জয় অধরা সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে টানা ৪ ম্যাচ জয়হীন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তবে স্বস্তির খবর টানা ৩টি হারের পর শনিবার ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল তারা। ঘরের মাঠে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে এনজো মারেস্কার দল। নেপথ্যে শেষ কয়েকটি ম্যাচে প্রকট হওয়া একই রোগ- রক্ষণ ও মাঝমাঠের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব। ১৬ মিনিটে সিটি ডিফেন্ডার মার্ক গুয়েহি প্রেস করতে উঠে যান ফুলহ্যামের অর্ধে। ফুলহ্যামের অস্কার বব সেই ফাঁকা জায়গা কাজে লাগিয়ে দ্রুত প্রতিআক্রমণে উঠে সিটির বক্সে বল রাখেন। যেখান থেকে নিঁখুত নিশানায় বল জালে জড়ান রডরিগো মুনিজ। এদিন স্বভাববিরুদ্ধভাবে বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সিটির স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ৫৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে সিটির হার বাঁচান মিডফিল্ডার এলিয়ট অ্যান্ডারসন।

ড্র আর্সেনালের

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে খেলতে নেমে জাবি অলন্সোর চেলসি ১-৪ গোলে হেরেছে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ২৫ মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে দেন ইমানুয়েল এমেঘা। লিডসের নোয়া ওকাফোর ৩ মিনিট পরে সমতা ফেরান। ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-১ করেন লিডসের ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন। নোয়া ৫৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান। তাদের চতুর্থ গোলটি ব্রেন্ডেন আরোসনের। প্রিমিয়ার লিগের অন্য ম্যাচে আর্সেনাল ও নিউক্যাসল ইউনাইটেড ২-২ গোলে ড্র করেছে। এবেরেচি এজে ও নোনি মাদুয়েকে গানারদের হয়ে গোল করেন। নিউক্যাসলের গোল দুইটি হার্ভি বার্নস ও মালিক থিয়াওয়ের।

রবীন্দ্রেই আসরাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সের জন্য শনিবার চুক্তি পুনর্নবিকরণ ও দলবদল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথমদিনে ১৩টি ক্লাবে ২২৮ জনের সই পড়েছে। রবিবারও দুপুর ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। নতুন নাম নথিভুক্তের জন্য ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ধার্য হয়েছে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আসরাফ আলি, বিট্টু দাস, পূর্ণিমা রানি থেকে গেলেন রবীন্দ্র সংঘেই। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ধরে রেখেছে সুনীত রায়কে।

মর্নির সঙ্গে মতানৈক্যেই ছাঁটাই সিরাজ!
-খবর সতেরোর পাতায়



ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা পিন্টু মন্ডল - কে 19.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 50K 73039 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জন্য একটি অসাধারণ সুযোগ ছিল, কারণ এই এক কোটি টাকার জয় আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারে। আমি এই জয় গ্রহন করতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান বোধ করছি এবং আমি এই অর্থ আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি স্থিতিশীল জীবন গড়তে ব্যবহার করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রাজ্য টিটি-র শিলিগুড়ি দল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ৮ম রাজ্য ও আন্তঃ জেলা টেবিল টেনিসের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সচিব অনুপ বসু ঘোষিত দল- সপ্তর্ষা চক্রবর্তী, মনোরূপ ঘোষ, জয়ব্রত ভট্টাচার্য, মণীশ দাম, সংগ্রাম সরকার (পুরুষ), প্রাচী ঘোষ, সম্মর্ষী বণিক, সৃজনী দে, পূজা পাল, সৃজনী বসু (মহিলা), কৌস্তভ চক্রবর্তী, প্রান্তিক রায়, রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত, রৌনক সরকার (অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলে), বিবেষনা সাহা, সাম্বিষা দেব, প্রাচী, ঋদ্ধি ঠাকুর (অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়ে), কৌস্তভ, মণীশ, রাজর্ষিপ্রতীম, রৌনক (অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে), বিবেষনা, সাম্বিষা, রিনিভা সরকার, শ্রীনিকা কার্জি (অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়ে), সিরাজ বর্ধন সিং, জেম মহালানবিশ, সৌমিক দেব, আর্যভ রায় (অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলে), বিবেষনা, রাশি সাহা, রূপকথা দাস, কৃতিকা শৈব (অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়ে), জেম, তৃষাণজিৎ ঘোষ, অয়ন মাহাতো, অভিরূপ বাগ (অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলে), রূপকথা দাস, কৃতিকা, উর্জা জোয়ারদার, আরাধ্যা দে সরকার (অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়ে), তেজশ জোশি, মায়াঙ্ক বিশ্বাস, অহর্ষি মজুমদার, বিরাজ সাহা (অনূর্ধ্ব-১১ ছেলে), কৃতিকা, অস্মিতা সরকার, তিয়াশা হালদার ও দেবাঙ্গনা আচার্য (অনূর্ধ্ব-১১ মেয়ে)। শনিবার এই খেলোয়াড়দের হাতে কিট তুলে দেন অনুপ, সুব্রত রায়, রানা দে সরকার, স্পনসর ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মার পুরঞ্জয় রায় প্রমুখ। প্রতিযোগিতাটি ২৪-৩০ নভেম্বর কলকাতায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে হবে।



কিটস তুলে দেওয়ার পর খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফোটোসেশনে কর্মকর্তারা।

Anandaloke Multispeciality Hospital
DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS
COMPREHENSIVE BONE, JOINT & SPINE CARE
Dr. Rohit Karmakar
MS, DNB Ortho
Consultant Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon
Dr. A. K. Sasmal
MS, Ortho
Consultant Orthopaedic Surgeon
Joint Replacement (Hip, Knee & Shoulder)
Spine Surgery (Deformity & Disc)
Trauma & Fracture Management
Sports Injury Treatment
Arthroscopy & Ligament Reconstruction
Bone & Joint Disorders (Arthritis, Osteoporosis)
24×7 EMERGENCY 9933100200
2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI - 734001, WEST BENGAL